পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 240 Tuesday, 30 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪০ সংখ্যা ❋ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আসুক বাংলা ভাগ করতে, দেখি কার কত ক্ষমতা মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ বিজেপির বিরুদ্ধে আবার বাংলা ভাগ করার চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে সরব হয়েছে। এবার এই প্রসঙ্গে সোমবার বিধানসভায় ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''কেউ আসুক বাংলা ভাগ করতে, দেখা যাবে কার কত দম।'' সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বাংলার দুই জেলা মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ-সহ ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কয়েকটি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ডাক দিয়েছেন। দুই সাংসদের এই দাবি নিয়ে আবার তোলপাড় শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে বিধানসভায় বলেছেন, ''গণতন্ত্রে জনতাই শেষ কথা। যে সব বিধায়করা বাংলা ভাগ করার কথা বলবে বা বলছে তাঁরা বিধানসভায় আসুক। কার কত ক্ষমতা দেখা যাবে।'' তিনি বলেন, ''বাংলাকে ভাগ করা চক্রান্ত চলছে। কখনো সাংসদ কখনো মন্ত্রী কখনো বিধায়ক এই দাবি করছেন। তাঁদের গলায় নানা রকম প্রস্তাব উঠছে। আমি বলছি এই নিয়ে যা বলার বিধানসভায় এসে বলুন। এখানে আলোচনা হোক এবং ভোটাভুটি হোক। কোনও ভাবেই আমরা বাংলাকে ভাগ হতে দেব না। বিজেপির এই চক্রান্ত আমাদের রুখতেই হবে।'' মমতার কথায়, ''আগে আমি এসব দেখিনি। এই বিজেপি সরকার আসার পরই এটা দেখছি। নির্বাচন আসলেই শুধু বিভাজনের প্রশ্ন। ভোট এলেই বিজেপি বাংলা ভাগ করার কথা বলে। গোর্খাদের, জনজাতিদের আলাদা করে দিতে চায় তারা। এমনকি তফশিলি, মতুয়াদের

আলাদা করার ভাবনাও নেয় তারা। কিন্তু বাংলায় কোনও ভাগাভাগির প্রশ্ন নেই'', স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, বিধানসভাকে এড়িয়ে বাংলা ভাগের কথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিধানসভায় আলোচনা চেয়েছেন তিনি। দাবি করেছেন, ভোটাভুটি হোক তখন দেখা যাবে কার কত দম। গত শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''অসম, ঝাড়খণ্ড, বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত, তা মেনে নেওয়া যায় না।'' তবে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে যে অভিযোগ করেছেন তা বিস্ফোরক। তাঁর দাবি, বাংলাদেশের অনুপ্রবেশের কারণে নাকি বাংলা ও বিহারের জনসংখ্যার বিন্যাস বদলে যাচ্ছে। এমন চলতে থাকলে হিন্দুদের অস্তিত্বই থাকবে না। এরপরই বাংলা ও বিহারের এই পাঁচ জেলাকে নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির দাবি জানান তিনি। এদিন বিধানসভা অধিবেশনে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রসঙ্গ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি মুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজ তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গ তোলেন উত্তরবঙ্গে উন্নয়নেরও। খতিয়ান তুলে ধরেন কত টাকা খরচ হয়েছে রাজ্য সরকারের। বস্তুত, ঘাটাল প্ল্যান বাস্তবায়ন কবে হবে? এ প্রশ্ন নতুন নয়। চলতি বছরের লোকসভা ভোটের পূর্বে সাংসদ দীপক অধিকারীকে এই প্ল্যান বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ১৫০০ কোটি টাকার ওই প্রকল্পের কাজ রাজ্য শুরু করে দেবে রাজ্য সরকার। এরপর এ দিন মুখ্যমন্ত্রী অধিবেশনে জানিয়েছেন, ''ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরা হাতে নেব। ডিপিআর হয়ে গিয়েছে।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''মুড়িগঙ্গার নদীর এক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ব্রিজ তৈরি করা হবে। এই ব্রিজে করে মানুষ গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে পারবেন।'' পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার অসহযোগিতা করার পরও রাজ্য সরকার 'কান্দি মাস্টার প্ল্যান' করেছে। মমতা বলেছেন, ''এনডিআরএফ টিমের সঙ্গে আমরা চুক্তি করেছি। এজন্য ওদেরকে আমাদের টাকা দিতে হয়।''

তিন সপ্তাহের ডেডলাইন! ২০১৪-র টেটের শংসাপত্র নিয়ে নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ ২০১৪ সালের টেটের শংসাপত্র নিয়ে বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, শংসাপত্র পাবেন পরীক্ষার্থীরা এবং তা তাঁদের দিতে হবে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে। সোমবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং সিবিআইকে এই নিয়ে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পরীক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের অভিযোগ ছিল, ২০১৪ সালে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাঁরা শংসাপত্র পাননি। এই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। দাবি করা হয়েছিল, পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর নিজেদের দ্বন্দ্বে সেই শংসাপত্র পাওয়া থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, অবিলম্বে

আবেদনকারীদের শংসাপত্র দিতে হবে। বিচারপতি সিনহা জানিয়েছেন, সিবিআই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে ১ সপ্তাহের মধ্যে ওই শংসাপত্র দেবে। তারপর পর্ষদ আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে সেগুলি আবেদনকারীদের ফিরিয়ে দেবে। যদিও এই শংসাপত্র তারাই পাবেন যারা আদালতে মামলা করেছিলেন। সকলে নয়। যদিও মনে করা হচ্ছে, হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর ভবিষ্যতে ২০১৪ সালের টেটের অন্তত ১ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই শংসাপত্র পেতে পারেন। এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সোমবার বিচারপতি বলেন, ''যারা পাশ করেছে তাদের তথ্য নেই বোর্ডের কাছে।'' কে আসল পরীক্ষার্থী সেটা বোর্ড জানবে কী করে, প্রশ্ন তোলেন তিনি। তারপরই সিবিআইকে শংসাপত্র শিক্ষা পর্ষদকে দেওয়ার নির্দেশ দেন অমৃতা সিনহা। আসলে বোর্ডের অভিযোগ ছিল, সিবিআই-এর হাতে তথ্য থাকায় শংসাপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। বোর্ড সিবিআই-কে অরিজিনাল কপি দিলে, তদন্ত বাধা পেতে পারে, সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কপি দেওয়া যেতে পারে বলে জানিয়েছে সিবিআই। বোর্ডের হাতে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার টেট সার্টিফিকেট কপি হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। দ্রুত সার্টিফিকেট বোর্ডের হাতে হস্তান্তর করবে সিবিআই। সেখান থেকে বেছে মামলাকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে বোর্ড।

'অমুসলিমরা দুর্ভাগা' মন্তব্যের জন্য বিধানসভায় ফিরহাদকে বয়কটের ডাক দিল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ এবার বিধানসভায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বয়কটের পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি। 'ইসলাম ধর্মে যারা জন্মগ্রহণ করেনি তারা দুর্ভাগা' ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে বিধানসভার অভ্যন্তরে আলোচনার অনুমতি না মেলায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''দাওয়াত-এ-ইসলামের ডাক দেওয়া ফিরহাদ হাকিম, তাকে বিজেপির বিধায়করা প্রশ্ন করবে না। তার দফতর নিয়ে তাকে উদ্দেশ করে কিছু বলবে না। তিনি যতক্ষণ না প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন কোনও আলোচনায় তিনি যদি ভাষণ দেন সেই সময়ে আমরা তাকে বয়কট করব। তার বাইরে আমরা সমস্ত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করব।'' সম্প্রতি মুসলিমদের একটি ধর্মীয় সভায় ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''ধর্ম পালনের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী ছড়িতে দিতে হবে। আল্লাহের রহমত আমাদের রয়েছে। আমরা ইসলাম নিয়ে জন্মেছি। আর ইসলাম নিয়ে জন্মানো মানে আমাদের রসুল

আমাদের জন্নতের পথ সুদৃঢ় করে দিয়েছে। যদি বড় কোনও অপরাধ না করি ইসলাম নিয়ে জন্মানো মানে জন্নতে পথ পরিষ্কার। কিন্তু আল্লাহ সেই রহমত যাদের দেননি তারা যদি তেলাওয়ত ও কোর আন শরিফের মানে বুঝতে পারেন, এবং একজনকেও যদি আমরা ইমান দিতে পারি তাহলে আমাদের জন্নতের পথ একেবারে সুদৃঢ় হয়ে যাবে। আমরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, বড় হয়েছি, আমাদের নমাজ, আদব-কায়দা বেশিরভাগ মানুষেরই জানা। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি তাদের ইসলামে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের মধ্যে ইমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তালাকে খুশি করা হবে।'' তাঁর এই বক্তব্যের জন্য সোমবার ফিরহাদকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন কলকাতার মানিকতলার এক মহিলা। চিঠিতে তিনি লিখেছেন ফিরহাদের বক্তব্য তাঁকে আহত করেছে। নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে ফিরহাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবেন তিনি।

'মহাভারতের চক্রব্যুহের মতো ভারতে পদ্মব্যুহ গড়েছেন মোদি', আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ মহাভারতের কাহিনি বলে, অভিমন্যু নাকি চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে জানতেন, কিন্তু বেরনোর উপায় জানতেন না। সোমবার সংসদে সেই অভিমন্যু আর চক্রব্যূহের গল্প শুনিয়েই মোদি সরকারকে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তৃতীয় মোদি সরকার গঠনের পর রাহুল গান্ধি সংসদে শিবের ছবি এনে 'অভয়মুদ্রা'র তাৎপর্য বুঝিয়েছিলেন। এবার রাহুলের হাতিয়ার মহাভারতের চক্রব্যূহ। বাজেট পেশ হওয়ার পর সোমবার ছিল সংসদে রাহুলের বক্তব্যের দিন। শুরুতেই চক্রব্যূহের প্রসঙ্গ তুলে রাহুল গান্ধি দাবি করেন, তিনি পড়াশোনা করে জেনেছেন, চক্রব্যূহকে নাকি পদ্মব্যুহও বলে। কারণ চক্রব্যূহ অনেকটা পদ্মের মতো দেখতে। রাহুল আরও বলেন, ''চক্রব্যূহ নাকি কেন্দ্রে থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন ৬ জন। দেশেও তেমনই চক্রব্যূহ তৈরি হয়েছে, আর তা নিয়ন্ত্রণ করছেন ৬ জনই।'' রাহুলের মতে, দেশ জুড়ে চক্রব্যূহ তৈরি করেছে সরকার, আর তার মধ্যে অভিমন্যুর মতো ফেঁসে গিয়েছেন দেশের কৃষক, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। বাজেট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাহুল বলেন, ''আমরা ভেবেছিলাম বাজেট এই চক্রব্যূহকে দুর্বল করে

দেবে। কৃষক, শ্রমিকদের সাহায্য করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম বড় ব্যবসায়ীরাই লাভবান হয়েছে। চক্রব্যূহ আরও পোক্ত হয়েছে। আপনারা সবসময় চক্রব্যূহ আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন, আমরা চক্রব্যূহ ভাঙার চেষ্টা করেছিলাম।'' সব শেষে রাহুল কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, ''এই চক্রব্যূহের জন্য কোটি কোটি মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা এটা ভাঙবই।'' এরপরই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেন, ''জাতি সুমারি আমরা পাশ করিয়েই ছাড়ব, সে আপনাদের পছন্দ হোক বা নাই হোক।'' শুধু জাতিসুমারির কথাই বলেননি তিনি। ন্যুনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিয়েও এদিন আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল। দীর্ঘদিন ধরে কৃষকরা এমএসপি নিয়ে দাবি জানিয়ে এসেছেন। প্রতিবাদে রাস্তাতেও নেমেছেন তাঁরা। এবার কংগ্রেস সাংসদের দাবি, সেই বিল পাশ করাবে ইন্ডিয়া জোটই। এদিন মূলত বাজেট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করেন রাহুল গান্ধি। বাজেট পেশ হওয়ার পর সোমবার ছিল সংসদে রাহুলের বক্তব্যের দিন। তিনি বলেন, ''আমরা ভেবেছিলাম বাজেট এই চক্রব্যূহকে দুর্বল করে দেবে। কৃষক, শ্রমিকদের সাহায্য করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম বড় ব্যবসায়ীরাই লাভবান হয়েছে।'' এদিন তাঁর এই ভাষণ ঘিরে উত্তাল হয় সংসদ। বারবার তাঁকে থামিয়ে সংসদের নিয়মাবলীর কথা মনে করিয়ে দেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এছাড়া রাহুলের আচরণ যে ঠিক নয়, তা বোঝাতে আসরে নামেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলনেতার ব্যাখ্যা নিয়ে জবাব দেওয়ার কথা জানান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

মেয়রকে চিঠি কলকাতা পুলিশের, অস্বস্তি বাড়াল পুরপ্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ পাঁচ-ছ' মাস অন্তর রাস্তায় পড়েছে পিচের প্রলেপ। সূত্রের খবর, গত ন'মাসে গোটা কলকাতায় পিচের প্রলেপ দিতে পুর কোষাগার থেকে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিচের আস্তরণ এতটাই নিম্নমানের, সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে সম্পূর্ণ ধুয়ে গিয়েছে তা। এবার কলকাতা পুলিশের তরফে কলকাতার মেয়রকে চিঠি দিয়ে জানানো হল, বেহাল রাস্তাগুলো যেন দ্রুত মেরামত করা হয়। শহরের এক একটা রাস্তায় পা দিলে মনে হয় যেন নরকে পা পড়ছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়তে না পড়তেই ভ্যানিশ। রাস্তা যেন দাঁত নখ বের করে বসে!

বর্ষাকালে তাতে জল জমে মানুষের বিপদ বাড়ে। বেহালা থেকে বালিগঞ্জ, বাইপাস থেকে ব্রেসব্রিজ, দুর্ভোগের ছবিটা সর্বত্র এক। পথচারিদের অভিযোগ, শহরের রাস্তায় পিচের প্রলেপ দিতে যদি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে, তবে তো সে টাকা আসলে জলে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট নিষিদ্ধ হওয়ায় এভাবে তড়িঘড়ি কাজ করতে গিয়ে নিম্নমানের উপাদানের পিচের প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছে পুরনিগম? পুর তথ্য বলছে, একটি একটি লরিতে ২০ থেকে ৩০ টন পিচ আসে। প্রতি টন পিছু গাড়িগুলি ভাড়া নেয় ৭,৫০০ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের কথায়, কলকাতার রাস্তার ক্ষেত্রে তো নির্মাণসামগ্রীর মানটাই সবথেকে বড় কথা। প্যাচের কাজের ক্ষেত্রে যে বিটুমিনাস মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, তা যদি হট মিক্স হয়, তার তাপমাত্রা একটা বড় ব্যাপার। তাতে গোলমাল মানেই সমস্যা হবে। আর কলকাতায় যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি জল জমে যায়, রাস্তার নিচে জলস্তরও খুব কাছে থাকে, তাই জলসংক্রান্ত রাস্তার যে ক্ষতি সেটাও কলকাতার রাস্তা মেরামতের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ''সবসময়ই সচেতন থাকি আমরা। আমাদের ডিজি সবসময় নজর রাখছেন।'' তবে খোঁচা দিতে ছাড়েননি কলকাতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। নিম্নমানের জিনিস দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তাই এই দশা। ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশের তরফ মেয়রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বেহালের রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের জন্য। শহরের রাস্তায় দুর্ঘটনা বাড়ছে এই বড় বড় গর্তের জন্য। পুলিশের চিঠিতে রীতিমতো অস্বস্তিতে কলকাতা পুরপ্রশাসন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিশ্চয় প্রদেশ সভাপতি নিয়োগ করবে, বললেন অধীর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ চবিবশের লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে মাত্র একটি আসন জিতেছে কংগ্রেস। ২৫ বছর পর তিনি নিজে হেরেছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদও ছেড়েছেন। সেই অধীর চৌধুরীর জায়গায় বাংলায় কংগ্রেসের হাল কে ধরবেন? সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপালের সঙ্গে বৈঠক শেষে কারও নাম বললেন না অধীর। মুখে কুলুপ আঁটলেন আর এক প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য। লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় খারাপ ফলের কারণ ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অধীর চৌধুরীদের সঙ্গে সোমবার বৈঠক করেন কে সি বেণুগোপাল। বাংলার কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এক এক করে তিনি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। জানা গিয়েছে, রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন মজবুত করা, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা নিয়ে আলোচনা হয়। জাতীয় রাজনীতিতে ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে চললেও রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলের সঙ্গে সমীকরণ কী হবে, সেবিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশ নেতার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন বেণুগোপাল। সবার প্রথমে নিজের বক্তব্য জানিয়ে বেরিয়ে আসেন অধীর চৌধুরী। সাংবাদিকদের তিনি জানান, বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। তিনি যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, সেকথা ফের জানালেন। কে হবেন পরবর্তী সভাপতি? কারও নাম না নিয়ে অধীর বলেন, ''কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিশ্চয় প্রদেশ সভাপতি নিয়োগ করবে।'' বর্ষীয়ান প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বৈঠক থেকে বেরিয়ে আমার পক্ষে কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, কেউ বলতে পারে না। অপেক্ষা করতে হবে। নতুন উদ্যমে নামতেই হবে প্রদেশ কংগ্রেসকে। আর কোনও রাস্তা নেই।'' অধীর প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব ছেড়েছেন। কে হবেন পরবর্তী সভাপতি? প্রশ্ন শুনেই প্রবীণ এই

বলেন, ''বাংলার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এখান থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যাবে? এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন। আর এক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতি এখনও মানুষের ভরসা, বিশ্বাস রয়েছে। আমরা যদি নিজেদের তুলে ধরতে পারি, পরিস্থিতি সামলানো যাবে। সেটার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।'' তৃণমূলের প্রতি কী মনোভাব থাকা দরকার বলে তাঁকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। প্রবীণ প্রদেশ কংগ্রেস নেতা বলেন, ''এটা বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এটায় এখনই নেতা বলেন, ''সাংগঠনিক রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কী আছে। অধীর পদত্যাগ করেছেন। এখন হাইকম্যান্ড সিদ্ধান্ত নেবেন।'' একসময় প্রদীপ ভট্টাচার্যও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। ফের কি ওই পদে বসার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর? 'আমি বলতে পারব না', এক লাইনে উত্তর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। তাহলে অধীরের জায়গায় কংগ্রেসের হাল কে ধরবেন? উত্তর বোধহয় শুধু কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেই।

'আমরা ইগো রাখছি না, সমস্যা মেটাতে এগিয়ে আসুন' রাজ, অনড় ফেডারেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ কথায় বলে 'শেষ ভালো যার তার সব ভালো তার'। আর দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এই শেষটাই ভালো করার জন্য এগিয়ে এলেন 'খোদ ইন্ডাস্ট্রি' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ পরিচালকরা। পরিচালক-ফেডারেশন দ্বন্দ্বে এই মুহূর্তে টলিপাড়ার সিনেমা থেকে সিরিয়াল সবের শ্যুটিং বন্ধ। তবে সমস্যা মিটিয়ে নিয়ে, আলোচনার মাধ্যমে সব দ্বন্দ্বের সমাধান করার বার্তাই দিলেন পরিচালকরা। নিজেদের মধ্যে বৈঠক শেষে ইগো ভুলে হাত মেলানোর বার্তা দিলেন রাজ চক্রবর্তী। সোমবার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠকের পর পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বললেন, ''আজ বিকেল ৪টের সময় টেকনিশিয়ানদের একটা মিটিং আছে। যেটা শিবু বলছিল, আমিও সেটাই হাতজোড় করে বলছি, যে আপনারা বিবেচনা করুন, ভাবুন, আপনারা প্রত্যেকে খুব কাছের মানুষ (পাশ থেকে প্রসেনজিৎ বললেন ভালোবাসার মানুষ) আপনারা ছাড়া আমরাও প্রত্যেকে ফ্লোরে গিয়ে কিছু করতে পারব না। আর আমরা ছাড়া আপনারাও ফ্লোরে গিয়ে কিছু করতে পারবেন না। তাই আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, ইগো ছেড়ে দিন। আমাদের যদি ইগো থাকে, তাহলে সেটাও আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা একটা সুন্দর পলিসি গড়ে, যাতে ইন্ডাস্ট্রিকে আরও বড় করতে পারি, আরও প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারি, সেদিকেই যেন সকলে মনোযোগ দি। কাকে কতটা শাস্তি দেওয়া হবে, কাকে কতটা শাস্তি দেওয়া হল সেদিকে যেন মনোযোগ না দিই।'' এদিন বৈঠক শেষে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''বিশ্বাস করুন, ওরা কাজের সময় নিজেদের খাবারটা

নেন না। আগে সকলকে জিগেস করেন, এই তোরা খেয়েছিস, তুই খেয়েছিস, আবার বলেন, তাড়াতাড়ি নে বুম্বাদাকে ছাড়তে হবে। এটাই পরিচালক, টেকনিশিয়ান ও অভিনেতাদের মধ্যে সম্পর্ক। ডিরেক্টররা দেখবেন একদম লাস্টে খায়। আর এই সম্পর্কটা আছে বলেই আমরা ভালো সিনেমা উপহার দিতে পারছি। আর এই সম্পর্কটা যেদিন নষ্ট হয়ে যাবে সেদিন আমার মনে হয় আর কিছুই হবে না। তাই আমি বারবার বলছি, এই জেদাজেদি, রাগারাগি না করে যেখানে যার যেটা সমস্যা কথা বলে নিন। কাজ প্রত্যেকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা ফ্লোরে থাকেন, সকলের জন্য সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বলি আমাদের ছবি, আমার ছবি কেউ বলি না।'' শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, ''সকলেরই একটা প্রশ্ন, কাল থেকে এই অচলাবস্থা কাটবে কিনা এবং শ্যুটিং শুরু হবে কিনা? আমরা নিশ্চয় চাইছি, কাল

থেকে শ্যুটিং শুরু হোক, এই অচলাবস্থার অবসান হোক (পাশ থেকে সম্মতিক্রমে ঘাড় নাড়লেন পরিচালক গৌতম ঘোষ)। আমরা শুনেছি, টেকনিশিয়ান ভাইরাও আজ একজায়গায় মিলিত হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে তাঁদের কাছে অনুরোধ করব, বলব, ডিরেক্টররাও কিন্তু টেকনিশিয়ান। তাই আমাদেরকে আলাদা করবেন না ভাই। আমরা যাতে আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার কাজ করতে পারি, সেটা মাথায় রাখবেন। আমরা চাই অচলাবস্থা উঠে যাক। তাই আপনারা একটু এগিয়ে আসুন, আমারা যদি আজকেই আলোচনায় বসে নিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয়, এটার একটা সুরাহা নিশ্চয় আমরা বের করা যাবে।'' এদিন বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফেডারেশনে কর্তারা জানালেন, গুপি শুটিং মানছি না বা রাহুল মুখোপাধ্যায়কে পরিচালক হিসেবে মানি না। স্টুডিও চত্বরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন টেকনিশিয়ানরা। উঠল 'মানছি না, মানব না' স্লোগান। ফেডারেশন যুগ্ম সম্পাদক সুজিত কুমার হাজরা বলেন, ''গত কাল থেকে আজ ভোর পর্যন্ত যে সমস্ত সেকেন্ড ইউনিট শুটিং করেছে, আমরা তো অনুমতি দিয়েছি। আর বলা হচ্ছে আমরা নাকি শুটিং বন্ধ করেছি!'' পরিচালকদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে টেকনিশিয়ানদের নাকি নাভিশ্বাস ওঠে। সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে সাংবাদিক সম্মেলনে। অভিযোগ ওঠে, গত বছরের পুজোর ছবি, সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দশম অবতার'-এর শুটিং-এ গভীর রাতের 'কল টাইম' দেওয়া হত। ফেডারেশন মনে করছে, ইচ্ছে করে সোমবার ইন্ডাস্ট্রি স্তব্ধ করে দিয়েছেন পরিচালকেরা। পুরোটাই 'পূর্বপরিকল্পিত' বলে দাবি উঠেছে। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ''পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র! তবে আমরা আলাপ আলোচনায় বসতে রাজি।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''সিনেমা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু আজ সিরিয়ালের শুটিং বন্ধ করে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হল, সেটা প্রযোজকেরা জানান।''

বিশ্বস্ত অংশীদার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দুর্দান্ত উদাহরণ কোয়াডঃএস জয়শঙ্কর

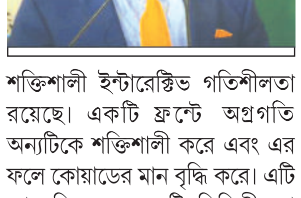

টোকিও, ২৯ জুলাই ঃ বিশ্বস্ত অংশীদার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দুর্দান্ত উদাহরণ হল কোয়াড। বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সোমবার জাপানের রাজধানী টোকিও-তে কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, কোয়াড এবং আমাদের নিজ নিজ দ্বিপাক্ষিক অথবা ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের মধ্যে শক্তিশালী ইন্টারেক্টিভ গতিশীলতা রয়েছে। একটি ফ্রন্টে অগ্রগতি অন্যটিকে শক্তিশালী করে এবং এর ফলে কোয়াডের মান বৃদ্ধি করে। এটি চ্যালেঞ্জিং সময়, এটি স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা বা অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি হোক না কেন, ভাল জিনিসগুলি নিজের দ্বারা ঘটে না। তাদের বিশ্বস্ত অংশীদার দরকার, তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। কোয়াড উভয়ের একটি দুর্দান্ত সমসাময়িক উদাহরণ। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, যদিও আমি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়েছি, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সকলেই বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করি। সামগ্রিক বার্তা হল, আমাদের চারটি দেশ - সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনীতি, বহুত্ববাদী সমাজ এবং বাজার অর্থনীতি - একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য, একটি নিয়ম-ভিত্তিক শৃঙ্খলার জন্য এবং বৈশ্বিক ভালোর জন্য একসঙ্গে কাজ করছে, যা নিজেই একটি শক্তিশালী স্থিতিশীল।

দিল্লির কোচিং সেন্টারের ঘটনায় ধৃত আরও ৫, নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শশীর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃদিল্লি ওল্ড রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জল ঢুকে তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল সাত জন। পুলিশ জানিয়েছে, নতুন করে যে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এক জন গাড়ির চালক। তিনি সে দিন জমা জলের মধ্যে দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। সেই স্রোতের ধাক্কাতেই কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টের দরজা ভেঙে গিয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান পুলিশের।ডিসিপি সেন্ট্রাল এম হর্ষবর্ধন বলেছেন, বেসমেন্টের মালিক এবং একজন ব্যক্তি-সহ আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেসমেন্টে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চালানোর অনুমতি ছিল না। এমসিডি থেকে আমরা কিছু তথ্য চেয়েছি এবং আমরা তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখব। আমরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কাছে শান্তি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ডিসিপি বলেছেন, এই ঘটনায় যেই দায়ী থাকুক তাকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছি।এদিকে, সোমবার নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষা করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর এবং জেবি মাথার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে যান। শশী বলেছেন, এটা লজ্জাজনক ঘটনা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই যুবকদের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের পরিবারের আশাও চুরমার হয়ে গেছে। এটা দেশের জন্য, তরুণদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। অন্যদিকে দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে বৃষ্টির জল ঢুকে তিন আইএএস পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে শিক্ষার্থীরা। সোমবার সকালেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন শিক্ষার্থীরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান শিক্ষার্থীরা। এদিকে, ওল্ড রাজেন্দ্রনগরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী।তিন আইএএস পড়ুয়ার মৃত্যুর পর পদক্ষেপ করেছে পুরসভা। দিল্লির অন্তত ১৩টি কোচিং সেন্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে। সব কটি ক্ষেত্রেই বেসমেন্টটিকে বেআইনি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কোচিং সেন্টারগুলিকে সিল করে দরজায় নোটিস সেঁটে দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। যে কোচিং সেন্টারে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি পুলিশ আগেই সিল করে দিয়েছিল। সেখানকার মালিক এবং কো-অর্ডিনেটরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সপ্তাহের শুরুতেই শেয়ারবাজারে জোয়ার, সর্বকালের রেকর্ড সেনসেক্সের

মুম্বাই, ২৯ জুলাই ঃ ফের নতুন নজির গড়ল সেনসেক্স। সোমবার সকালে বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্বকালের সেরা সূচক ছুঁয়ে ফেলেছে সেনসেক্স। সকাল থেকে উর্ধ্বমুখী নিফটিও। তবে বেলা খানিকটা গড়াতে সামান্য নেমে এসেছে সূচক। অন্যদিকে, বিশ্বের একাধিক দেশেই সোমবার উর্ধ্বমুখী ছিল শেয়ার বাজার।গত সপ্তাহে দফায় দফায় নিম্নমুখী ছিল সেনসেক্স। তবে সপ্তাহান্তে অবশেষে ঘুরে দাঁড়ায় শেয়ার বাজার। গত শুক্রবার বিনিয়োগকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ১৩০০ পয়েন্ট বেড়েছিল সেনসেক্স। একইভাবে ৪০০ পয়েন্টের বেশি বেড়েছিল নিফটিও। শুক্রবারের লাভের রেশ ধরে রেখেই সোমবার উর্ধ্বমুখী হল শেয়ার বাজার। সর্বকালের সেরা রেকর্ড গড়ল সেনসেক্স।সোমবার বাজার খোলার মিনিট পনেরোর মধ্যেই ২০০ পয়েন্ট বেড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। ৮১,৭৪৯ পয়েন্টে পৌঁছে নতুন রেকর্ড তৈরি হয় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে। পরে সামান্য পড়লেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনসেক্সের সূচকও বেড়েছে। ৮২ হাজারের বেশ কাছে পৌঁছে গিয়েছে সূচক। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৪৯১ পয়েন্ট উন্নতি হয়েছে সেনসেক্সের সূচকে। অন্যদিকে দুরন্ত উন্নতি করেছে নিফটিও। ১৪১ পয়েন্ট বেড়ে ২৫ হাজার ছুঁইছুঁই করছে নিফটির সূচক।

শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে শৈবতীর্থে পুণ্যার্থীদের ভিড়, হরিদ্বারে পুণ্যস্নান

হরিদ্বার, ২৯ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করলেন অসংখ্য পুণ্যার্থীরা। শ্রাবণ মাসের সোমবার দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শিব মন্দিরে জলাভিষেক করেছেন পুণ্যার্থীরা। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ ভস্ম আরতি করা হয়। ভোর থেকে ঝাড়খণ্ডের দেওঘড়ের বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। কানপুরের নয়াগঞ্জে নাগেশ্বর মন্দিরেও চলে পূজার্চনা। দিল্লির চাঁদনী চকের গৌরী শঙ্কর মন্দিরে ভক্তরা মহাদেব শিবের প্রার্থনা করেছেন।শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার উপলক্ষ্যে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেও এদিন সকালে বিশেষ পুজোপাঠ করা হয়। উত্তর প্রদেশের মেরঠের কালী পল্টন মন্দিরেও চলে পূজার্চনা। গোরক্ষপুরের ঝাড়খণ্ডি মহাদেব মন্দিরের বাইরেও বিশাল সংখ্যক পুণ্যার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে।

প্রয়াণদিবসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এক্সবার্তায় সোমবার অমিতবাবু লিখেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী, মহান পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি একধারে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্ভীকতা এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের জন্য আজও সকলের মাঝে জীবিত। তিনি সারাজীবন নারীর ক্ষমতায়ন এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। মাতৃভাষা, দেশীয় পোশাক ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অটুট আনুগত্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো বীর মনীষীদের গল্প দেশ সেবা এবং সামাজিক উন্নতির চেতনাকে সর্বদাই দিশা দেখায়।

উত্তর প্রদেশে বিধানসভায় তুলকালাম, ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ সপা বিধায়কদের

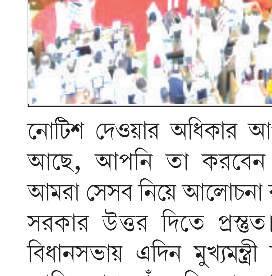

লখনউ, ২৯ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশ বিধানসভার প্রথম দিনেই তুলকালাম। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে উত্তর প্রদেশ বিধানসভার অধিবেশন, এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই সমাজবাদী পার্টির বিধায়করা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। বিদ্যুৎ, বন্যা ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা ইস্যুতে প্রতিবাদে মুখর অখিলেশ যাদবের দলের বিধায়করা।বিরোধী দলনেতা তথা সপা বিধায়ক মাতাপ্রসাদ পান্ডে বলেছেন, রাজ্য বর্তমানে খুবই গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে - বন্যা, আইনশৃঙ্খলা সমস্যা এবং দুর্নীতিও রয়েছে। অধ্যক্ষ সতীশ মাহানা বিরোধী দলনেতাকে বলেন, আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করব। আপনি বিরোধী দলনেতা, নোটিশ দেওয়ার অধিকার আপনার আছে, আপনি তা করবেন এবং আমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করব। সরকার উত্তর দিতে প্রস্তুত।রাজ্য বিধানসভায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর মন্ত্রিসভার চারজন নতুন মন্ত্রী - ওপি রাজভার, অনিল কুমার, দারা সিং চৌহান এবং সুনীল শর্মা-কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

ব্যারাকপুরে সাইবার ক্রাইম নিয়ে পুলিশ কমিশনারেটের সচেতনতা

ব্যারাকপুর, ২৯ জুলাইঃ গত রবিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে পুলিশ কমিশনারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সভাকক্ষে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেবাশীষ বিশ্বাস, গণেশ বিশ্বাস, শঙ্কর কুমার পালসহ বিভিন্ন আধিকারিক। তারা জানান, বিমান ভট্টাচার্য নামে এমবিএ করা একটি ছেলে সোদপুর বিটি রোডের গোদরেজ প্রকৃতি আবাসনে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তার দুই ভাইয়ের সহায়তায় একটি সাইবার ক্রাইম সংস্থা গড়ে তোলে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ১১টি মোবাইল ফোন, ৮টি এটিএম কার্ড, ২টি ল্যাপটপ, ১৭টি সিম কার্ড এবং নগদ ৮৩ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে।এই সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে দুই জন মহিলা রয়েছেন। ধৃতদের মধ্যে চন্দন সিং, রবিশঙ্কর রাই, অনিমেষ কুমার, বিপিন কুমার, সঞ্জয় পাশওয়ান এবং নবীন আনসারী রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকা ধীমান ভট্টাচার্যকেও পুলিশ বিধান নগরের একটি রিসোর্ট থেকে গ্রেফতার করেছে।সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ জানায়, অভিযুক্তরা কিভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে যে কেউ ১৯৩০ নম্বরে টোল ফ্রি ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন বলেও জানানো হয়। এ ধরনের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ সাধারণ মানুষকে সাইবার অপরাধ থেকে বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী পুলিশ।

স্নাতক-স্তরে দেশীয় নানা ভাষায় পাঠ্যবই, কেন্দ্রের বড় প্রকল্প 'অস্মিতা'

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ ভারতীয় নানা ভাষায় কলেজ পড়ুয়াদের পর্যাপ্ত বই যোগানের জন্য ইউজিসি একটা বড় প্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক স্তরে প্রকাশিত উপযুক্ত মানের বই প্রাপ্তির রূপরেখা। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে ' (অগমেন্টিং স্টাডি মেটেরিয়ালস ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস থ্রু ট্রানস্লেশন অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক রাইটিং)।ঠিক হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে ২২টি ভাষায় এক হাজার করে, অর্থা মোট ২২ হাজার বই তৈরি করা হবে। নয়া শিক্ষানীতি রূপায়ণের অংশ হিসাবে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্প। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সহায়ক বই, সেন্ট্রালল ইন্সটিটুট্যট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেসের অনুমোদনক্রমে তৈরি ভারতের বহুভাষিক অভিধান প্রভৃতিও থাকবে এই প্রকল্পে।সূত্রের খবর, ইউজিসি তাদের ' ই কুম্ভ' সাইটে বইয়ের নামগুলো আপলোড করবে। বইয়ের কপিরাইট লেখকের থাকবে। ইউজিসি আপাতত বই ছাপাবে না। লেখক চাইলে তা নিজে করতে পারেন। সেই বই উপযুক্ত মানের হচ্ছে কি না, তা দেখতে প্রতিটি বিষয়ে ওঁরা অভিজ্ঞদের নিয়ে 'রিসোর্স পার্সন'-এর তালিকা করছেন।ভারতীয় ভাষা সমিতির সহযোগিতায় ইউজিসি প্রতি রাজ্যে শিক্ষাবিদদের নিয়ে এ কারণে একটা কমিটি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষা সম্বর্ধন সমিতি। এর নোডাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটুট্যট (আরকেএমভিইআরআই)-কে।আগামী জুন মাসের মধ্যে ১২টি ভাষায় ১৫০টি করে অর্থাৎ ১,৮০০ বই এবং আগামী পাঁচ বছরে ২২ হাজার বই প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি আরকেএমভিইআরআই-এর এক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষা সম্বর্ধন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে রূপরেখার পর্যায়ক্রমে রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।সামগ্রিক প্রকল্প রূপায়ণ তদারকির দায়িত্বে আছে কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রক। ইউজিসি-র চেয়ারম্যান জগদীশ কুমারের মতে, এই প্রকল্প রূপায়ণে ইংরেজি বই সম্পাদনা ও নয়া বই লেখার একটা দিগন্ত খুলে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অতি সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, অস্মিতা, বহুভাষা শব্দকোষ এবং রিয়েল-টাইম ট্রান্সলেশন আর্কিটেকচার- এই তিনটি যুগান্তকারী উদ্যোগের সূচনায় ভারতীয় ভাষাগুলিতে শিক্ষা প্রদানে, শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাসাধনা ও ক্ষমতায়ন এবং ভারতের ভাষা ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারে গতি দেবে।

মনু ভাকেরের সাফল্যের কয়েকটি বিশেষ দিক

নতুন দিল্লি, ২৯ জুলাই, ঃ২০২৪-এর প্যারিস অলিম্পিকে মহিলাদের ১০ এম এয়ার পিস্তল বিভাগে ভারতীয় প্রতিযোগী মনু ভাকের ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। এই ঘটনাকে সাফল্যের দিক থেকে ঐতিহাসিক বলা চলে। কারণ, এবারের অলিম্পিকে প্রথম পদকটি তিনিই এনে দিলেন ভারতকে। শুধু তাই নয়, ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিক গেমসের পর এই প্রথম শ্যুটিং বিভাগে ভারতের এক মহিলা প্রতিযোগী দেশকে পদক জয়ের সম্মান এনে দিয়েছেন। মনু ভাকেরের জন্ম হরিয়ানায়। টেনিস, স্কেটিং এবং বক্সিং-এর মতো খেলাধুলায় স্কুল জীবন থেকেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। শুধু তাই নয়, মার্শাল আর্ট সহ নানা ধরনের শারীরিক কৃ কৌশলেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ছোটবেলা থেকেই। এমনকি জাতীয় স্তরে পদক জয়ের সম্মান তিনি অর্জন করেছেন। পরে, মাত্র ১৪ বছর বয়সেই শ্যুটিং-এ তাঁর হাতেখড়ি শুরু হয়। ভ্ভ্২০১৭ সালে জাতীয় শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মনু ভাকের চমকৃত করে দিয়েছিলেন অলিম্পিক প্রতিযোগী তথা বিশ্বের এক নম্বর সম্মানে ভূষিত হিনা সিধুকে। তিনি জয় করে নিয়েছিলেন ৯টি স্বর্ণ পদক। এরপর ২০১৮ সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্যুটিং ক্রীড়া ফেডারেশনের বিশ্বকাপের খেলায় মনু ভাকের মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ঐ সময় দু-বারের চ্যাম্পিয়ন মেক্সিকোর আলেজান্দ্রা জাভালাকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন। মনু ভাকেরের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন শুরু হয় নয়া দিল্লির ডঃ কার্ণি সিং শ্যুটিং রেঞ্জে। ক্রীড়া জীবনে এপর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকবার সোনার পদক ছাড়াও রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সম্মান অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীদের প্রশিক্ষণ, অনুশীলন সহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য নানা ভাবে আর্থিক সহায়তা দানের ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে নতুন নিয়োগ

নতুন দিল্লি, ২৯ জুলাই, শ্রী কে কৈলাশনাথনকে পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি। যেদিন থেকে শ্রী কৈলাশনাথন এই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন সেদিন থেকেই তাঁর নতুন নিয়োগ কার্যকর হবে। রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

দাম কমেছে মুরগির মাংসের, স্বস্তি খদ্দেরদের

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ গত ১০-১২দিনে কলকাতায় মুরগির কাটা মাংসের দাম কিলোপিছু প্রায় ১০০ থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত কমে গেছে। গোটা মুরগির দাম কমেছে ৬০-৭০ টাকা। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায়, বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় 'শ্রাবণ'-এর জন্য নিরামিষ খাবার খাচ্ছে। এই মাস, এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে কোন বড় উৎসব বা অনুষ্ঠান না থাকায় মুরগির মাংসের চাহিদাও কমে গিয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ পোল্ট্রি ফেডারেশনের দেওয়া দাম অনুসারে, রবি ও সোমবার শহরের বিভিন্ন বাজারে ড্রেসড চিকেন (মুরগির কাটা মাংস) প্রতি কেজি ১৮০-১৯০ টাকা এবং আস্ত মুরগি ১১০-১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ড্রেসড মুরগি প্রতি কেজি ৩০০ টাকা এবং আস্ত মুরগির দাম ১৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হযেছিল। অনেক পরিবারের জন্য মুরগি একটি প্রধান প্রোটিন উৎস। দামের এই হ্রাস সেই জন্য স্বস্তি এনে দিয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ পোল্ট্রি ফেডারেশনের ডেপুটি সিইও এস বিশ্বাস বলেন, আবহাওয়া অনেকাংশে ঠাণ্ডা হয়েছে, যার ফলে মুরগির সরবরাহ বেড়েছে, দাম কয়েক ধাপ কমেছে। চলতি শ্রাবণ মাস চাহিদার উপরও প্রভাব ফেলেছে, দাম কমিয়ে এনেছে কারণ বেশ কিছু সম্প্রদায় এই সময়ে আমিষ খাবার এড়িয়ে চলেন।

একাধিক স্থানে ভূমিধস

উত্তরকাশি, ২৯ জুলাই ঃ বিগত বেশ কিছু দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হয়েই চলেছে উত্তরাখণ্ডে। বৃষ্টির জেরে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটছে। এবার ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক। একাধিক স্থানে ভূমিধস ও পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে আসার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক।সোমবার সকালে উত্তরকাশি পুলিশের পক্ষ থেকে এক্স মাধ্যমে জানানো হয়েছে, বিষাণপুর, নেতালা, হেলগুগড় এবং সুঙ্গারের কাছে ভূমিধস এবং ধ্বংসাবশেষের কারণে গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিআরও যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে।

আগামী ১৫ আগস্ট দেশজুড়ে ১৫ লক্ষ বৃক্ষচারা রোপণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ২৯ জুলাই, আগামী ১৫ আগস্ট দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে দেশজুড়ে ১৫ লক্ষ বৃক্ষ রোপণ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। 'মায়ের নামে একটি করে বৃক্ষ' এই অভিযানের এক বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই উদ্যোগ। ডিআরডিও, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংস্থা, সিজিডিএ, এনসিসি, সৈনিক স্কুল, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনকে নিয়ে এই অভিযান চালানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবছর গত ৫ জুন 'মায়ের নামে একটি করে বৃক্ষ' চারা রোপণ অভিযানের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ভারতবাসী সহ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের অধিবাসীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ একটি করে বৃক্ষচারা রোপণের। ভ্ভ্প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংও অংশগ্রহণ করেছেন এই অভিযানে। তিনি তাঁর মায়ের স্মৃতিতে একটি বৃক্ষও রোপণ করেছেন। পরিবেশ রক্ষার কাজে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

ডেটিং অ্যাপে ২৮ লক্ষ টাকা খোয়ালেন প্রযুক্তিবিদ

বিশাখাপত্তনম, ২৯ জুলাই ঃ জালিয়াতির জন্য ডেটিং অ্যাপকেও বেছে নিচ্ছে প্রতারকেরা। এই সব অ্যাপের মাধ্যমে যুবকদের ফাঁসিয়ে তাঁদের সর্বশ্রান্ত করে দিচ্ছে তাঁরা। এরকমই এক প্রতারণা চক্রের শিকার হয়ে ২৮ লক্ষ টাকা খোয়ালেন বিশাখাপত্তনমের এক যুবক। পেশায় তিনি প্রযুক্তিবিদ। ঘটনাটি সোমবার প্রকাশ্যে এসেছে।ওই ইঞ্জিনিয়ারের অভিযোগ, ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। অনলাইনে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত শেয়ার করেন তাঁরা। এরপর থেকেই ওই যুবককে তাঁর গোপন ছবি ও চ্যাট ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ২৮ লক্ষ টাকা দাবি করে প্রতারকেরা। হুমকির ভয়ে প্রতারকদের ২৮ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন ওই যুবক। তারপর পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের দ্বারস্থ হন ওই যুবক। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন কোনও তরুণী নয়, একজন পুরুষের সঙ্গে এতদিন চ্যাট করে গিয়েছেন ওই প্রযুক্তিবিদ। তরুণীর ছদ্মবেশে ওই প্রযুক্তিবিদের থেকে ২৮ লক্ষ টাকা হাতিয়েছে সে। তার সঙ্গে এই ঘটনায় যুক্ত আছে আরও দু'জন। মোট তিনজন মিলে এই প্রতারণা চক্র চালায় তারা। মহিলাদের নাম এবং ছবি দিয়ে ডেটিং অ্যাপে অ্যাকাউন্ট খুলে চ্যাটের মাধ্যমে যুবকদের ফাঁসিয়ে টাকা আদায় করে তারা।

১৪ বছরের কারাদণ্ড এপিএসসি-র তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পালের, অন্য ৩১ জনের বিরুদ্ধেও সাজা ঘোষণা

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই ঃ ১৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (এডিও) নিয়োগ কেলেংকারিতে দোষী সাব্যস্ত ' অসম লোকসেবা আয়োগ' বা ' আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন' (এপিএসসি)-এর তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পাল। সেই সঙ্গে তাঁর দুই সাঁকরেদ এপিএসসি-র অন্যতম দুই সদস্য ড. সামেদুর রহমান ও বসন্ত দলেকে দশ বছরের এবং এপিএসসি-র মাধ্যমে চাকরি প্রাপ্ত ২৯ জন এসিএস ও এপিএস আধিকারিককে চার বছরের কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন বিশেষ আদালতের বিচারক।

মনুকে অভিনন্দন মনসুখের, ক্রীড়ামন্ত্রী বললেন খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

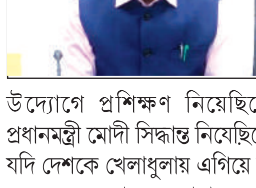

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মনু ভাকের। প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিয়েছেন তিনি। মাত্র ০.১ পয়েন্টের জন্য রুপোর পদক হাতছাড়া হয়েছে তাঁর। শুটার মনুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, দেশের খেলাধুলাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।সোমবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, আমি মনু ভাকেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই, যিনি ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন এবং ভারতকে খ্যাতি এনে দিয়েছেন। তিনি খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যদি দেশকে খেলাধুলায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের শিশু ও যুবকদের প্রতিভাকে খুঁজে বার করতে হবে, আমাদের খেলাধুলার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। জাতীয় খেলা আয়োজন করতে হবে এবং তবেই দেশ খেলাধুলায় এগিয়ে যাবে। সেই কারণেই খেলো ইন্ডিয়ার জন্য ৯০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

ব্রাঘ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন ভূপেন্দ্র যাদব, বাঘ রক্ষায় অঙ্গীকারের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃজুলাই মাসের ২৯ তারিখ, আন্তর্জাতিক ব্রাঘ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল বাঘের প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা প্রচার করা এবং বাঘ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা ও সমর্থন বাড়ানো। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দেশবাসীর কাছে বাঘ রক্ষার অঙ্গীকারের আহ্বান জানিয়েছেন।আন্তর্জাতিক ব্রাঘ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বিশ্ব ব্রাঘ্য দিবসের শুভেচ্ছা। বাঘ সংরক্ষণ মানে শুধু প্রজাতি বাঁচানোই নয়। বাঘের সংখ্যা তাদের বসবাসকারী বনের সুস্বাস্থ্যেরও প্রতীক, কারণ এই বন লক্ষ লক্ষ মানুষের জল এবং জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আসুন আমরা আমাদের বাঘ রক্ষা করার অঙ্গীকার করি।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮২ ডলার প্রতি ব্যারেল এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৭৮ ডলার ব্যারেল প্রতি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার পাবলিক সেক্টরের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেলের দাম ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকায়, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা।কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকায়, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকায়, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকায় এবং ডিজেল ৯২.৩৪ টাকায় প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ০.১৪ ডলার অর্থা ০.১৭ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮১.২৭ ডলার ট্রেন্ডিং। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডেঙ্গু সতর্কতা

নিজস্বসংবাদদাতা,বাঁকুড়াঃসোমবার বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামের লোকজনকে ডেঙ্গু বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদ এলাকায় মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে বিশেষ প্রচার অভিযান চলছে। উপস্থিত ছিলেন ওন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স ও আশা কর্মীগণ। আর উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকগণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয়। তিনি জানান যে - ভীত হবেন না, সচেতন হন। সচেতনতাই হারিয়ে দিতে পারে ডেঙ্গিকে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৩ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২৯ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৪ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ২৪ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৭ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৪ ইঙেন, আসামঃ ১৩ শাওন, মুসলিমঃ২২-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০৯ঃ৪৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ১৫ঃ৪১।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১২ঃ০৪ঃ০৯(২৯) এবং অস্তঃদুপুর ০২ঃ০২ঃ১৬(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃনবমী (রিক্তা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৬ঃ০১ দং ৩৮১০২৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃভরণী বিকাল ঘ ০২ঃ১৯ঃ৩৩ দং ২২৫৪১৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃতৈতিল সকাল ঘ ০৯ঃ২৮ঃ১৮ দং ১০৪৬১০ পর্যন্ত পরে গর রাত্রিঃ০৮ঃ২৬ঃ০১ দং ৩৮১০২৭.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃ গণ্ড রাত্রিঃ০৯ঃ৪৬ঃ৪০ দং ৪১৩২৫ পর্যন্ত পরে বৃদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ০৯ঃ৫০ থেকে - ০৬ঃ৫৪ঃ৩৭ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৪ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ০১ঃ২৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৫৯ঃ২৩ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ২১ঃ০০ থেকে - ০২ঃ১৫ঃ২৫ পর্যন্ত । মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ৩৮ঃ৩৫ থেকে - ০৫ঃ২৩ঃ২৩ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ৪৬ঃ১২ থেকে - ০৩ঃ৩৮ঃ৩৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩১ঃ৪৯ থেকে - ০২ঃ১৫ঃ২৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৪ঃ৩৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৪৮ঃ০৪ থেকে - ০৮ঃ২৬ঃ১৯ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১০ঃ২১ঃ০৩ থেকে - ১১ঃ৪২ঃ৪৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩১২২৯৫৩ (৮) ৩ পদচন্দ্রঃ ১৩৫৫৩২ (৩) ৩ পদমঙ্গল ৃ১৯২৫৫ (৩) ৪ পদবুধঃ ৪৩৪২১৮ (১০) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১২০৩৫২৬ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৩২৮২৩ (৯) ৪ পদশনিঃ ১০২১৩৪৫৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৭৪৭৫৪ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৭৪৭৫৪ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রি হবে বিকাল ঘ ০৩ঃ৪১ঃ৩৭ দং ২৬১৯২৭.৫শনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৬ঃ২৬ঃ৫৩ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ৩৮ঃ১৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ৪৮ঃ২৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০১ঃ০২ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০৩ঃ১৮ঃ২১ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৩৭ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭ঃ১০ঃ৩২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪৩ঃ৫৫ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১০ঃ১৫ঃ০০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৩৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৫৩ঃ৫৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ০৭ঃ১৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৬৮ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৭ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৯মিনিট ।

রাশিফল

মেষরাশিঃবিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও দুশ্চিন্তা মুক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি হতে পারে।
বৃষ রাশিঃবয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না। নতুন ব্যবসা শুরু করার পক্ষে সময়টি শুভ।।
মিথুনঃ ব্যবসায়ীদের পূর্বের পাওনা অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা। সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়।
কর্কট রাশি ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।
সিংহ রাশিঃকোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য। ভাবাবেগের বশে কাজ করে অনুতপ্ত হতে পারেন।
কন্যা রাশিঃঅনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের শরীর এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না।
তুলারাশিঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ঋণ পরিশোধ করে শান্তি বজায় রাখুন।
বৃশ্চিক রাশিঃ দাম্পত্য ক্ষেত্রে মাঝে-মধ্যে মতের অমিল হলেও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।
ধনু রাশি ঃ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।
মকর রাশিঃ দাম্পত্য ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে মতের অমিল হলেও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন।
কুম্ভ রাশি ঃঅতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। ।
মীন রাশিঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ। অর্থ ব্যয়।

শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবারে কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়

দুরন্ত বার্তা,শিয়াখালা,২৯ জুলাই ঃ রাজ্য তথা হুগলী জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে এক মাস ব্যাপী প্রায় কয়েক লক্ষ ভক্ত জল ঢালেন। শিবের এই জন্ম মাসে হুগলী জেলার বিভিন্ন শিব মন্দির গুলিতে শ্রাবণ মাসের সোমবার গুলিতে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার হুগলী জেলার কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র উত্তরপাড়া থানা এলাকাতেই নয় পাশাপাশি গঙ্গার ওপার থেকে আসা উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, কলকাতা থেকেও বহু ভক্তদের সমাগম হয় প্রতিবছর এই মাসে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের সমাগম খুব বেশি বলে জানালেন রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের মহারাজ ব্রহ্মচারীর সচ্চিত স্বরূপ। যা এলাকাবাসীর কাছে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। মন্দিরের উপ-মহারাজ ব্রহ্মচারী শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন রাজরাজেশ্বরী, মন্দিরে প্রতিদিন শিবলিঙ্গে তথা দেবাদিদেব মহাদেবের মাথায় ৩৩ কেজি করে দুধ দিয়ে বাবাকে স্নান করানো হয়। বাবার অভিষেক চলছে। তিনি আরো জানান, সোমবারে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা ভক্তরা যাতে কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য মন্দিরের পক্ষ থেকে ভলেন্টিয়ার রাখা হয়েছে। এছাড়া চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন সহযোগিতা করছেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে পরমান্ন নানা রকমের ফল, মিষ্টি দেওয়া হয় পূজাতে। শিবলিঙ্গকে পঞ্চমৃত তথা দুধ, দই, ঘি, মধু, গঙ্গাজল ইত্যাদি দিয়ে স্নান করিয়ে অভিষেক করানো হয়। ভোরে মন্দিরে মঙ্গল আরতি করা হয়। সন্ধ্যাতে সন্ধ্যা আরতি ও ভোজনের আয়োজন করা হয়। ৬৪ টি যোগিনী পূজা হয়। শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন, আমরা নিয়ম মেনে পূজা করছি। বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় মন্দিরের পুরোহিতরা শিব পূজা করেন। ছিলেন পন্ডিত আচার্য রবিশঙ্কর দ্বিবেদী বলেন ভক্তরা যতো বেশি ভোলে বাবার আরাধনা করবেন ততই বাবার কৃপা লাভ করা যাবে। পূজার আয়োজনে ছিলেন ব্রহ্মচারীর হৃত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে, প্রভাত পাটৌরি সহ প্রমুখরা।

কলেজে ভর্তির হার বাড়াতে নির্দেশ শিক্ষা দফতরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ কলেজে কলেজে ভর্তির হার বাড়াতে প্রধান শিক্ষক- প্রধান শিক্ষিকাদের নির্দেশ দিলো রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। স্নাতক স্তরে প্রথম বর্ষে কলেজে কলেজে ভর্তির হার বাড়াতে নেয়া হয়েছে নিল রাজ্য। সোমবার শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা যায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বলা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের ফোন করতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের পড়ুয়াদের। জানতে হবে সেই পড়ুয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে নাকি। ভর্তি না হলে তাকে ভর্তি হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। এখনও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা বহু পড়ুয়া কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন জানায়নি। তাই এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদন না করা ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করতে চায় শিক্ষা দফতর। কেন রাজ্যের কলেজে ভর্তি হতে চাইছেন না সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ারা? তার কারণ জানতে হবে। পড়ুয়াদের জানাতে হবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ভাবে অনলাইনে পোর্টাল চালু করেছে ভর্তির জন্য। স্নাতক স্তরে প্রথম বর্ষের প্রথম রাউন্ডের শেষে কিছু কলেজে আসন ফাঁকা। ৫ লক্ষ পড়ুয়া আবেদন জানালেও এখনও বহু উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়া আবেদন জানায়নি। দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী ৮ অগাস্ট থেকে। আবেদনের জন্য কোনও টাকা লাগবে না, উচ্চ মাধ্যমিকের পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইলে মেসেজ করেও জানানো যেতে পারে।

মমতা সরকারের 'নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু তুষ্টি' নিয়ে সতর্কতা তথাগতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ মমতা সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু তুষ্টির উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা না হলে, পশ্চিমবঙ্গ খুব শীঘ্রই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। সামাজিক মাধ্যমে এই ভাষায় ফের সতর্কতা দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। এক্স বার্তায় তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র সংখ্যালঘু যুবকদের পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে। এই শিলিগুড়ি করিডোরের ২০ কিমি চওড়া 'নেক' ভারতের উত্তর-পূর্বকে দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে। এটি সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ওই এলাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাকিটা আমি কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির উপর ছেড়ে দিয়েছি। এই বার্তা তথাগতবাবু যুক্ত করেছেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর দফতর এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সামাজিক মাধ্যমের সূত্রে।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য হাওড়ার জগবল্লভপুরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাই ঃ গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য হাওড়ার জগবল্লভপুরে। সোমবার সকালে হাওড়ার জগবল্লভপুর থানার মাজু এলাকায় এই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন ভোরে ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখা যায়। মৃত গৃহবধূর নাম সুপ্রিয়া সাধুখাঁ (২৭)। রবিবার রাতে সুপ্রিয়ার ফোন থেকে তাঁর মায়ের ফোনে ফোন আসলেও কোনও কথা হয়নি। পরে তার ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সোমবার সকালে সুপ্রিয়ার স্বামী দুধকুমার সাধুখাঁ শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে জানান তাদের মেয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় বছর দুয়েক আগে মুদির দোকানের মালিক দুধকুমারের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়। তাদের একটি এক বছরের মেয়েও আছে। বিয়ের ছমাস পর থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকতো বলে অভিযোগ মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে। তাদের আরও অভিযোগ তাদের মেয়েকে নিয়মিত মারধর করত তার স্বামী। রবিবার তাদের মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আত্মহত্যা নয়, পরিকল্পনামাফিক খুন। খবর পেয়ে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মৃতা সুপ্রিয়ার মা বলেন, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরই আমার মেয়েকে মেরেছে। দিনরাত ওকে জ্বালাত। যতই কাজ করুক তবু বলবে এটা হয়নি ওটা হয়নি। ও মেয়েকে দেখত। রান্না করত। দোকান সামলাত। তবু ওকে খারাপ কথা শুনতে হত। প্রায় ২ বছর বিয়ে হয়েছে। মেয়ে হওয়ার পর থেকেই অশান্তি শুরু। শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হয়েছিল। আমরা বাড়ি নিয়ে চলে এসেছিলাম। এরপর আমার বাড়িতে জামাই গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছে। আগে কোনও অভিযোগ জানান হয়নি। গতকাল রাতে ওদের দু'জনের মধ্যে অশান্তি ঝগড়া হয়েছিল। মনে হয় জামাই মেয়েকে খুন করেছে।

ক্যানিং থেকে উদ্ধার প্রায় ১১ কেজি গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ জুলাই ঃ আবার সাফল্য ক্যানিং থানার পুলিশের।এবারে ক্যানিংয়ে উদ্ধার প্রায় ১১ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার দুই।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং থানার পুলিশের বিশেষ টিম ক্যানিয়ের তালদি এলাকা থেকে উদ্ধার করলো ১০ কেজি ৮০০ গ্রাম গাঁজা। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,এদিন একটি অটোতে করে ভিন রাজ্য থেকে গাঁজা আনা হচ্ছিল ক্যানিং সহ আশেপাশের এলাকাতে। তালদির কাছে পুলিশ তাদেরকে আটকায়। গাড়ি তল্লাশি করে গাঁজা উদ্ধার হয়।আর এই গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় দুই যুবককে। ধৃতদেরকে এদিন আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় ক্যানিং থানার পুলিশ।

এক ফোঁটা জল-ও পরিবেশের জন্য মূল্যবান!

হাওড়া স্টেশনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, বৃষ্টির জল এক ফোঁটাও নষ্ট করা যাবে না এটাই রেলের অঙ্গীকার ! বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র জল সংরক্ষণে সহায়ক নয়, বরং পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। হাওড়া স্টেশন পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হাওড়া স্টেশনের মোট ছাদের এলাকা ৭৮৪৩১.৬০ বর্গমিটার। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৬৪.৯৫০ মিমি এবং স্টেশনের আশেপাশের এলাকায় মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৭৫২৪.৫৪ ঘনমিটার। এই বিশাল পরিমাণ বৃষ্টির জল পুনঃ ব্যবহার করে জল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে হাওড়া স্টেশন। যে বার্ষিক মোট বৃষ্টির জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য ৭৩০০০০০ লিটার। বৃষ্টির জল সংগ্রহ প্রকল্প হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২৩ এর নিকটে কনস্ট্রাকশন পিট নির্মাণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে, ক্ষতিগ্রস্ত পিভিসি ট্যাঙ্কে পাথর ও বালি ভরাট করে বৃষ্টির জল প্রাকৃতিকভাবে পরিশোধিত হয় এবং তা ভূগর্ভস্থ জলে পুনর্চার্জ করা হয়। বৃষ্টির জল পুনর্ব্যবহার বৃষ্টির জল প্রথমে ইটিপি প্ল্যান্টের দ্বারা পরিশোধন করা হচ্ছে ।পরিশোধনের পর পুনর্ব্যবহৃত জল প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বর ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, স্টেশনে কোন নতুন জল ব্যবহার না করে শুধুমাত্র পুনর্ব্যবহৃত জল ব্যবহার করা হয়, ফলে জলের অপচয় কমানো যায়। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উপকারিতা ১.জল সংরক্ষণ বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে হাওড়া স্টেশন বছরে প্রচুর পরিমাণে জল সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। স্টেশনের ৯০ এলাকা ছাউনি ও ছাদ দিয়ে ঢাকা রয়েছে যা বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য উপযোগী। এই জল সংরক্ষণের ফলে স্টেশন প্রাঙ্গণে নতুন জলের ব্যবহার প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। ২.পরিবেশ সুরক্ষা পুনর্ব্যবহৃত জল ব্যবহার করার মাধ্যমে, স্টেশন প্রাঙ্গণে জলের অপচয় রোধ করা হচ্ছে, যা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ জলে পুনর্চার্জ করার ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধি পায়, যা ভবিষ্যতে জল সংকট মোকাবিলায় সহায়ক। ৩.অর্থনৈতিক সুবিধা নতুন জলের পরিবর্তে পুনর্ব্যবহৃত জল ব্যবহার করার ফলে জলের খরচ কমে আসে, যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। জল সংরক্ষণের এই পদক্ষেপটি দীর্ঘমেয়াদে অর্থ সাশ্রয় করে। হাওড়া স্টেশনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহারের এই পদক্ষেপটি একটি পরিবেশ কল্যান উদাহরণ। এটি জল সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। হাওড়া স্টেশন পরিবেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সবসময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

শেওরাফুলীতে বৈদ্যুতিকভাবে পরিচালিত লেভেল ক্রসিং গেট চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ অপারেশনাল দক্ষতা এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, পূর্ব রেলওয়ে শেওরাফুলির সর্বদা ব্যস্ত জিটি রোডে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৪এসপিএল-এ বৈদ্যুতিকভাবে চালিত লিফটিং ব্যারিয়ার টাইপ গেট চালু করেছে। পূর্বে ম্যানুয়াল-চালিত গেট থেকে এই আপগ্রেডের ফলে যানজট ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং এলাকার সড়ক ও রেল উভয় যানবাহনের সামগ্রিক চলাচলের উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন বৈদ্যুতিকভাবে চালিত উত্তোলন বাধা গেটটি একটি মোটর দিয়ে সজ্জিত যা দ্রুত অপারেশনের জন্য অনুমতি দেয়, উল্লেখযোগ্যভাবে খোলা এবং বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে দেয়। এটি ট্র্যাফিকের একটি মসৃণ প্রবাহকে সহজতর করবে, যা আগে ঘন ঘন রাস্তার যানজটের কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থার পরিস্থিতি কমিয়ে দেবে। গেটের স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকলাপ রাস্তার যানবাহনকে জোরপূর্বক লেভেল ক্রসিংয়ে প্রবেশের ঘটনাগুলিকেও প্রতিরোধ করবে, যার ফলে পথচারী এবং চালক উভয়ের জন্যই নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। নতুন ব্যারিয়ার গেট ছাড়াও একটি অত্যাধুনিক গেট অপারেটিং প্যানেল বসানো হয়েছে। এই ইলেকট্রনিক ডিভাইসটি উচ্চতর নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে লেভেল ক্রসিং গেট বুম নিয়ন্ত্রণ করবে, মানুষের ত্রুটির ঝুঁকি কমিয়ে এবং আরও বিরামহীন অপারেশন নিশ্চিত করবে। কী উপকারিতাভু দ্রুত অপারেশন বৈদ্যুতিকভাবে চালিত গেটটি খোলা এবং বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, যানজট কমিয়ে দেয়। বর্ধিত নিরাপত্তা স্বয়ংক্রিয় অপারেশন অননুমোদিত যানবাহন প্রবেশ রোধ করে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করে। উন্নত নির্ভরযোগ্যতা নতুন ইলেকট্রনিক গেট অপারেটিং প্যানেল মানুষের ব্যর্থতার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। ইস্টার্ন রেলওয়ে জনসাধারণকে আরও ভাল পরিষেবা প্রদানের জন্য অবকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেওরাফুলিতে বৈদ্যুতিকভাবে চালিত উত্তোলন বাধা গেট চালু করা এই অঙ্গীকারের একটি প্রমাণ, যা প্রত্যেকের জন্য একটি নিরাপদ এবং আরও দক্ষ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বাস দুর্ঘটনা হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে আহত কয়েকজন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাই ঃ বাস দুর্ঘটনা হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে, আহত কয়েকজন যাত্রী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা মারল আরেকটি বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় স।কে অঙ্কুরহাটি মোড়ে। ঘটনায় দুটি বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে, শিয়ালদহ থেকে ধুলাগোড় যাওয়ার সময় একটি বাস যাত্রী ওঠানামার জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় শ্যামবাজার থেকে বাগনান রুটের অপর একটি বাস দ্রুত গতিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। এদিকে, এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বাসযাত্রী ইমরান আলি বলেন, বাস তার নিজস্ব গতিতে চলছিল। কিন্তু কন্ডাক্টর বারে বারে স্টপ ছাড়া দাঁড় করাচ্ছিল। বৃষ্টি হয়েছিল। জল দাঁড়িয়েছিল। গা।ি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অন্য আরেকটি গাড়ির পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। অনেক যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন। এটা আমতা-শ্যামবাজার রুটের বাস। আমি ডানলপ থেকে উঠেছিলাম। যাওয়ার কথা ছিল রানিহাটি মোড়ে। তার আগেই অঙ্কুরহাটিতে বাস দুর্ঘটনায় পড়ে। কাকলি সাহা নামের আরেক যাত্রী বলেন, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে নিমদিঘিতে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। অঙ্কুরহাটিতে আমাদের বাসটা সামনের বাসে প্রচন্ড জোরে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠোঁটে আঘাত লেগে প্রচন্ড রক্তপাত হতে থাকে। অনেকের নাক, মাথা ফেটে গিয়েছে। বাসের সিট ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কৃষকের হাতে গাছের চারা প্রদান

পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শতাধিক কৃষকের হাতে গাছের চারা প্রদান

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৯ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের তৎপরতায় জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস থেকে সোমবার বিকালে জয়নগর ২ নং ব্লক উদ্যান পালন দপ্তরের সহায়তায় গাছের চারা বিতরণ করা হলো এলাকার চাষিদের হাতে। এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্যা উর্মিলা রায়, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, জয়নগর ২ নং ব্লক উদ্দান পালন আধিকারিক সহ আরো অনেকে। এদিন এই ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শতাধিক কৃষকের হাতে এই গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়

সন্দেশখালির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ নির্বাচনের মুখে খবরের শিরোনামে আসা উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার সেখানে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু আগামী শনিবার সন্দেশখালি গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জেলা ও ব্লক প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN: L24117WB1998PLC087800

নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২ বি, ব্রানফিল্ড রো, প্রথম তলা, কলকাতা-৭০০০২৭

ফোন নম্বর ঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৩৯ ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৪৯

ওয়েবসাইট www.hindcon.com, ই-মেইল ঃ contactushindcon.com

সদস্যদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে সদস্যদের ২৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানি ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবেভঅডিও ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) মঙ্গলবার ২০ আগস্ট, ২০২৪ সকাল ১১ঃ৪৫ এ(আইএসটি) অনুসারে। সার্কুলার নং ১৪২০২০ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৭২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং সংশোধনীগুলি সময়ে এবং সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়(এমসিএ)এবং মাস্টার সার্কুলার নং দ্বারা জারি করা হয়েছে। সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি২ / সিআইআর / পি / ২০২৩ / ১২০ তারিখ ১১ জুলাই ২০২৩ এবং সার্কুলার নং। সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি২ / সিআইআর / পি / ২০২৩ / ১৬৭ তারিখের ৭ অক্টোবর ২০২৩ সেবি দ্বারা জারি করা হয়েছে। সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি তালিকা প্রবিধান) এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেন করা। দ্য ভিসিওএভিএম সুবিধা কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ভারত) থেকে গ্রহণ করছে লিমিটেড (সিডিএসএল)।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বিস্তারিত এই ধরনের অংশগ্রহণের বিষয়ে নির্দেশাবলী আহ্বান করা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে মিটিং। ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে সদস্যদের উপস্থিতির উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনা করা।

১. ২৬ এজিএমের বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রতিবেদননথিপত্র (এজিএম নথি) ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে শুধুমাত্র এই ধরনের সদস্যদের যাদের ই-মেইল ঠিকানাভতাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(ডিপিএস) বা কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) যেমন। মাইক্রোসফট। নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। সেবি সার্কুলারের সাথে সম্মতিতে, এজিএম নথিগুলির কোনও শারীরিক কপি করা হবে না যেকোনো সদস্যের কাছে পাঠানো হবে।

২. এজিএম সম্পর্কিত নথি কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে www.hindcon.com, সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com, স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন,ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com-এ।

৩. সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং ধারা ১০৮ অনুসারে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যদের ভৌত অথবা তাদের ভোট দেওয়ার জন্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৩ আগস্ট, ২০২৪-এ ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্ম ইলেকট্রনিকভাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ভারত) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে লিমিটেড (সিডিএসএল) এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনের উপর। এছাড়াও মনে রাখবেন যে ঃ

ক. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৪ এ শুরু হবে ৯.০০ এ.এম. (আইএসটি) এবং সোমবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ এ শেষ হবে। (আইএসটি) এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ভোট দেওয়া হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ইলেকট্রনিক মোড অনুমোদিত হবে না।

খ. কাট-অফ তারিখঃ শনিবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪

গ. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এ সেবি-র প্রবিধান ৪২ অনুসারে(লর্ড) রেগুলেশন, ২০১৫, থেকে সদস্যদের নিবন্ধন বন্ধ থাকবে। বুধবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৪ থেকে মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন) অন্তর্ভুক্ত) এজিএম এবং লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে।

ঘ. যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এর সদস্য হনভনোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানি এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করে, অর্থাৎ ১৩ আগস্ট, ২০২৪, একটি পাঠিয়ে লগইন-আইডি এবং সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারে nichetechplnichetechpl.com এআরটিএ বা কোম্পানির কাছে অনুরোধ করুন cs@hindcon.com.

যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে এ জাতীয় সদস্য তারতার কাস্ট করার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ভোট।

ঙ. এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি। এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্য যারা আছে। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদানকারীরা এজিএমে যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন,যাইহোক, সভায় আবার ভোট দেওয়ার যোগ্য হবে না।

চ. ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি উল্লেখ করতে পারেন। প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএডিকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল এখানে উপলব্ধ www.evotingindia.com সহায়তা বিভাগের অধীনে বা একটি ইমেল লিখুন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা ০২২-২৩০৫৮৫৪২ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

৪. ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনহালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ

. ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

. কোম্পানিআরটিএকে বার্ষিক প্রতিবেদন মেল করতে সক্ষম করার জন্য তাদের নিজ নিজ ডিপির সাথে ভবিষ্যৎ

. যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল আপডেট করেননি তারা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেন

. কোম্পানিআরটিএ-এর ঠিকানাগুলিকে তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

. কোম্পানিআরটিএ-তে cs@hindcon.com অথবা nichetechpl@nichetechpl.com-এ লেখা

. অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপি সহ তাদের ই-মেইল ঠিকানা প্রদান করে,প্যান এর স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ মোবাইল নম্বর, ঠিকানার প্রমাণ এবং শেয়ার

ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রতিবেদন মেল করার জন্য কোম্পানিআরটিএকে সক্ষম করার জন্য সার্টিফিকেট(গুলি)।

. ইমেল আইডি আপডেট করার পরে, কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা অনুরোধ করতে পারেন এফওয়াই-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি অনুলিপির জন্য কোম্পানি আরটিএ ২০২৩-২৪।

৫. ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিভু সদস্য যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে। ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকরা কেবল কাট-অফ তারিখে থাকবে। ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি (ইন্ডিয়া) সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে।

. ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি প্রদান করা হবে। সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানায় এই উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত পদ্ধতিতে উপরে নির্ধারিত।

. এর মাধ্যমে ২৬ তম এজিএমে অংশগ্রহণের জন্য সদস্যদের বিস্তারিত নির্দেশনা ভিসি / ওএভিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সহ সেট করা হবে এজিএমের বিজ্ঞপ্তি।

৬. শেয়ারহোল্ডাররা দয়া করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তাদের সভায়১৬ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ০.১০ টাকা ৫ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে (প্রতিটি অভিহিত মূল্য ২-)। লভ্যাংশ, সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রদান করা হবে। যে সদস্যদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে প্রদর্শিত হয়, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ শুধুমাত্র বিভিন্ন অনলাইন ট্রান্সফার মেকানিজমের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডাররা যারা তাদের ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করেছেন।

৭. কোম্পানী শ্রী সন্তোষ কুমার টিব্রেওয়ালাকে নিযুক্ত করেছে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ভোটদান প্রক্রিয়া উভয়ই যাচাই-বাছাই করার জন্য সচিব হিসাবে স্ক্রুটিনিজার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএম অনুষ্ঠানস্থলে।

৮. ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের আদেশ নিবন্ধন করার পদ্ধতি সদস্যরা। প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করা এবং যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এখনও নিবন্ধিত হয়নি। কোম্পানি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, নাম জানিয়ে একটি অনুরোধ পত্র প্রদান করতে পারে। ব্যাঙ্ক, শাখার সাথে প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, ঠিকানার প্রমাণ, বাতিল চেক এবং শেয়ার সার্টিফিকেট। nichetechpl@nichetechpl.com তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি লভ্যাংশ ক্রেডিট সক্ষম করতে একটি নিরাপদ পদ্ধতিতে এসটি ১-এর পরে কোনও শারীরিক লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট জারি করার অনুমতি নেই ৭ মে, ২০২৪ এবং ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুসারে এপ্রিল, ২০২৪।

৯. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে রাখা শেয়ারের জন্য সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপডেট করতে হবে। তাদের নিজ নিজ ডিপি সহ বিবরণ।

১০. আয়কর আইন, ১৯৬১-এর সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ আইন, ২০২০ তৈরি করা। শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য লভ্যাংশ ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর, সদস্যদের তাদের আবাসিক অবস্থা, প্যান এবং বিভাগের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আয়কর আইন অনুযায়ী, ১৯৬১ কোম্পানির সাথে www.hindcon.com-এ শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে শারীরিক ফর্ম এবং আপনার ডিপির সাথে।

১১. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে মিঃ মলয় বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করুন, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক(সিডিএসএল), কলকাতা ফোনে (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৬ বা ই-মেইলঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com বা moloybcdslindia.com এজিএম ডকুমেন্টস বা এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, আপনি করতে পারেন www.hindcon.com এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ২৯.০৭.২০২৪

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-অঙ্কিতা ব্যানার্জি
কোম্পানি সচিব

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/017/08/2024-2025
Name of the Work : **Restoration and repairing of paver block, I.P. surface at Bidhan Sarani and others disturbed by P.U. Agency and natural wear - Tear in Ward No. 17**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,394.97;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2024 up to 11 a.m.**; Bid will be opened on : **10.08.2024 at 11 a.m.**; The bid forms and other details will be available on and from **30.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/35/38/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Repairs to road surfaces disturbed due to C.E.S.C and Water Supply Department by laying hot asphaltum at 22 Kabi Sukanta Sarani and different places in Ward No. 35**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,21,469.00;** Earnest Money : **Rs. 8,500.00**; Period of Completion : **45 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE-III/33/32/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of concrete, IPS passage and footpath at 37, 64, 67 Suren Sarkar Road, Surah East Road, Surah Cross Lane, Badan Roy Lane and surrounded area in Ward No. 33**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,87,496.00;** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **90 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE-III/33/2/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of passage at 70 Beliaghata Main Road in Ward No. 33 disturbed by Water Supply Department**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,02,279.00;** Earnest Money : **Rs. 2,100.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) NIT No.: KMC/EE-III/35/01/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of paverblock passages at 3/1/11 B.M. Road and different places in Ward No. 35**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,35,699.00;** Earnest Money : **Rs. 8,800.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(5) NIT No.: KMC/EE-III/35/2/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work : **Repairs to bustee sanitary latrine at 42 Narkeldanga Main Road and different places in Ward No. 35**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,49,500.00;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **45 Days**;

(6) NIT No.: KMC/EE-III/33/37/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of road surface by laying hot asphalt mix from 38 to 53/2B Badan Roy Lane in Ward No. 33 disturbed by Water Supply Department**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,13,871.00;** Earnest Money : **Rs. 2,300.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(7) NIT No.: KMC/EE-III/33/13/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of paver block passage at 70 Beliaghata Main Road in Ward No. 33 to be disturbed by Water Supply Department**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,86,366.00;** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(8) NIT No.: KMC/EE-III/33/12/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of IPS footpath and concrete passage at P175, P36 CIT Road, 43, C.P. Road, 5 Abinash Ch. Banerjee Lane and different location in Ward No. 33 disturbed by CESC**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,187.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**;

(9) NIT No.: KMC/EE-III/PC/13/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Providing and fixing M. H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No. 13, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,50,000.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(10) NIT No.: KMC/EE-III/CH/13/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Urgent removal of chokage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No. 13, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(11) NIT No.: KMC/EE-III/RD/13/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage etc. in Ward No. 13, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(12) NIT No.: KMC/EE-III/PC/14/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Providing and fixing M. H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No. 14, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,50,000.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(13) NIT No.: KMC/EE-III/CH/14/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Urgent removal of chokage/collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No. 14, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(14) NIT No.: KMC/EE-III/RD/14/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/Paver block passage etc in Ward No. 14, BR-III;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(15) NIT No.: KMC/EE-III/PC/32/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Providing and fixing M. H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover according to requirement within 24 hours in Ward No. 32, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(16) NIT No.: KMC/EE-III/CH/32/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Urgent removal of chokage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No. 32, BR-III;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(17) NIT No.: KMC/EE-III/RD/32/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver Block passage etc. in Ward No. 32, BR-III**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **06.08.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 1 to 8) & **07.08.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 9 to 17); Date and Time of opening of Bid : **08.08.2024 after 12 noon** (for Sl. no. 1 to 8) & **09.08.2024 on or after 12 noon** (for Sl. no. 9 to 17); The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 17); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 17)

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIII/119/002/24-25/AM (2nd Call)
Name of the Work : **Desilting and removal of chockage from sewer lines on S.O.S. basis in Ward No. 119 under Br-XIII for the next 06 (six) months**; Work Value (Maximum Limit) : **Rs. 2,00,000.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **180 Days**;

(2) NIT No.: KMC/XIII/118/05/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of sewer adjuncts at S. N. Roy Road, R. M. Road & B.S.T. Main Road Bye Lanes area in Ward No. 118**; Work Value : **Rs. 2,85,877.50;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **60 Days**;

(3) NIT No.: KMC/XIII/119/02/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of footpath at Roy Bahadur Road premises no. 57A, 121 & 123/1 in Ward No. 119, BR-XIII**; Work Value : **Rs. 2,91,369.40;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;

(4) NIT No.: KMC/XIII/115/2/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Providing and laying of kerb & channel & hot mix at Taramoni Ghat Road near premises no. 80/6, in Ward No. 115**; Work Value : **Rs. 4,37,129.33;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **20.07.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1), **09.08.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 2 to 4); Tender will be opened on : **22.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1), **12.08.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 2 to 4); The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1), **30.07.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 2 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/XIV/127/027/24-25/R (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of damaged road at Green Park Unnayan Pally near premises no. 26/1, 6/1 and 13/6 etc. in Ward No. 127**; Work Value : **Rs. 4,97,307.30;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **08.08.2024 up to 11 a.m.**; Tender will be opened on : **10.08.2024 at 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/XVI/124/007/24-25/PARK
Name of the Work : **Regular maintenance of park at Ramkrishna Nagar Park, Das Para Park, Naba Nagar Colony Park, 52 Pally Park, Natun Pally Park, Mother Teresa Park in Ward No. 124**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,04,671.65;** Earnest Money : **Rs. 8,100.00**; Period of Completion : **210 Days**;

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/XVI/125/010/24-25/PARK
Name of the Work : **Regular maintenance of KMC parks at Ranganathpur Colony, Dakshinpara Road, Sukanta Park, Ajanibanerjee Road etc. in Ward No. 125**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,57,287.60;** Earnest Money : **Rs. 9,200.00**; Period of Completion : **210 Days**;

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/XVI/124/006/24-25/BUSTEE
Name of the Work : **Maintenance of sanitary latrine at Purba Para, Vidyasagar Pally, Jotirmoy Nagar Slum area in Ward No. 124**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,94,718.63;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **07.08.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2) & **08.08.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 3); Tender will be opened on : **09.08.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2) & **10.08.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 3); The bid forms and other details are available on and from **29.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2) & **30.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3)

314/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩১

প্যারিস অলিম্পিক

সম্পাদকীয়

সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে জাঁকজমক ভাবে শুরু ! 'সিটি অব লাভ' হিসেবে খ্যাত ফ্রান্সের প্যারিস শহর। আক্ষরিক অর্থেই সত্য, কারণ উন্নত বিশ্বতো বটেই, বিশ্বের সংকটময় দেশগুলোর প্রথম পছন্দ ফ্রান্স। দেশটিতে কাজ থাকুক বা না থাকুক জীবন সুরক্ষিত ও নিরাপদ। এ দেশের আনাচে কানাচে যেখানেই গেছি, দেখেছি ভালবাসায় মানুষ লীন। একটি ফরাসি পরিবারের উষ্ণতা কোনদিন ভুলবো না। ৮ বছর আগে এক গভীর রাতে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে পথ হারিয়ে ক্লান্ত, খুঁজে পেলাম রেস্তোরা, তবে ডিনার শেষে রাত্রি যাপনের হোটেল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফ্রান্সের প্যারিসে পর্দা উঠল বিশ্বের সর্ববৃহৎ আয়োজন অলিম্পিকের। মনে হয়েছে আইফেল টাওয়ার প্রাঙ্গণ আর স্যেন নদী তীরে নানামুখী আয়োজনে প্যারিস অলিম্পিক উদ্বোধনী আগের সব আয়োজনকে ছাপিয়ে গেছে। বিশ্ব অবাক হয়ে দেখল, অনুষ্ঠানের ঠিক আগে একদিকে চলছে অলিম্পিক উদ্বোধনের ঘনঘটা, অন্যদিকে উদ্বোধনের আগেই রেল নেটওয়ার্কে ব্যাপক হামলা। প্যারিস থেকে শুরু করে লন্ডন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বুলেট ট্রেন। ট্রেন সহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিস্ক্রিয় করার নাশকতা মূলক হামলা। আবার উদ্বোধনীর আগে বৃষ্টিতে ভিজছে প্যারিস। উদ্বোধনী শুরু হল সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। এসব সচরাচর স্টেডিয়ামে হয়, সম্ভবত এবারই প্রথম জলবেষ্টিত অঞ্চলে শুরু হল। খেলোয়াড়দের নিয়ে আসা হল নৌকায়, বৃষ্টিতে ভিজছে তারা। ২১১টি দেশের খেলোয়াড়েরা এলেন ৯৪টি নৌকায় করে, গন্তব্য আইফেল টাওয়ার। ফ্রান্সের অন্যতম ফুটবলার জিনেদিন জিদানের হাতে অলিম্পিক মশাল। তুলে দিলেন তিন শিশুর হাতে। তাঁদের হাত থেকে সে মশাল চলে গেল অজ্ঞাত এক ব্যক্তির হাতে। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে নির্ধারিত সময়েই জাঁকজমক ভাবে শুরু হলো অলিম্পিক। ছবি দেখে বুঝবেন প্যারিসের স্যেন নদী তীর এবং বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার ঘিরে মনোমুগ্ধকর আয়োজন ছিল দেখার মত। চার ঘণ্টাব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ও সংস্কৃতির আবহ উঠে এসেছে। নদীতে জাতীয় পতাকা নিয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী দেশের অ্যাথলেটদের মার্চপাস্ট হয়েছে। মার্চপাস্টে অলিম্পিকের জন্মভূমি গ্রিস এবারেও উঠে এসেছে শ্রদ্ধার সাথে, সবশেষে এসেছে আয়োজক ফ্রান্স। গ্রিসের পর শরণার্থী দল মার্চপাস্ট করে, তাদের হাতে ছিল অলিম্পিক পতাকা। শরণার্থী হিসেবে অংশ নেওয়া ৩৭ অ্যাথলেট ছিলেন সাদা পোশাকে। এরপর একে একে অলিম্পিকে অংশ নেওয়া দেশগুলো মার্চপাস্ট করে। যতদূর জানি ভারত থেকে ১১৩ জন এবং বাংলাদেশ থেকে ৫ জন অ্যাথলিট এবার অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। ভারতীয় জাতি হিসেবে আমরা যতই গর্ব করি না কেন, আজ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের কোন শহর অলিম্পিকের আয়োজন করতে পারে নি।

বাংলা ভাষার প্রতি টান

সম্পাদকীয়

'দাউদ হায়দার' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তুলনামূলক সাহিত্যে তাঁর ছাত্র ছিলেন পাঁচ বছর বিএ, এমএ। সুদূর জার্মানি থেকে তিনি স্মৃতিচারণায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রিয় শিক্ষিকা নবনীতা দেবসেনেরপ্রতি। ভর্তি হয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে, বিএ পর্বে। ভর্তি হয়েই শুনলুম, ভারতে প্রথম তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপককুল বহুমান্য পণ্ডিত, দেশি ও বিদেশি সাহিত্যে। বিদেশি ভাষাও জানেন। এও শুনলুম, ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকদের 'স্যার' সম্বোধন করেন, অধ্যাপিকাদের নয়। তাঁরা 'দিদি'। বিশ্বভারতীতে উল্টো। উপাচার্য থেকে শুরু করে সব অধ্যাপকই 'দা' বা 'দাদা'। অধ্যাপিকা 'দিদি'। অতএব নবনীতা দেবসেন 'দিদি', ছাত্রীদের যত আবদার 'দিদি'র কাছে। লক্ষ্য করি, ছাত্র নয়, ছাত্রীদের প্রশ্রয় দেন। কন্যা তুল্য। হতে পারে, তাঁর পুত্রসন্তান নেই, দুই কন্যার জননী, কন্যাকুলই প্রিয়। 'কন্যাদের' সুখদু ঃখ সঠিক বোঝেন নারী হয়ে, 'পুত্রদের' নয় হয়তো। ওনার ছাত্র ছিলাম পাঁচ বছর (বিএ, এমএ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তুলনামূলক সাহিত্যে। যখন পড়াতেন, পড়ানোর মাঝখানে, যা পড়ালাম, এতক্ষণ কথা বললাম, কী বুঝেছ? প্রশ্নে ছাত্রছাত্রী দিশেহারা। উত্তর না পেয়ে, তোমরা বোঝো নি, আচ্ছা, বলে আবার ব্যাখ্যা। এবং ব্যাখ্যা এতই পুঙ্খানুপুঙ্খ, নোট নেওয়ার দরকার নেই। সবটাই গল্পচ্ছলে। ভিন্নতর 'মাস্টারনির শিক্ষা'। এই শিক্ষা হয়তো পেয়ে থাকবেন তাঁর দুই শিক্ষকের কাছে। দুই শিক্ষক, বুদ্ধদেব বসু ও সুধীঃন্দ্রনাথ দত্তর কাছে। দুজনই ত্রিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা। বুদ্ধদেব বসুরই প্রচেষ্টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগপ্রতিষ্ঠিত। নেপথ্যে ছিলেন তৎকালীন কেঃদ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ শুরু হয়েছিল পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে। একমাত্র ছাত্রী নবনীতা দেবসেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীনই, পড়া শেষ না করে ভর্তি হন তুলনামূলক সাহিত্যে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু 'ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি', আর্টস বিভাগ পরে, আরও পরে তুলনামূলক সাহিত্য, এই বিভাগে একজনই ছাত্রী, নবনীতা দেব (অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বিয়ের পর 'সেন' যুক্ত)। তাঁকে নিয়ে ছাত্রকুলে কৌতূহল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে আমার প্রতিটি সৎ সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। সন্তানদের শক্তি রয়েছে। তারা আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে সৎ সঙ্ঘ সবার কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল মানব সেবা। বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার। স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নারী জাগরণ তৈরি করতে হবে। নারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শক্তি তৈরি কর। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মাথা নত করবে না। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। একজন ভারতবাসীর অপমান মানে সব ভারতবাসীর অপমান। ভারতকে মাতা হিসাবে দেখতে শুরু করো। মায়ের মুক্তির কথা চিন্তা করো। মাকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতবাসী মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য জয় করতে পারবে। না হলে ইউরোপীয়রা ভারতকে বারবার বাধা দিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না।

শরৎ সাহিত্যে বৃটিশ আমলে কৃষক দুর্দশার চিত্র

বৃটিশ আমলের বাংলার জমিদার-মহাজনদের কাছে যাঁরা পরশ পাথর ছিলেন, এবং নানা অজুহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই যাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা সম্ভব ছিল, তৎকালীন বাংলার সেইসব দরিদ্র-নিরন্ন চাষীদের আর্থিক সঙ্গতি কতটা ছিল, সে সম্পর্কে ১৮৫২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ডঃ মার্শম্যান লিখেছিলেন-

No one has ever attempted to contradict the fact that the condition of the Bengal peasantry is almost as wretched and degraded as it is possible to conceive, living in the most miserable hovels, scarcely fit for a dog kennel, covered with tattered rags, and unable, in too many instances, to procure more than a single meal a day for himself and family. The Bengal ryot knows nothing of the most ordinary comforts of life. We speak without exaggeration when we affirm that if the real condition of those who raise the harvest, which yields between three and four millions a year, was fully known, it would make the ears of one who heard thereof tingle. (Poverty and Un-British Rule in India, Dadabhai Naoroji, p- 587)

এছাড়া সেই সময়কার বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট বলেছিলেন- I do not hesitate to say that half of our agricultural population never knows from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied. (দেশের কথা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পৃ-১৪) বৃটিশ-ভারতে কমবেশি ২০ কোটি মানুষ কৃষির উপরে নির্ভরশীল ছিলেন এবং তাঁদের অর্ধেক, অর্থাৎ- দশ কোটি মানুষ তখন অর্ধাশনে-অনশনে নিজেদের জীবনযাপন করতেন। ১৮৯৩ সালের মে মাসে পাইওনিয়ার নামে এলাহাবাদের আধা-সরকারি একটি সংবাদপত্র লিখেছিল-

Nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty. (দেশের কথা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পৃ- ১৮৯) একই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডাবলু, আর. রবার্টসন বলেছিলেন-

The condition of the agricultural labourers in India is a disgrace to any country calling itself civilised. (দেশের কথা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পৃ- ১৮৯) বলাই বাহুল্য যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বৃটিশ আমলের বাংলার এইসব নিরন্ন-বুভুক্ষু রায়ত-কৃষকদের চিত্রই এঁকেছিলেন। সেযুগের বাংলার কপর্দকহীন ও ভূমিহীন কৃষিজীবীদের প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন-প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক অনেকেরই এক-ফোঁটা জমি-জায়গা নাই পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে ' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দু'দিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ- ২১১)

তাঁর ' স্বর্গ' গল্পের মৃত্যুশয্যায় শায়িত অভাগীর নিজের চিকিসা করাবার কোন সামর্থ্য ছিল না। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙ্গালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে পায়ে প।লি, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন।

আর অভাগীর মৃত্যুর পরে কাঙ্গালীর-উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাঁহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ১১'শ খণ্ড, পৃ ঃ ৩৭৪ ও ৩৭৭)

' (৩য় খণ্ড) উপন্যাসে শ্রীকান্তের নিজের বর্ণনায়-

নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাংলাদেশে তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি-জায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙ্গাড়ি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরের স গৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃ- ৩১)

' গল্পে গ্রামের- সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গন আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এহেন গফুরের সংসারে তাঁর একমাত্র কন্যা আমিনা ও মহেশ নামের একটি ষাঁড় ছিল। তিনি বিঘা চারেক জমি ভাগে চাষ করতেন- কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা-মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল-বাপ-বেটিতে দু'বেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত-পাচ্ছিলেন না। গফুর- কাহনখানেক খড় এবার ভাগে -পেয়েছিলেন, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে-সেই গ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদার শিবচরণবাবু সমস্ত

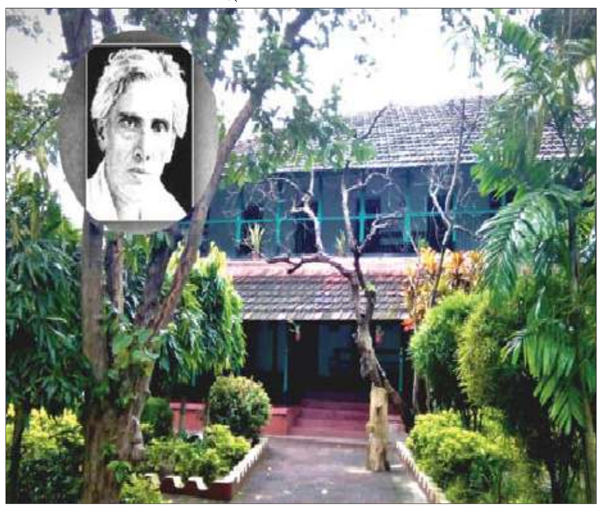

খড় কেড়ে নিয়েছিলেন। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ১৩'শ খণ্ড, পৃ ৩০৫, ৩০৭ ও ৩০৬)

' কেষ্টর মা দরিদ্র ঘরের রমণী ছিলেন। তাঁর-বিষয়-আশয় একখানি মাটির ঘর এবং তসংলগ্ন একটি বাতাবি নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রি করিয়া ছেলের স্কুলের মাহিনা যোগাইতেন।

কিন্তু তিনি-মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া চিন্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ৮ম খণ্ড, পৃ ঃ ২৫৬ ও ২৫৫) সেযুগের বাংলার দারিদ্র্য-পীড়িত চাষীদের কোনোরকমে বেঁচে থাকবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা দেখে শরচন্দ্র একসময়ে মন্তব্য করেছিলেন-এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুকুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে, তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবি-দাওয়া নাই। ইহাদের দু ঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত ব। লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১) নিজের লেখায় শুধু সেযুগের রায়ত-প্রজাদের আর্থিক-সঙ্গতির পরিচয়-দান করাই নয়, তখন তাঁরা যেসব পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন, সেইসব গ্রাম-পথের বর্ণনাতেও শরৎচন্দ্রের তীব্র শ্লেষ লক্ষ্য করা যায়-বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম-অতিশয় সনাতন। ইঁট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্ব্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল-তাঁহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই- তাঁহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু ' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাঁহাদের কাছে বাহুল্য। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯)

ভূস্বামীর শোষণের ফলে বৃটিশযুগের বাংলার রিক্ত-পল্লীর হতশ্রী চেহারা তাঁর চিত্তকে বিষণ্ণ ও করুণ করে তুলেছিল। সেই কারণেই পল্লীর পূর্বশ্রী স্মরণ করে তিনি লিখেছিলেন-তখনও এই পথ এমন নির্জন, এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল- তখনও বোধহয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩) আলোচ্য যুগের বাংলার সামন্ত-শ্রেণীর অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে দুর্বল ও অশক্ত চাষীদের রক্ষা করবার জন্য সামন্ত-সহযোগী বৃটিশ রাষ্ট্রযন্ত্র কখনোই এগিয়ে আসেনি ফলে সেযুগের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কৃষকেরা আদালতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। বৃটিশ আমলের ভারতে কৃষক-স্বার্থ যেখানে একান্তভাবেই অরক্ষিত ছিল, বলাই বাহুল্য যে- ন্যায়-বিচার প্রাপ্তি তাঁদের কাছে আকাশকুসুম বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সেযুগের প্রচলিত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় সরকার এবং আদালত- উভয়েই শোষকশ্রেণীর সমর্থক ছিল। তাই সমাজ-সচেতন শরচন্দ্র তখনকার আদালত সম্পর্কেও মোহমুক্ত ছিলেন এবং সেই মোহমুক্ত মনই তাঁর লেখাকে আরও ক্ষুরধার করে তুলেছিল। তখনকার জমিদার ও মহাজনরা আদালতের সাহায্য নিয়ে মিথ্যা ঋণের মামলা দায়ের করে কিভাবে কৃষক-রায়তের জমি হস্তগত করতেন, সেসবের কয়েকটি চিত্র শরচন্দ্র তাঁর- পল্লীসমাজ, ব।দিদি, দেনাপাওনা, ষোড়শী - প্রভৃতি গ্রন্থে নিখুঁতভাবে এঁকেছিলেন বলে দেখা যায়। ' উপন্যাসে ভৈরব আচার্যের সাক্ষ্যে রমেশের ভৃত্য ভজুয়ার বিরুদ্ধে বেণীমাধবদের মিথ্যা মামলা ফেঁসে গিয়েছিল। তাতে-আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সন মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগারশ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাঁহার বাস্তভিটা ক্রোক করিয়া নীলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথারীতি শমন বাহির হইয়াছে কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য-দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্ব্বলের যথাসর্বস্ব আত্মস্মা করিয়া তাঁহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ- ২০২)

বৃটিশ আমলের আদালতের সাহায্যে জমি গ্রাস করবার আরেকটি চিত্র শরৎচন্দ্রের ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেখানে ম্যানেজার মথুরনাথবাবুর গোপন চেষ্টায়-ফল এই দাঁড়াইল যে যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকি খাজনা-বাবদ দশ বসরের সুদে-আসলে দেড় সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রি হইয়া গেল, এবং দেড়মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাকি খাজনার দায়ে জমিদার-সরকার হইতে তাঁহার মায় বাটাশুদ্ধ নীলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৭) এভাবেই তখন জাল দলিল, মিথ্যা সাক্ষী ও অন্যান্য কূটকৌশলে চাষীদের বঞ্চনা ও প্রতারণা করা হত। এই কারণেই শরচন্দ্র তাঁর ' উপন্যাসে সাগর সর্দারের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন- ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কো। নিলে, সেও সত্যি-পাওনার দাবিতে, আবার যখন জেলে দিলে, সেও তেমনি সত্যি-সাক্ষীর জোরে। জজ-সাহেবের আদালত থেকে মা-চণ্ডীর মন্দির পর্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, পৃ- ১১০) শরচন্দ্রের ' নাটকে ভূমিজ প্রজারা প্রতিকারের আশায় আদালতে গিয়ে জীবানন্দ-জনার্দনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সেযুগে ছিল- টাকা যার মোকদ্দমা তাঁর। তাই জনার্দন সগর্বে বলেছিলেন- কেবল জেলা আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলেও একটা-কিছু আছে যেখানে জীবানন্দ চৌধুরী জনার্দন রায়কে ডিঙিয়ে সাগর সর্দার যেতে পারে না। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ, ১০ম খণ্ড, পৃ- ৯০) এই কারণেই শরচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে বৃটিশ আমলের আদালত সম্পর্কে বারবার তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন বলে দেখা যায়। এই কারণেই নিজের ' উপন্যাসে তিনি নিজেই অবিনাশের জবানীতে বলেছিলেন-ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার- এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন? (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৩) ' কাহিনীতে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছিলেন-ইংরাজ-রাজার আদালত-গৃহের সুবৃহ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক, দরিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ১০ম খণ্ড, পৃ-২১৪) আর ' উপন্যাসে এই একই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি ছিল-ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরী, দরিদ্রের জন্য নয়। (শরসাহিত্য সংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, পৃ- ১৮০)

যত মাছই থাকুক না কেন, সবচেয়ে সুস্বাদু মাছ হলো ইলিশ
স্বাদে আর গুণে অন্য কোনো মাছের সঙ্গে এর তুলনা চলে না

কৌশিক দাস

কৌশিক দাস ঃ যত মাছই থাকুক না কেন, সবচেয়ে সুস্বাদু মাছ হলো ইলিশ। স্বাদে আর গুণে অন্য কোনো মাছের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। চিকিৎসকদের মতে, ইলিশ বলবর্ধক, বাতনাশকসহ আরও নানা গুণের অধিকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, ইলিশে আছে উচ্চমাত্রার প্রোটিন। এতে আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, যা রক্তের কোলেস্টেরল ও ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। আবার হৃদরোগীদের জন্য ইলিশের তেল উপকারী। এতসব গুণের কারণেই মাছের রাজার মর্যাদা পেয়েছে ইলিশ। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় মাছও ইলিশ। কথায় বলে, মাছে-ভাতে বাঙালি। আর মাছের রাজা ইলিশ। বাংলাদেশের নদী-নালা, পুকুর, ডোবা, হাওর-বাঁও। ও সাগর থেকে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। সেগুলোর আকারে যেমন ভিন্নতা আছে, তেমনি স্বাদেও আলাদা। কিন্তু বাংলাদেশে এত মাছ থাকতে ইলিশ কেন মাছের রাজা? অনেকেই জানো, বাংলাদেশ, ভারতের আসাম, ওডিশা ও পাকিস্তানের সিন্ধুতে ইলিশ বললেও গুজরাটে একে মোডেন (স্ত্রী) বা পালভা (পুরুষ) মাছ বলা হয়। সামুদ্রিক ইলিশ বর্ষা মৌসুমে ডিম দেওয়ার সময় নদীতে আসে। এ সময় এরা প্রায় ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ সাঁতার কেটে ঝাঁকে ঝাঁকে নদীতে চলে আসে। বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রসহ অন্যান্য নদীই এদের ডিম পাড়ার পছন্দের জায়গা। এ ছাড়া ভারতের রূপনারায়ণ ও গঙ্গা নদীতেও ইলিশ আসে। লাগে যে ইংরেজরা ইলিশ অপছন্দ করত। পছন্দ করলে তাদের ' কি-না-কি

করে ফেলত। তার চেয়ে এ-ই ভালো হয়েছে। অবশ্য এখন কাঁটা ছাড়া ইলিশও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালির সামনে বোনলেস ইলিশের গল্প দিলে মানসম্মান থাকবে কি? ভেজে, ভাপে, তরকারিতে দিয়ে সেদ্ধ করে, পেঁয়াজ দিয়ে কিংবা ছাড়া, কাঁচা মরিচ দিয়ে বা না দিয়ে, যেভাবে খুশি আপনি ইলিশ খেতে পারেন। সব সময় আটপৌরে রন্ধনপ্রণালিতে আটকে থাকতে হবে, তেমন কোনো কথা নেই। গুগল ঘাঁটলে কিংবা ইউটিউবে খুঁজলে প্রচুর রান্নার পদ্ধতি পেয়ে যাবেন। যেকোনো একটা পছন্দ করে নিন। অথবা নিজেই বসে যান নিজের মতো করে রান্না করতে। আরে খাবেন তো আপনি, কেউ আপনাকে রেটিং দেবে না। কাজেই ভয় নেই।

তবে যা-ই করুন না কেন, ইলিশের সঙ্গে চিংড়ি মেশাবেন না যেন। এখন কিনতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হচ্ছে ঠিকই, তবে ইলিশ ৫ রোগের ওষুধ খরচও বাঁচিয়ে দিতে পারে।

বর্ষার ইলিশের ভাগ প্রিয় মানুষটিকেও দিতে হাত কাঁপে। তবে এই বর্ষায় ইলিশ খেলে শুধু যে স্বাদে তৃপ্তি পাবেন তা কিন্তু নয়। ইলিশের স্বাস্থ্যগুণও বহু। ইলিশ খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায়? বর্ষায় ইলিশের সঙ্গে বাঙালির হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইলিশ ছাড়া যেন বর্ষাকালটাই বৃথা। প্রথম পাতে ইলিশের তেল থেকে শেষপাতে অম্বল, প্রতি গ্রাসে শুধুই ইলিশ। মাঝে পাতুরি, ভাপা, কালো জিরে দিয়ে পাতলা ঝোল তো আছেই। ইলিশ মাছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ একেবারেই কম। অন্য দিকে প্রচুর পরিমাণ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কম থাকে। ফলে হার্ট থাকে সুস্থ।

সামুদ্রিক মাছে থাকা ইপিএ ও ডিএইচএ ওমেগা-থ্রি-অয়েল শরীরে ইকসিনয়েড হরমোন তৈরি রুখতে পারে। এই হরমোনের প্রভাবে রক্ত জমাট বেঁধে শিরা ফুলে যায়। ইলিশ মাছ খেলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। তেলযুক্ত মাছ খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, চোখ উজ্জ্বল হয়। বয়সকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। ইলিশ মাছে থাকা ভিটামিন এ রাতকানার রোগ প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে।

সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। নিয়মিত মাছ খেলে একজিমা, সোরেসিসের হাত থেকে রক্ষা পায় ত্বক। ইলিশ মাছে থাকা প্রোটিন কোলাজেনের অন্যতম উপাদান। এই কোলাজেন ত্বক টানটান ও নমনীয় রাখতে সাহায্য করে। বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে সামুদ্রিক মাছ ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে কার্যকরী। শিশুদের ক্ষেত্রে হাঁপানি রোধ করতে পারে ইলিশ মাছ। যাঁরা নিয়মিত মাছ খান তাঁদের ফুসফুস অনেক বেশি শক্তিশালী হয়।

রোগশয্যায় তাঁর পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্ত সেনের অন্য পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন

বঙ্গভঙ্গের সময়ে স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল কলকাতা। এই সময়ে কলকাতায় অক্ষয়কুমার সরকারের মেসে এসেছেন তিনি। তাঁকে দেখেই মেসের ছেলেরা ধরে বসল, একটা গান লিখে দিতে হবে। কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি বসে পড়লেন কাগজ কলম নিয়ে। লিখে ফেললেন প্রথম কয়েকটা লাইন। তারপরে ছেলেদের বললেন,চল জল'দার ওখানে যাই। ওখানে ' গান কম্পোজ হতে হতে বাকিটা লেখা হয়ে যাবে। জল'দা মানে জলধর সেন, ' মানে ' দফতরে। সকলে মিলে গেলেন সেখানে। জলধর সেন বললেন, এ তো মাত্র কয়েকটা লাইন, বাকিটা কই? তিনি বললেন কম্পোজ করতে দিন, হয়ে যাবে বাকিটা। সত্যিই তাই। কম্পোজ করতে করতেই পুরো গানটা লিখে ফেললেন উনি। তার পর গানের সুর হল। কাগজে ছাপা গান নিয়ে চলে গেল মেসের ছেলেরা..

সন্ধেয় জলধর সেন বিডন স্ট্রিটের এক বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে আছেন। হঠাৎ শুনলেন, দূর থেকে এক দল ছেলে গান গাইতে গাইতে আসছে। অবাক হয়ে গেলেন জলধর সেন। কয়েক ঘণ্টা আগে বসুমতীর প্রেসে ছাপা হয়েছে সেই গান আর ইতিমধ্যেই সেই গান লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে..! শুনে রোমাঞ্চ হয়েছিল তার।

বুঝতে পারলেন কোন গান..? আর কে সেই গীতিকার..?

গানটি ছিল মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই.

গানটির গীতিকার ছিলেন রজনীকান্ত সেন। রজনীকান্ত সেন ' নামেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর গান বাঙালি মননে এক হর্ষ-বিষাদের স্থান অধিকার করে রেখেছে। শুধু স্বদেশি গান লিখে কিংবা গেয়েই সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি। প্রয়োজনে ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামে গঞ্জে। সেখানে সাধারণ মানুষকে স্বদেশি অন্দোলনের তপর্য বুঝিয়েছিলেন।

জীবনের মধ্য ভাগেই তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন গলার ক্যানসারে। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে ভর্তি হয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজে। সামনে খাবার, খেতে পারেন না। অসম্ভব পিপাসা, কিন্তু জল দিলে সব পড়ে যায় বুক বেয়ে। মুখ দিয়ে কখনও বেরিয়ে আসে দুর্গন্ধময় পুঁজ-রক্ত। রাতের পর রাত ঘুম হয় না। তাই কাগজ টেনে রজনীকান্ত সেন লিখে যান একের পর এক লেখা- গান, কবিতা। হাসপাতালে বসেই লিখেছিলেন 'সেখানে সে দয়াল আমার বসে আছে সিংহাসনে' বা ' মা আমার আনন্দময়ী, পিতা চিদানন্দময়'। অন্তরে কোন সাধন থাকলে এমন লেখা যায়? রোগশয্যায় তাঁর পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্য পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯১০-এর ১৩ সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

চিঠিপত্র
আফ্রিকাও পিছিয়ে নেই, তবে আমরা পিছিয়ে কেন!

কেন অলিম্পিক অন্য দেশে হয় না। সেই প্রশ্ন করতে সকলেরই ইচ্ছে করে। তবে একটু ভাবলেই উত্তর পাবেন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান কোন দেশই অলিম্পিকের আয়োজক শহর বা দেশ হতে পারে নি কেন। সিডনি ২০০০ অলিম্পিকে আইবিএম এর পক্ষে আইটি সাপোর্টে কাজ করেছি পুরো তিন মাস। খুব কাছে থেকে দেখেছি এর ব্যপকতা। আন্তর্জাতিক এ আয়োজন মেলবোর্ন ও সিডনিসহ অস্ট্রেলিয়ায় দু'বার হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো হবে ব্রিসবেনে। অস্ট্রেলিয়ার এগিয়ে যাবার একটা বড় কারণ কিন্তু এই অলিম্পিক। এ আয়োজনের পরিধি বৃহৎ বলে একমাত্র ভারত ছাড়া, অন্য যে কোন একটি দেশের পক্ষে হয়তো অধরাই থেকে যাবে অলিম্পিক। তবে মিলিত ভাবে আয়োজন হতে পারে। নির্বাচিত হতে অসংখ্য মিলিত চেষ্টা লাগে। নির্বাচিত হবার পর কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু করতে হয় এর পরিকল্পনা, আয়োজন। বিশ্বের দু'শোর বেশী দেশের অ্যাথলিটদের আহার, বাসস্থান, নিরাপত্তা দিতে হয়। সকল প্রকার কাঙ্খিত সুযোগ সুবিধা দিতে হয় সকল আগত দর্শক, অতিথি, সাংবাদিক সহ সকল ক্ষেত্রের মানুষকে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ আয়োজন বলে কথা। যদি নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে তবে তা কোন দিন সম্ভব হবে না। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখতে পাই কিছু কিছু দেশ সঙ্কট নিরসনে এগিয়ে আসছেন, আফ্রিকাও পিছিয়ে নেই, তবে আমরা পিছিয়ে কেন! কাউকে আঘাত না করে বলতে চাই নিজেদের মধ্যে বিভেদ দুর করে একতাবদ্ধ হবার কোন বিকল্প নেই। যদি তা সম্ভব হয় তবে হয়তো ভারতীয় উপমাহদেশে একদিন অলিম্পিকের আসর বসবে। সব দেশগুলো এগিয়ে যাবে। এগিয়ে যাবে এ অঞ্চলের সকল মানুষ। তবেই না বিশ্ব অবাক হয়ে দেখবে আমাদের।

অশোক দত্ত। মাঝেরহাটি। কলকাতা-৪৯

পল্লী গ্রামে পট খেলার আসরে আজও বিমোহিত আট থেকে আশি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ জুলাই ঃ ঝুমুর, জারি, রাইবেশের গান, হাপুখেলার গানের মতই হারিয়ে গেছে পট খেলে কালের স্মৃতি থেকে। সময়ের পট পরিবর্তন এঁকে দেয় নতুন যুগ। মোবাইলে স্ক্রল করে রিলস দেখা আর না হয় গেমসে বুঁদ কচিকাচারা এমন নতুন আস্বাদ কোথায় পাবে পট খেলা ছাড়া। নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের নবগ্রামে গাছ তলায় বসে সুর করে পটখেলা দেখাচ্ছেন চাঁদ পটুয়া। আর কই মাছের ঝাঁকের মতো ভিড় করে সেই পট খেলা বড়ো বড়ো চোখ করে দেখছে কচিকাচারা। পটুয়াদের এই পট শিল্পের উপর নির্ভর করেই সংসার। কাপড় ও আর্টপেপারে তাঁর শিল্প কর্ম। চাঁদ পটুয়ার বাড়ি মুর্শিদাবাদের ঝিল্লিখাসপুর। তিন পুরুষ ধরে চলে পটখেলা। এর উপর নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি তার পটের গানেও। দুয়ারে সরকারেও ডাক পেয়েছেন। তবু তার গলায় আফশোষ, প্রযুক্তির যুগে হারিয়ে যেতে চলেছে এই প্রাচীন পটখেলা। যা পটচিত্রের মধ্যে লোকশিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দু দেবদেবীদের চিত্রগান স্থান পায় পটখেলায়। অসাম্প্রদায়িক বাংলায় পট সংস্কৃতি টিভি মোবাইলের যুগে আজ অনেকটাই ব্যাকফুটে। পটের গানে ফুটে উঠেছে নারী পাচারের মত জ্বলন্ত ঘটনা। নারী নির্যাতনের পট দেখাতে দেখাতে নিজের সুরে পটুয়া চিত্রকর শোনালেন, ''কি নিদারুন খবর দিল বেতার ভবন, নারীরা সব হচ্ছে পাচার বাড়ছে নারী নির্যাতন। সবাই নিলে জোট বাঁধো হও সচেতন , বাবা কাঁদছে মা কাঁদছে কাঁদছে স্বজন, সবে মিলে বন্ধ কর নারী নির্যাতন।'' পট খেলায় কচিকাচাদের নীতিমালা এবং গার্হস্থ্য জীবন ছুঁয়ে অনেক কথা কাহিনী এই পট খেলায় মাতোয়ারা ভিড় বেশ কিছুক্ষণ। গৃহবধূ পূর্ণিমা দাস বলেন, বাচ্চাদের তো মোবাইল ছাড়ানো যায় না। আজকে পট খেলা দেখাতে এসেছে শুনতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেলাম বাড়ির কাছেই। পটখেলা দেখে তো তাদের চোখ সরে না। আসলে বাচ্চারা যা চায় আমরা তা দিতে পারি না। বাচ্চাদের খুশি করা পটের গান যেমন ছিল। তেমনি ছিল, মেজো বউ বলে, গায়ে খুব জ্বর। তরকারি কুটবো না, নিকাবো ঘর। এমন সহজ সরল গার্হস্থ্যের গান পট খেলা ছাড়া কোথাও দেখা মেলে না।

পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ল পূর্বস্থলী বুড়োরাজের মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৯ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাস পড়তেই পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ল পূর্বস্থলী ২ ব্লকের বুড়োরাজের মন্দিরে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই শুধু নয়, ভিন রাজ্য থেকেও পুণ্যার্থীরা ভিড় করেন। হাজার- হাজার ভক্তদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। এদিন ভক্তিভরে পুণ্যার্থীরা যেমন শিব দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেন তেমনই মনোস্কামনা পূরণে প্রার্থনাও জানান। এই উপলক্ষ্যে মন্দিরে চত্বরে বসে শ্রাবণী মেলা। বিশেষ করে সোমবার ভিড় থাকে চোখে পড়ার মত। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পূর্বস্থলীর জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দিরে রেকর্ড সংখ্যক ভক্তদের ভিড় হয় বলে জানান পুরোহিতরা। মন্দিরের পুজোর দায়িত্বে থাকা শিবনাথ ব্যানার্জি বলেন আজ শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবার এই দিন ষষ্ঠী দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উমা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পুজো করার দায়িত্ব ছিল সেই উপলক্ষ্যে এই সপ্তাহ মন্দিরের পূজো করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় ভাইপো অশোক ব্যানার্জিকে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস উপলক্ষ্যে চলছে বাবার মাথায় জল ঢালা এবং শ্রাবণী মেলা। এই শ্রাবণী মেলা দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়লো। একমাস জুড়ে এই মেলা চলবে। বলে জানান মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরিন দেব। গতকাল রাত থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকালে মন্দির চত্বরে ভিড় ছিল লক্ষ্য করার মতো। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে বাবার মাথায় জল ঢালে। পরবর্তীতে তারা নিয়ম ভ্রমণ করে প্রসাদ খেয়ে গন্তব্যস্থলে রওনা হয়। দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের তুলনায় যথেষ্ট ভিড় ছিল। মন্দির চত্বরে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং আশেপাশে হাইরোড এবং তিস্তা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ময়নাগুড়ি থানার পক্ষ থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়। মহিলা পুলিশ সহ সাদা পোশাকের পুলিশ। যদিও ছোটখাটো দু একটি ঘটনা ছাড়া কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা খবর পাওয়া যায়নি।

গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ভাঙন শুরু সামসেরগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুলাই ঃ গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ফের গঙ্গা ভাঙন শুরু মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। সোমবার সকাল থেকে শামসেরগঞ্জের নতুন শিবপুর ভাঙ্গা লাইন এলাকায় গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। ভাঙ্গনের গর্ভে তলিয়ে যায় প্রায় ১০ টি বাড়ি। তলিয়ে যায় কৃষি জমি থেকে শুরু করে শৌচালয় এবং বাড়ির ফাঁকা অংশ। গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালাতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। বাড়িঘর ভাঙার পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে অন্যত্র ছুটে যান সাধারণ মানুষ। যেকোনো মুহূর্তে প্রায় আরো ৫০টি বাড়ি তলিয়ে যেতে পারেই বলে অনুমান স্থানীয় বাসিন্দাদের। শুধু তাই নয় তলিয়ে যেতে পারে নতুন শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এদিকে গঙ্গা ভাঙনের খবর পেয়ে ভাঙ্গন বিধ্বস্থ এলাকায় সকালেই ছুটে যান সামশেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম, চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। প্রাথমিকভাবে ভাঙ্গন কবলিত মানুষদের স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে থাকার ব্যবস্থা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। এদিকে বারংবার গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়ে মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র এবং লাগাতার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ছোট শ্রেয়সীর আবদার, বৈদ্যুতিক পাখা বিদ্যালয়ে পৌঁছালেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ শনিবার টক টু মেয়র কর্মসূচি চলাকালীন হঠাৎই ফোন আসে হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রেয়সী বনিকের। সে জানায় তাদের বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ঠিক মতো পাখা চলেনা ও পর্যাপ্ত পাখা নেই, যার জন্য খুবই গরম লাগে। ছোট্ট প্রেয়সীর কথায় আপ্লুত হয়ে মেয়র গৌতম দেব জানান, তিনি শীঘ্রই তাদের বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পাখার ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন। সেই মতো সোমবার দুটি পাখা নিয়ে নিজেই হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে হাজির হন মেয়র গৌতম দেব। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে সোজা চলে যান ষষ্ঠ শ্রেনীর সি সেকশনে। সেখানে গিয়ে দেখা করেন সেই ছাত্রী শ্রেয়সী বনিকের সঙ্গে। এবং তার আবদার মতো পাখা গুলি তুলে দেন বিদ্যালয়ের হাতে। মেয়র জানান, তিনি খুশি যে তার এই টক টু মেয়র স্বার্থকতা পেয়েছে। বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও স্যোসাল মাধ্যম কে ব্যাবহার করে নিজেদের অসুবিধের কথা জানাচ্ছে।

পণ্য বহন নিষিদ্ধ, উত্তাল দিনহাটা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ জুলাই ঃ টোটোর ছাদে রড এবং থিম বহন করা নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ দিনহাটা শহরে উত্তাল পরিস্থিতি। টোটো চালকরা রীতিমতো রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং প্রায় অচল করে দেয় কোচবিহার থেকে দিনহাটা ঢোকার রাস্তা। দিনহাটার কলেজ হল্টের সামনে জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে তারা। সময়ের সাথে সাথে শুরু হয় তান্ডব। বিভিন্ন টোটো তে থাকা যাত্রীদেরও নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে আন্দোলনকারী টোটো চালকদের বিরুদ্ধে। টোটো চালকদের অভিযোগ তারা যাত্রী বহনের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় পণ্য বহন করে। প্রশাসন যেহেতু সেই পণ্য বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানায় তারা।

ভিন রাজ্যের হাতে যাচ্ছে কর্মসংস্থান, প্রতিবাদে পথে

বাংলা পক্ষ। সোমবার বাংলা পক্ষ সংগঠণের তরফ থেকে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করে জলপাইগুড়ি শহরের বুকে পথ সভা সহ প্রতিবাদ মিছিল করে সর্ব সাধারণের সামনে জেলা তথা রাজ্যের বেকার যুবক- যুবতীদের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গে বাংলা পক্ষ জলপাইগুড়ির তরফে প্রকাশ রায় বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি, এস এস সি সহ অন্যান্য সরকারি চাকরি গুলোর ক্ষেত্রে ভিন রাজ্যের প্রার্থীরা এসে খুব সহজে ডোমিশিয়াল সার্টিফিকেট বার করে চাকরির পরীক্ষায় বসে যাচ্ছে, যে কারনে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের প্রকৃত ভূমিপুত্ররা, বি এস এফ, সি আর পি এফ সহ বিভিন্ন চাকরির থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আজকের এই পথ সভা বা মিছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নংঃ ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৯৫-২০২৩-২৪-আর। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বিভিন্ন রেলওয়ে কলোনিতে ইউজি কেবল্ দ্বারা ওএইচ লাইন প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৯,৭১,৭৪০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১,৩৯,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রমিক নং ঃ ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১২৩-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** রানাঘাট -আরআরআই কেবিন রিলে রুমে এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন প্যাকেজ ইউনিটের, প্রতিটির ক্ষমতা ১১.০ টিআর (১৩.৭৫ এইচপি আনুঃ) (মোট ক্ষমতা = ১৩.৭৫ × ২টি = ২৭.৫ এইচপি) (মেক - হিতাচি), সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৭১,৩৭৬.৮৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১৩,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রমিক নং ঃ ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১১২৪-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** নৈহাটী আরআরআই কেবিনে তিন (০৩) বছরের জন্য ইনভার্টার ডাক্টেড প্যাকেজ এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের, ক্ষমতা ১৬টিআর (মেক - ব্লু স্টার) সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৮,৭৬৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রমিক নং ঃ ৪। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১১২৫-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. এসই/ই/জি/ এসডিএইচ-II -এর অধিক্ষেত্রাধীনে ডিআরএম বিল্ডিং, কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং, বি.সি. রায়, বিল্ডিং নং-২১০ ইত্যাদিতে তিন (০৩) বছরের জন্য স্প্লিট টাইপ (১.০/১.৫/২টিআর), উইন্ডো টাইপ (১.৫/২.০টিআর), ক্যাসেট টাইপ (৩টিআর) এসি মেশিন, রেফ্রিজারেটর এবং ওয়াটার কুলারের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৯৯,৮৯২ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩৮,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **৫। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১২৬-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের এলএইচবি টাইপ রাজধানী, দুরন্ত এবং প্যান্ট্রি কার ও সেলুন আছে এমন অন্যান্য এলএইচবি ট্রেনের খারাপ বৈদ্যুতিক প্যান্ট্রি/সাব প্যান্ট্রির যন্ত্রাংশের বার্ষিক সামগ্রিক সংশোধনমূলক চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৭৬,৭৭৮ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৯৯,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (প্রত্যেকটির জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৫.০৭.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টায়। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টার পরে। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০২.০৮.২০২৪ তারিখ। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে।

(SDAH-134/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of Block Development Officer Salboni, Paschim Medinipur

E - TENDER NOTICE

NIT No- 1548/BDO/SALBONI/e NIT 2024-25 Dated- 29.07.2024

e-tender is invited by the B.D.O, Salboni Development Block for a Supply cum fittings work under SSM fund under Salboni Development Block For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in Bid Publishing date: 30.07.2024, Bid Closing date: 14.08.2024, Bid Opening date: 16.08.2024.

Sd/- Block Development Officer, Salboni Development Block

Office of the Bishnupur Gram Panchayat

Bishnupur ::: Sabang ::: Paschim Medinipur

Notice Inviting e-Tender No- WB/PMZP/SBG/BGP/NIET-01/2024-25

The Pradhan, Bishnupur Gram Panchayat invites tender for the 15th nos. Different work under gram Panchayat area. Intending bidders may access detailed information and respond from e procurement portal of government of west bengal at **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **25.07.2024 at 18.30 p.m. to 05.08.2024 at 16.00Hrs.**

Sd/- Pradhan
Bishnupur Gram Panchayat

Office of the Bagnan I Gram Panchayat Bagnan,Howrah

Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 15 nos. of work vide Memo No.- Bag-1/149/24-25 Dated- 29/07/2024 NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-08/23-24, Date of Application: from 30.07.24. 11 AM to 07.08.2024. 11 A.M, Date of Submission of Bid: 30.07.24.11 AM to 07.08.2024. 11 A.M, Date of Opening of Bid (Technical):-09.08.2024, at 11AM. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-
Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

Office of the councilor Dhuliyan Municipality

P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E-Tender

Ref: 1.DHLYN/Amrut2.0/60/23-24(2nd Call)

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.

Last date of Bid submission: **17.08.2024 at 14.00 PM**. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- 05/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 12)
- No. of Work:- 12 (Twelve) nos.
- Last Date of Application:- 08.08.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 13.08.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 16.08.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 16.08.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আপনাদের জানানো যাইতেছে যে মহামান্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, ডায়মন্ড হারবার, মহকুমা আদেশ অনুসারে আগামী ইংরেজি ০২.০৮.২০২৪ শুক্রবার দুপুর ১১:০০ টার সময় রায়দিঘি থানাতে নিম্নলিখিত দাবিদার হীন মালামাল গুলি নিলাম করা হবে। উক্ত নিলামে যারা যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, ঐদিন আপনারা রায়দিঘী থানায় উপস্থিত হইয়া উক্ত নিলামে অংশগ্রহন করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
রায়দিঘী থানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

Sl. No.	PR No.	DETAILS OF UNCLAIMED PROPERTY	REFARENCE
1.	PR No. 58/12	One Motor bike (TVS) Apache Chassis No. MD634NT62B2ND-4013, En. No. AE6NB2002467	GDE No. 1519 Dated 27.09.2012
2.	PR No. 14/13	One Bajaj Pulsar motor bike Bearing No. WB-20Q-6502, En. No. DHQBNE67123, Ch No. MD2PHDHZZNCE30205	GDE No. 627 Dated 12.04.2013
3.	PR No. 23/13	One Freedom Motor Bike bearing No. MP-08-8366, Ch. No. CTOK238146, En. No. E550K-247859	GDE No. 442 Dated 08.06.2013
4.	PR No. 24/13	One TATA Magic 04 wheeler, bearing No. WB-19E-8886, En. No. 275ID107HYYSF6431, Ch. No.MAT445113BVJ76853	GDE No. 534 Dated 10.06.2013
5.	PR No. 51/13	One Paddle Van	GDE No. 611 Dated 10.12.2013
6.	PR No. 95/15	One Max Minivan (white color) WB-26R-8258	GDE No. 457 Dated 09.11.2015
7.	PR No. 56/18	One Motor Bike, WB-20L-0935	GDE No. 1792 Dated 30.07.2018
8.	PR No. 84A/18	One Motor Bike, WB-20J-8971	GDE No. 465 Dated 12.10.2018
9.	PR No. 22/22	১) ব্রোঞ্জের উপর সকেট বাউটি এক জোড়া-২৫.০৮ গ্রাম মতো ২) লাল পলার উপর সোনার পাত এক জোড়া-১৮.৯০ গ্রাম মতো ৩) তামার পাতের উপর সোনার পাত বসানো এক জোড়া-৩২.৭২ গ্রাম মতো ৪) সোনার কানের রিং-২.৮৯০ গ্রাম মতো ৫) ব্রোঞ্জের উপর সোনার মতো চুড়ি এক জোড়া-১৭.৮৮ গ্রাম মতো ৬) খুচরো রুপো-২২৪ গ্রাম মতো ৭) তিনটে লাল পলা রুপোর পাত বসানো-১৬.৬৩ গ্রাম মতো	GDE No. 46 Dated 01.03.2022

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
16/GPW/WBFDC/2024-25	Supply of Parts for repairing & maintenance of Lawn Mower & Brush Cutter at MTPS/DVC under Mejia URF Range	30.07.2024	06.08.2024
17/GPW/WBFDC/2024-25	Supply of 4 stroke petrol engine brush cutter at MTPS/DVC under Mejia URF Range		
18/GPW/WBFDC/2024-25	Supply of Castrol GO 2T & SERVO SUPER 20W-40MG for Lawn Mower & Brush Cutter at MTPS/DVC under Mejia URF Range		
19/GPW/WBFDC/2024-25	Hiring Charge of Vehicle for Cleaning & removal of dried bushes and greases & Trimmed Produces at MTPS/DVC under Mejia URF Range		
20/GPW/WBFDC/2024-25	Supply of Garden Pipe at MTPS/DVC under Mejia URF Range		

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৩২-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫-এর প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার, তারিখ ২৬.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/অবস্থান ঃ** ''মধুপুরে নব অনুমোদিত ১৪০টি বিডি ক্রেন সম্পর্কিত পরিকাঠামো ও সুবিধার সংশ্লিষ্ট এস অ্যান্ড টি কাজ।'' **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,০৭,৫৮৪.৪২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫২,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। টেন্ডারদাতার/ বিডারের অবশ্যই ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতারা/বিডাররা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন।

(ASN-129/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Mandaran Gram Panchayat

(under Goghat-II Panchayat Samity)
Vill-Mandaran, PO-Sinrapur, Dist-Hoogly, Pin-712614
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 2/MGP/XVFC /2024 (4 nos CC ROAD), NIT No.: 3/MGP/XVFC /2024 (2 nos CC DRAIN) & NIT No.: 4/MGP/5th SFC /2024 (1 no CC ROAD) Dated 27.07.2024. Bid Submission Start Date (Online) 27.07.2024(16.00 hrs), Closing Date (Online): 03.08.2024 (16.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 05.08.2023 (14.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/- Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

e-Tender Notice

The Pradhan, Naoda Panur, Gram Panchayet invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafide outsiders for NIeT No. 01/24-25(United) , 02/24-25 (Tied) , 03/ 23-24 dated 20.07.2024 Date of publication of e-NIT: 29/07/2024 at 18.00 hrs , Last date of submission of bid (online): 01/08/2024. At 18.00 hrs For more details, please contact with the office of the undersigned or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Naodapanur Gram panchayet

TENDER NOTICE

Prodhan, Ramnagar Gram Panchayet under Aushgram –II Dev Block, Dist-Purba Bardhaman invites e-tenders vide Memo No. 183/RGP/24-25, 184/RGP/24-25 & 185/RGP/24-25 implementation to 15th SFC Fund as per given NIT 05/RGP/24-25, 06/RGP/24-25 & 08/RGP/24-25 respectively.

Date Of Online Apply Online From 30/07/2024. For Details Visit website: http://wbtenders.gov.in

Sd/- PRODHAN
RAMNAGAR GRAM PANCHAYET

Panchra Gram Panchayat Panchra, Purba Bardhaman

Tender Reference/ e-NIT No.:- 205/PGP, Dt. 27/07/2024,(1) , 206/PGP, Dt. 27/07/2024,(1) & 207/PGP, Dt. 27/07/2024,(1) of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on 03/08/2024 upto 11.30 AM. For further details visit the website https://wbtenders.gov.in/

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া -৭১১১০১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ /১৩ ফ্যাক্স - ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি-এর শরৎ সদনে ৬ (ছয়) নম্বর কাজের জন্য টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ২৬. ০৭. ২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০পিএম.থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ১৪.০৮.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০পিএম।
অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in

১৫(৩) /২৪-২৫
২৯.০৭.২০২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Quotation No.- WBMAD/UM/139/e-Tender/2024-25, Dated: 29.07.2024

(Supply of Liquid Chlorine Conforming to IS 646 : 1986 for Uluberia Municipality Water Treatment Plant). Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the KANTABARI GRAM PANCHAYAT

Purusottampur, Agarda
Onda, Bankura
E-mail ID:- wbregs.kantabari@gmail.com

Kantabari Gram Panchayat has invited One (01) No of NIeT on 29/07/ 2024 Vide NIeT No: 05/2024-25, Vide Memo No 280/15THSFC KGP Dated 28/07/2024 Scheduled to be open on 09/08/2024 (at 12.00 PM) and last date of Submission is on 06/08/2024 (Up to 06.00 PM) for more details please visit on:- https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ info@tspiritualworld.com ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	০.১৮০	০.১৮০	০.১৮০	০.৭২০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৯.২৯৯)	(৩.৬৭৮)	(৮.৯৫৬)	(১৯.৩৬৬)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(৯.২৯৯)	(৩.৬৭৮)	(৮.৯৫৬)	(১৯.৩৬৬)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৯.২৯৯)	(৩.৬৭৮)	(৮.৯৫৬)	(১৯.৩৬৬)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৯.২৯৯)	(৩.৬৭৮)	(৮.৯৫৬)	(১৯.৩৬৬)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(১৮৪৬.৭৩২)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০৪৬)	(০.০১৮)	(০.০৪৫)	(০.০৯৭)

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন- www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.tspiritualworld.com।
২) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
নেত্র বাহাদুর রানাওয়াত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN No.:06716666

তারিখঃ ২৯ জুলাই, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275
নিবন্ধিত অফিসঃ ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২,৪০৬৬ ১৫৯০ / ৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইট ঃ www.dianatea.in

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ (নীচের নোট পড়ুন)	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত	৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২০২৪ অনিরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১,৪৭৫.৩৭	৬৯০.৩০	১,৬৯৫.১২	৭,৩০৫.১৫
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১১০.৯৯)	(৭৯১.৮১)	২২৭.৬৮	৫৪.৯২
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(১১০.৯৯)	(৭৯১.৮১)	২২৭.৬৮	৫৪.৯২
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১১০.৯৯)	(৮২২.৭৭)	২২৭.৬৮	২৩.৯৬
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৬৬.৭২)	(৮৩১.৪৮)	২৬২.২৪	১২৩.৩০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা প্রতি)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	সংরক্ষণ রিভালুয়েশন সংরক্ষিত ব্যতীত অনুযায়ী আগের হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীট				
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ৫ /- টাকা) মূল	(০.৭৪)	(৫.৪৯)	১.৫২	০.১৬
	মিশ্র	(০.৭৪)	(৫.৪৯)	১.৫২	০.১৬

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ অডিটস দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার অধীন হয়েছে।
২. কোম্পানির নিজস্ব চা এস্টেট থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির দ্বারা ব্যবহৃত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায় যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত। মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মূল্য হতে পারে না। নিশ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত উৎপাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
৩. কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে চা উৎপাদন ও উৎপাদনের ব্যবসায় নিযুক্ত এবং সে অনুযায়ী সেগমেন্ট রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করার জন্য Ind AS ১০৮ অনুযায়ী আলাদা রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই।
৪. কোম্পানিটি চা চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত, যা প্রকৃতিতে ঋতুভিত্তিক এবং কর্মক্ষমতা আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং ফসলের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং এইভাবে পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে প্রতিনিধি হিসাবে বোঝানো উচিত নয় ৩১ মার্চ ২০২৫ সমাপ্ত বছরের জন্য সম্ভাব্য ফলাফল। তাই করের বিধান (বর্তমান এবং স্থগিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে গণনা করা হয়।
৫. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য পূর্ববর্তী বছর / সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস/ পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৬. ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট 'www.dianatea.in' এবং BSE লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে 'www.bseindia.com'-এ পাওয়া যাবে।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
স্বা / -সন্দীপ সিংহানিয়া
পরিচালন অধিকর্তা
DIN: 00343837

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৭.২০২৪

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওন্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০; ই-মেলঃ cs@skpsecurities.com; ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩০শে জুন ২০২৪ ত্রৈমাসিক সমাপ্ত এবং বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৯৮৬.৮১	৫৭৮.৮২	৩,০৮৭.৯৯
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	৪০৮.৫২	১১৩.৭৯	১,১৫৪.৬৯
৩.	ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	৩২০.৬৫	৮৫.২২	৮৬৪.৫৫
৪.	অন্যান্য ব্যাপক আয়	১.৫৯	(১.০৩)	১৩.৫৫
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাফা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	৩২২.২৪	৮৪.১৯	৮৭৮.১০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (অভিহিত মূল্য টাকা ১০/-)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭.	আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	৩,৫০২.৭০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা ১০/- প্রতিটি)			
	১. মৌলিক (টাকা)	৪.৭১	১.২৫	১২.৭০
	২. মিশ্রিত (টাকা)	৪.৭১	১.২৫	১২.৭০

বিঃদ্রঃ উপরে এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skpsecurities.com)।

বোর্ডের পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা/- নরেশ পাচিশলা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০২৩৩৭৬৮

স্বাক্ষরের স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯শে জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত সম্পদ । ব্রোকিং । ডিস্ট্রিবিউশন । প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং

এনএসই এবং বিএসইঃ আইএনজেড০০০১৯৯৩৩৫ । এনএসডিএল এবং সিডিএসএলঃ আইএন-ডিপি-১৫৫-২০১৫ । আরএঃ আইএনএইচ০০০০০২৯০২ । পিএমএসঃ আইএনপি০০০০০৬৫০৯ । এমবিঃ আইএনএম০০০০১২৬৭০ । এএমএফআইঃ এআরএন০০০৬

বিজ্ঞান - পরিবেশ

চাঁদে লুকানো এক মহাসাগর

দূরের গ্রহ ইউরেনাসের চতুর্থ বৃহত্তম চাঁদের নাম এরিয়েল। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এরিয়েল সম্পর্কে নতুন তথ্যের খোঁজ দিয়েছে। জেমস ওয়েবের তথ্য বিশ্লেষণে জানা যাচ্ছে, ইউরেনাস গ্রহের একটি চাঁদে লুকানো এক মহাসাগর থাকতে পারে। সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ কিছু লক্ষণ ইউরেনাসের চাঁদে খুঁজে পেয়েছে জেমস ওয়েব। ইউরেনাসের চাঁদ এরিয়েলে তরল জল থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের ছবি ও তথ্য ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইউরেনাসের চাঁদ এরিয়েলে সমুদ্রে লুকিয়ে থাকতে পারে বলে দাবি করছেন। এমনিতেই মনে করা হয় এরিয়েলের পৃষ্ঠে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড বরফ রয়েছে। ইউরেনাস ও তার চাঁদ এরিয়েলের দূরত্ব সূর্য থেকে অনেক দূরে। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য থেকে ২০ গুণ বেশি দূরে অবস্থিত ইউরেনাস ও এরিয়েল। দূরত্বের কারণে সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়ে মহাকাশে হারিয়ে যায়। জেমস ওয়েবের তথ্যের কারণে এরিয়েলের পৃষ্ঠে ভিন্ন কিছু আছে বলে মনে করছেন জ্যোতির্বিদেরা। আগে মনে করা হতো, ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডল ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে আটকে থাকা চার্জযুক্ত কণার কারণে অণু ভেঙে যায় আর তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয়। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্সে ইউরেনাসের চাঁদের বর্ণালি নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন তথ্য বলছে, এরিয়েলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস বাইরে থেকে নয় বরং অভ্যন্তরীণ অংশ থেকে আসতে পারে। সম্ভবত চাপা পড়ে থাকা কোনো মহাসাগর থেকে আসছে।

থেকে আসা আলোর বর্ণালি সংগ্রহ করে এমন তথ্য জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বর্ণালি বিশ্লেষণে জানা যাচ্ছে, সৌরজগতে সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে সেখানে।

এরিয়েলের যে অংশ ইউরেনাসের দিকে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে, সেখানে ১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বরফ আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এরিয়েলে কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতিও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস অ্যাপ্লাইড ফিজিকস ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী রিচার্ড কার্টরাইট বলেন, কার্বন মনোক্সাইডের সেখানে থাকার কথা নয়। কার্বন মনোক্সাইডের স্থিতিশীল হওয়ার আগে মাইনাস ৪০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা থাকতে হবে।

এরিয়েলের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের (১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) চেয়ে বেশি। এরিয়েলের পৃষ্ঠের বেশির ভাগ কার্বন-অক্সিজেন যৌগ বরফের নিচে আটকে থাকা তরল মহাসাগর থেকে তৈরি হচ্ছে। বর্ণালি বিশ্লেষণে কার্বনাইট খনিজ পদার্থের উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রায় চার দশক আগে সর্বশেষ ভয়েজার-২ থেকে ইউরেনাস ও তার চাঁদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাসার অ্যাপ্লাইড ফিজিকস ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী ইয়ান কোহেন বলেন, সৌরজগৎ কীভাবে তৈরি হয়েছিল, তা জানতে ইউরেনাসের চাঁদের মহাসাগরের উপস্থিতি নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ইউরেনাস সম্পর্কে জানতে ভবিষ্যতের মহাকাশ মিশনের জন্য অপেক্ষায় আছি আমরা।

মঙ্গল গ্রহে দাগযুক্ত শিলার সন্ধান পেয়েছে নাসার পারসিভারেন্স রোভার

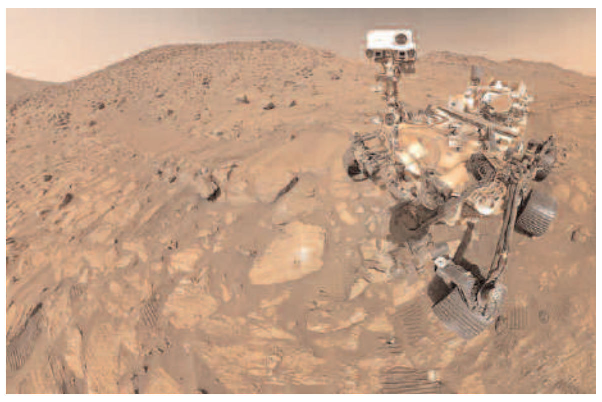

২১ জুলাই মঙ্গল গ্রহে ৬ বর্গফুটের একটি দাগযুক্ত শিলার সন্ধান পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পারসিভারেন্স রোভার। তীরের মাথা আকৃতির এই শিলার নাম দেওয়া হয়েছে ‘চেয়াভা ফলস’। সন্ধান পাওয়ার পর শিলাটির বৈশিষ্ট্য প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে নাসার পারসিভারেন্স রোভার জানিয়েছে, কোটি কোটি বছর আগে এই শিলায় ক্ষুদ্র জীবাণু ছিল। আর তাই শিলাটির মাধ্যমে শত কোটি বছর আগের জীবাণুর জীবাশ্মর তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান করছেন বিজ্ঞানীরা।ধারণা করা হচ্ছে, বহু বছর আগে মঙ্গল গ্রহ একটি উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রহ ছিল। যদি কখনো সেখানে জীবন বিকশিত হয়, তবে তার চিহ্ন পাথরের মধ্যে থাকবে। আর তাই জৈব উপাদান ও জীবাশ্মের উপস্থিতি মঙ্গল গ্রহের বিভিন্ন শিলায় পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে নাসার পারসিভারেন্স রোভার শিলার তথ্য বিশ্লেষণ করে জৈব যৌগের খোঁজ পেয়েছে। এই ধরনের কার্বনভিত্তিক অণুকে জীবনের মূলসূত্র বলে বিবেচনা করা হয়। শিলাটিতে ক্যালসিয়াম ফসফেট পাওয়ার পাশাপাশি লালচে উপাদানের চিহ্ন রয়েছে, যা হেমাটাইট হতে পারে। হেমাটাইট আয়রন অক্সাইড যৌগের মধ্যে একটি যার কারণে মঙ্গল গ্রহকে দূর থেকে কিছুটা লাল রঙের দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট ডেভিড ফ্ল্যানারি বলেন, শিলাতে থাকা দাগটি বেশ আশ্চর্যজনক। পৃথিবীতে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের শিলায় প্রায়ই জীবাণুর জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের নমুনা দ্রুত পৃথিবীতে আনার জন্য মরিয়া হয়ে আছেন। যদিও মঙ্গল গ্রহ থেকে শিলা পৃথিবীতে আনা বেশ কঠিন। নাসার হিসেবে ২০৪০ সালের আগে এই শিলা পৃথিবীতে আনার কোনো সুযোগ নেই। পৃথিবীতে নমুনা না আনতে পারলে শিলার বিস্তারিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ও আইসোটোপ বিশ্লেষণ করা যাবে না। সত্যিকার অর্থে শিলা পৃথিবীতে আনার পরই জানা যাবে আসলে মঙ্গল গ্রহে প্রাচীন জীবাণু ছিল কী না। মঙ্গল গ্রহে দাগযুক্ত শিলার সন্ধান পাওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী কেন ফার্লি বলেন, এই শিলা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর, জটিল ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমবারের মতো আমরা জৈব পদার্থ শনাক্ত করছি। স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে সেখানে। যদিও আমরা জানি না ঠিক কীভাবে এই শিলা গঠিত হয়েছিল।

স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে উদ্দীপনা

নববারাকপুর, ২৯ জুলাইঃ নববারাকপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তপন দাস স্মরণে রবিবার স্থানীয় নববোধন সেবা ও সাংস্কৃতিক সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল একদিনের দিন রাতের মিনিবারে ১৬ দলের নকআউট পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা। এদিন সকালে শুরুতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তোলেন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি তনয় দাস। এরপর প্রয়াত তপন দাসের প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি সুমন দে, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক জয়দীপ দাস, খড়দহ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান বরুণ নট্ট, সহ পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন ও ছাত্র যুব নেতৃত্বরা ।খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিতি পর্ব সেরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

ইসলামাবাদ, ২৯ জুলাইঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। আগামী ৫ আগস্ট তাঁর জেলবন্দী দিনে রাজপথে এ কর্মসূচি পালন করা হবে। রবিবার রাজধানী ইসলামাবাদে পিটিআইয়ের নেতা আসাদ কায়সার এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিক্ষোভের ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব ওমর আইয়ুব খান ও অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ইমরান খান এক বছর ধরে কারাগারে রয়েছেন। ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট তাঁকে লাহোর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় উপঢৌকন বিক্রির অপরাধে (তোশাখানা মামলা) তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর আগে ২০২২ সালের ৯ এপ্রিল পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রীর পদ হারিয়েছিলেন তিনি। পিটিআই সরকারের সময় দেশটির জাতীয় পরিষদের স্পিকারের দায়িত্বে ছিলেন আসাদ কায়সার। তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বর্তমানে পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীরা নির্বিচার নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। দলের আইনপ্রণেতা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় কর্মীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট আনুপাতিক হারে পিটিআইয়ের জন্য নারী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্দের আদেশ দেন। ওই আদেশে পিটিআইকে সংরক্ষিত আসনের জন্য তাঁদের প্রার্থীদের নামের তালিকা ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে বলা হয়েছে। আর নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকা সাত দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে বলা হয়। তবে ওই আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)।

নিরাপদ ট্রেন যাত্রা নিশ্চিত করতে ট্র্যাক সুরক্ষার কাজকে অগ্রাধিকার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৯ জুলাইঃ রেলওয়ে ট্র্যাকের সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে এবং রেল যাত্রীদের আরও বেশি সুরক্ষিত ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা ধার্য করা ট্র্যাক সুরক্ষা সম্পর্কিত একাধিক লক্ষ্য অতিক্রম করে মাইলস্টোন অর্জন করেছে। ২০২৪-এর জুন মাসে ২৬.৩৮ কিলোমিটার সম্পূর্ণ ট্র্যাক নবীকরণ করা হয়েছে, যার ফলে ২০২৪- এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৬৯.৬৫ কিলোমিটার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৯.৭৭ শতাংশ অধিক। মাসটিতে ২৩.৬৯ টিকেএম (ট্র্যাক কিলোমিটার)- এর থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল দ্বারা ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৭১.৭৫ টিকেএম-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩৫.৬৩ শতাংশ অধিক। সংশ্লিষ্ট মাসে ২৩টি সমতুল্য সেটের থ্রু টার্নআউট রিনিউয়াল সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৪৮.৫০ সমতুল্য সেট পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঘটেছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১৭.৯৮ শতাংশ অধিক। জুন, ২০২৪ মাসে ১৭টি থিক ওয়েব সুইচ (টিডব্লিউএস) স্থাপন করে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৪৯-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩৫০ শতাংশ অধিক। এছাড়াও, মাসটিতে ২৮.৩৪ টিকেএম ডিপ স্ক্রিনিং (প্লেন ট্র্যাক) সম্পন্ন করে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ১৪৫.৪১ টিকেএম-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫৬ শতাংশ অধিক। এছাড়াও, ইউএসএফডি (আল্ট্রা সোনিক ফ্ল ডিটেকশন) মেশিন দিয়ে জুন, ২০২৪-এ ১১৩২.২০ কিলোমিটার ট্র্যাক পরীক্ষা করে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৫২২১.৬০ কিলোমিটার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লাভ করা হয়েছে।

ইউএসএফডি প্রযুক্তির দ্বারা ফাটলের মতো ত্রুটি শনাক্ত করা হয় এবং সুরক্ষার জন্য ত্রুটিযুক্ত রেল সময় মতো সরিয়ে ফেলা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ট্রেন যাত্রীদের উন্নতমানের স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপদ ও সুরক্ষিত ট্রেন যাত্রা প্রদানের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় রেলওয়ে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিয়মিতভাবে তার জোনের মধ্যে একাধিক ট্র্যাক নবীকরণের কাজ গ্রহণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পুরোনো, জরাজীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত স্লিপারের প্রতিস্থাপন এবং ট্র্যাকের ব্যালাস্টিং সহ ডিপ স্ক্রিনিং।

বৈদ্যুতিক স্যুটকেস, লাগবে ড্রাইভিং লাইসেন্সে

টোকিও, ২৯ জুলাইঃ বৈদ্যুতিক স্যুটকেসও এখন অনেকেই চলাচলের কাজে ব্যবহার শুরু করেছেন। এতে যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়া যায়, আবার এতে চড়ে কিছুটা দূরত্ব সহজেই পার হওয়া যায়। জাপানে এ ধরনের বৈদ্যুতিক স্যুটকেসের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে জাপানি কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান নিয়েছে। জাপানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ভ্রমণকারীদের সতর্ক করে জানিয়েছে, তাদের বিমানবন্দরের মধ্যে এ ধরনের মোটরচালিত স্যুটকেসে চড়ে ঘোরা যাবে না। জাপানের সংবাদ সংস্থা কিয়োডো এ তথ্য দিয়েছে। জাপানের পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় স্যুটকেস বিক্রেতাদের নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন এ ধরনের স্যুটকেস বিক্রির আগে ক্রেতাদের জাপানের কঠোর আইন বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। এগুলো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে চলে। কিয়োডোর তথ্য অনুযায়ী, জাপান সম্প্রতি এই বৈদ্যুতিক স্যুটকেসকে মোটরচালিত গাড়ির শ্রেণিভুক্ত করেছে। এগুলো তাই সেখানকার রাস্তায় চালাতে হলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সঙ্গে রাখতে হবে।

Name Change
I, Shaikh Mansur (old name) S/O Yusuf Nannemiya Shaikh, residing at 11/1, Paddapukur East Lane, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mansur Yusuf Shaikh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Mansur Yusuf Shaikh (new name) and Shaikh Mansur (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Haji Md Ishaque Khichi S/o. Md Ali Khichi R/o. 396/2, G.T. Road North P.O. + P.S.- Golabari, Dist.- Howrah, Pin-711106 shall henceforth be known as Md Ishaque Khichi. I declare that Md Ishaque Khichi and Haji Md Ishaque Khichi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-07-2024.

Name Change
I, Hajan Md Hasmat Khichi W/o. Md Ishaque Khichi R/o. 396/2, G.T. Road North P.O. + P.S.- Golabari, Dist.- Howrah, Pin-711106 shall henceforth be known as Hasmat Begum. I declare that Hasmat Begum and Hajan Md Hasmat Khichi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-07-2024.

Name Change
I, Shayeed Begum (old name) W/O Sheik Jalil, residing at 7/E/H/9/1, Moulana Md Ali Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sayeeda Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Sayeeda Begum (new name) and Shayeed Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, PROSENJIT CHAKRABORTY S/O BENOY CHAKRABORTY residing at 265/13D, Gopallal Thakur Road, 9 Baranagar, North 24 Parganas, Pin-700036 W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name PROSENJIT CHAKRABORTY(DOB-22/01/1953) instead of P. CHAKRABORTY & my father's actual name BENOY CHAKRABORTY instead of B.P. CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before the Ld. Juridical Magistrate 1st Class, Alipore at South 24 Pargana on 26/07/2024. PROSENJIT CHAKRABORTY S/O BENOY CHAKRABORTY and P. CHAKRABORTY S/o B.P. CHAKRABPRTY both are same and one identical person.

Name Change
I GOBINDRA CHANDRA KUNDU,S/O LATE GOPAL KUNDU,R/O VILL & P.O-ASANNAGAR PS-BHIMPUR,NADIAPIN-741161, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOBINDA KUNDU,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT GOBINDRA CHANDRA KUNDU AND GOBINDA KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Zarina Begum (old name) W/O Md Hasim, residing at 55/B, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road S.O, Kolkata-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Zarina Khatoon (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Zarina Khatoon (new name) and Zarina Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, ALAM SEIKH S/O HADISH SEIKH residing at Chakdah, Chakdah, Nadia, Pin-741222 W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ALAM SEIKH(DOB-06/01/1966) instead of MD ALAM and my father's actual name HADISH SEIKH instead of MD. RAIS, vide an affidavit sworn before the Ld. Juridical Magistrate 1st Class, Alipore at South 24 Pargana on 26/07/2024. ALAM SEIKH S/O HADISH SEIKH and MD ALAM S/o MD. RAIS both are same and one identical person.

Name Change
I RANJAN KUMAR SAH, S/O HAZARI SHAW, R/O 110/5/1,T C I ROAD JAGADDAL BHATPARA,SHRIRAMPURNORTH 24 PARGANAS-743126, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJAN KUMAR SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT RANJAN KUMAR SAH AND RANJAN KUMAR SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Rita Karmokar (old name) W/O Ashis Kumar Karmakar, residing at 47/A, Debinibash Road, P.O.- Motijheel, P.S.- Nager Bazar, Dist.- North 24 Pgs, Pin-700074, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rita Karmakar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Rita Karmakar (new name) and Rita Karmokar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, KAJAL KUMAR DAS S/O ARUN DAS residing at 26, N.S. ROAD, RAJPUR-SONARPUR(M), Dist.-SOUTH 24 PGS, PIN-700149 W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name KAJAL KUMAR DAS(DOB-1/1/1968) instead of KAJAL DAS, vide an affidavit sworn before the Ld. Juridical Magistrate 1st Class, Alipore at Kolkata on 28/07/2024. KAJAL KUMAR DAS and KAJAL DAS both are same and one identical person.

Name Change
I HAJARI SAH, S/O RAMNANDAN SHAW,R/O 110/5/1,T I C ROAD JAGADDAL BHATPARA SHRIRAMPURNORTH 24 PARGANAS-743126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAZARI SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT HAJARI SAH AND HAZARI SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Puja Agarwal (পুরাতন নাম) স্বামী Ayush Ritolia ঠিকানা 245, J Block, New Alipore, Diamond Harbour Road, P.S.- New Alipore, Kolkata-700053 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 29-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Puja Agarwal Ritolia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Puja Agarwal Ritolia (নতুন নাম) ও Puja Agarwal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Ashis Kumar Karmokar (old name) S/O Niranjan Karmakar, residing at 47/A, Debinibash Road, P.O.- Motijheel, P.S.- Nager Bazar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700074, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashis Kumar Karmakar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Ashis Kumar Karmakar (new name) and Ashis Kumar Karmokar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Previously Called SARITA BAJAJ(old name) W/o, Bajrang Lal Bajaj R/o,Rare Earth, BL-5,18th Floor, Flat -18B, 93,Moulana Abul Kalam Azad Sarani,P.O.Kankurgachi P.S. Phool Bagan, Kolkata -700054.Have changed my name as SARITA DEVI BAJAJ(new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-29/07/2024.Therefore SARITA BAJAJ and SARITA DEVI BAJAJ are same and one identical persons not two different ones.

Name Change
I DEBABRATA MUKHOPADHYAY, S/O ACHINTYA NARAYAN MUKHERJEE, R/O 79/1, FAKIR PATHAK LANE, PO & PS BALLY, HOWRAH - 711201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT DEBABRATA MUKHOPADHYAY AND DEBABRATA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Arun Ritolia (পুরাতন নাম) পিতা Arjun Lal Ritolia ঠিকানা 245, J Block, New Alipore, Diamond Harbour Road, P.S.- New Alipore, Kolkata-700053 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 29-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arun Kumar Ritolia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arun Kumar Ritolia (নতুন নাম) ও Arun Ritolia (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Suhrita Das & Suhrita Chakraborty (old name) W/O Anish Das, residing at B-11/235, Kalyani, P.O. & P.S.- Kalyani, , Dist. Nadia, Pin- 741235, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Suhrita Chakrabarty Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Suhrita Chakrabarty Das (new name) and Suhrita Das & Suhrita Chakraborty (old name) all are same identical person.

Name Change
I, MD.AKIB KHAN S/o,Sajjad Khan R/o,36/1E/1C,Topsia Road,P.S.Tiljala, Kolkata -700039.Declare that my father actual and correct name is SAJJAD KHAN,and he is also known as MD.SAJJAD KHAN.Therefore SAJJAD KHAN and MD.SAJJAD KHAN are one and same identical persons That MD.SAJJAD KHAN and SAJJAD KHAN are both the names of my father,who is one and single person.By the court of LD.JUDICLAL MAGISTRATE 1ST class at Alipore 24 parganas (South)on-10/06/2024.

Name Change
I SAIRA KHATOON, D/O SK ALAUDDIN, R/O 13/H/1, ELLIOT LANE, PS PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIRA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE METROPOLITAN MAGISTRATE 1ST CLASS AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT SAIRA BEGUM AND SAIRA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Rakhiya Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Kamal Mondal ঠিকানা Uttar Matiari Daspara, Hanskhali, Nadia, W.B-741503, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 29-07-2024 এর Dated 29-07-2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rakhiya Bibi Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rakhiya Bibi Mondal (নতুন নাম) ও Rakhiya Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Mohammad Sayan Uddin (old name) S/O Md Sahabuddin, residing at Vill- Chowgharia, P.O.- Rohanda, P.S.- Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sayan Uddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Md Sayan Uddin (new name) and Mohammad Sayan Uddin (old name) both are same identical person.

Name Change
I Govind kumar sonkar, S/o Kishan Kumar sonkar,R/o-18, Mukhram kanoria road, howrah, Pin-711101,Declare that name of my father has been wrongly written as KRISHAN SONKAR my birth certificate (bearing no. 024637), class10th mark sheet (bearing Roll no.220084122160),class 12th mark sheet (bearing roll no.220012133508). The actual name of my father is KISHAN KUMAR SONKAR should be consider for all purpose. with vide affidavit from 1st class judicial magistrate, Howrah court dated 23rd July 2024.

Name Change
I, MOHD ANSAR ALI MOLLA (OLD NAME), SON OF ALTAF ALI MOLLA, RESIDING AT 1,MAGURA UTTAR,PO-BATANAGAR,MAHESHTALA, SOUTH24PARGANAS - 700141,WEST BENGAL.SHSLL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANSAR ALI MOLLA(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024.THAT MOHD ANSAR ALI MOLLA AND ANSAR ALI MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MH AH JABBAR ALI, S/O JIYARALI, R/O NEAR JAYPUR BOTTOLA,JAYPUR,PO NOAPARA, PS DUTTA PUKUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL JABBAR,, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT MH AH JABBAR ALI AND ABDUL JABBAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammad Sahabuddin (old name) S/O Asraf Ali Mohammad, residing at Vill- Chowgharia, P.O.- Rohanda, P.S.- Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sahabuddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Md Sahabuddin (new name) and Mohammad Sahabuddin (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sukla Sarkar (old name) W/O Mrinal Sarkar, residing at Sumangal Height, Block-III, Flat No-A, AC-136, 137, 94A, Prafullakanan (East), P.S.- Baguiati, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sukla Bose Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/07/2024. Sukla Bose Sarkar (new name) and Sukla Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change
I MOHAMMAD USMAN, S/O LATE MOHAMMAD HUSSAIN, R/O 20 MADAN MOHAN BURMAN STREET , PO BARABAZAR, KOLKATA-700006, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD USMAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT MOHAMMAD USMAN AND MD USMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MH ABDUL HASEM ALI, S/O ABDUL JABBAR, R/O VILL JAYPUR, PO NOAPARA, PS DUTTA PUKUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABDUL HASEM ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT MD ABDUL HASEM ALI AND MH ABDUL HASEM ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Rehena Parvin Bibi (old name) D/O Innat Ali Mallick, residing at Vill-Chowgharia, P.O.- Rohanda, P.S.-Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rehena Parvin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Rehena Parvin (new name) and Rehena Parvin Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Arti Shaw (old name) D/O Debanand Shaw, residing at 31/6, Vidyasagar Park, 7th Lane, Bansdroni, Kolkata- 700070, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arati Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/07/2024. Arati Mondal (new name) and Arti Shaw (old name) both are same identical person.

Name Change
I SAHABUDDIN, S/O ASRAF SEIKH, R/O VILL PONKAMRA, PO MAKHNA, PS FALTA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEIKH SAHABADDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT SAHABUDDIN AND SEIKH SAHABADDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Suhel Akhtar (old name) S/O Shahjahan Akhtar, residing at B-119/2, Dandipur Road, P.O.- Bansdroni, Kolkata- 700070, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Suheal Akhtar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Mohammad Suheal Akhtar (new name) and Md Suhel Akhtar (old name) both are same identical person.

Name Change
I AFROJA SHAIKH, D/O AZIZUL SHAIKH,R/O DAKSHINPUKHURIA, MAHATPUR, PO-TILAKPUR, PS-CHAPRA NADIA PIN-741164,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFROJA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT AFROJA SHAIKH AND AFROJA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Prafulla Chatterjee (old name) S/O Late Satya Ranjan Chatterjee, residing at 186/10, Banerjee Para Road, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743127, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prafulla Kumar Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/07/2024. Prafulla Kumar Chatterjee (new name) and Prafulla Chatterjee (old name) both are same identical person.

Name Change
I SARIFUL ISLAM & SEIKH SARIFUL ISLAM, S/O SHEIKH AZIZUL HAQUE,R/O 14/1B, BANSHI DUTTA ROAD, ENTALLY, KOLKATA-700014,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEIKH SARIFUL ISLAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT SARIFUL ISLAM & SEIKH SARIFUL ISLAM AND SHEIKH SARIFUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Vishal Kumar Gupta (old name) S/O Balram Prasad Gupta, residing at 42/2 Tinkari Nath Bose Lane. P.O.-Salkia, Howrah, Pin- 711106, P.S.-Golabari, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vishal Gupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Vishal Gupta (new name) and Vishal Kumar Gupta (old name) both are same identical person.

Name Change
I,RESHMA KHATOON, DAUGHTER OF SAKAWAT ALI SHEIKH,WIFE OF TOWFIQUE AMAMED, RESIDING AT Z-5/47/9, KANCHANTALA ROAD, BADARTALA,PS-NADIAL, KOLKATA -700044,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RESHMA KHATUN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024. THAT RESHMA KHATOON AND RESHMA KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Anil Agarwal (old name) S/O Nathu Lal Agarwal, residing at 20/7, Shib Krishna Daw Lane, P.S.- Phoolbagan, Kolkata- 700054, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anil Kumar Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/07/2024. Anil Kumar Agarwal (new name) and Anil Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change
I,MD AINULLAH ANSARI,S/O LATE KARIMUDDIN, RESIDING AT NEW LINE 52 MILL LINE , BANSBERIA , P.O. BANSBERIA ,DIST. HOOGHLY , PIN. 712502, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AINULLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024.THAT MD AINULLAH ANSARI AND AINULLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Anand Kumar Agarwal (old name) S/O Hari Prasad Agrawal, residing at AA-2/2, Mrinda Appt, Rajarhat Road, Taltala, Rajarhat Gopalpur (m), Bidhannagar, Pin- 700059, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anand Agrawal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 25/07/2024. Anand Agrawal (new name) and Anand Kumar Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change
I DEBAROTI BOSE, W/O ROHIT BHATTACHARJEE, R/O R.G.M-18,12/5, HATIARA ROAD, HELABATTALA, PO-HATIARA, KOLKATA-700157, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBARATI BOSE BHATTACHARJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT DEBAROTI BOSE AND DEBARATI BOSE BHATTACHARJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Fateh Yusuf (old name) S/O Erfan Ali, residing at 14/1B, Kabitirtha Sarani, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Fateh Yousuf Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/07/2024. Fateh Yousuf Ali (new name) and Fateh Yusuf (old name) all are same identical person.

Name Change
I Indrani Basak Ghosh W/O Sumit Ghosh R/O P-8,Sector-A,Canal South Road,Metropolitan Co-op Housing Society Ltd,Kolkata-700105 shall henceforth be known as Indrani Basak vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/07/2024.That Indrani Basak Ghosh and Indrani Basak all are the same and one identical person.

বন্ধুদের ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হল যুবকেরঃ গ্রেপ্তার ৩

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ বন্ধুদের সঙ্গে বচসায় ও মারধরে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম বামদেব রায় ওরফে পিন্টু (২৯)। পূর্ব বর্ধমানের বেলকাশ পঞ্চায়েতের নলা গ্রামের বাসিন্দা। অভিযোগ, মারধরের পাশাপাশি গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয়েছে বামদেব নামে ওই যুবকের। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বর্ধমান থানার পুলিশ নলা গ্রাম থেকে রাজেশ রায় (২১), প্রদীপ মাঝি (২৬) ও রাহুল দলুই (২৯) নামে তিন অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। মৃতের মামা অমর রায়ের অভিযোগ, রবিবার রাতে গ্রামের পুকুর ধারে বসে গল্প করছিলো তার ভাগ্না বামদেব ও তার বন্ধুরা। অভিযুক্তরা সবে মদ্যপানও করছিলো। হঠাৎ তার ভাগ্নার সাথে বাকি বন্ধুদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। ভাগ্না বামদেব কে মারধর করে রাজেশ রায় নামে অভিযুক্ত। তখন তিনি মধ্যস্থতা করে দু পক্ষকেই শান্ত করেন। তবে ওই সময়ই প্রকাশ্যে অন্যতম অভিযুক্ত রাজেশ রায় বামদেবকে কে দেখে নেবার হুমকি দেয়। অমরবাবু আধঘন্টা বামদেবকে কে নিজের কাছে আটকে রাখেন। এরপর বামদেব বাড়ি যেতে চাইলে তিনি কিছুটা দূর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু ওই দিন ভোরেই স্থানীয় মাঠে বামদেবের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পরে থাকতে দেখা যায়। অমরবাবুর অভিযোগ ঘটনার দিন ভোর প্রায় চারটে- সাড়ে চারটে নাগাদ তার প্রতিবেশীরা জানায় মাঠে তার ভাগ্না বামদেব পরে রয়েছে। তিনি গিয়ে দেখেন ভাগ্না রক্তাক্ত অবস্থায় পরে রয়েছে, গলায় ধারালো অস্ত্রের দাগ ও মাথায় চোট রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ধমান থানায় খবর দেন এবং পরে তিনি রাজেশ রায়, প্রদীপ মাঝি, রাহুল দলুই নামে তিন অভিযুক্তের নামে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

হাসপাতালের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, হাসপাতালে বিক্ষোভ রোগীর পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতিতে মৃত্যু হল এক রোগীর। এমনই অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার পর হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবারের লোকজন। হাসপাতালের এম এস ভি পির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শনিবার শ্বাসকষ্ট নিয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন মল্লারপুরের বাসিন্দা রাজেন্দ্র প্রসাদ দত্ত। সোমবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে জেনারেল বিভাগ থেকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই মতো দুপুরে ওই রোগীকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার সময় রোগীকে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছিল সেই সিলিন্ডারে অক্সিজেন ছিল না। ফলে অক্সিজেন না পেয়ে মৃত্যু হয়েছে রোগীর। এই অভিযোগে হাসপাতালে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। তারা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে চিৎকার শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রামপুরহাট থানার পুলিশ। পরে হাসপাতালের এমএসভিপি পলাশ দাস রোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছে গিয়ে জোর হাত করে ক্ষমা চেয়ে নেন। এরপরেই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পলাশ দাস বলেন, আমি চিৎকার শুনে সেখানে যাই। আমি পরিবারের সদস্যদের লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছি। তদন্তর পর কি ঘটেছিল জানা যাবে। মৃতের মেয়ে বেবি মণ্ডল বলেন, বাবার সুগার ছিল। শনিবার বাবাকে ভর্তি করি। সোমবার চিকিৎসক বাবাকে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু হাসপাতালে তিনঘণ্টা ধরে কোন স্টেচার পাওয়া যায়নি। যখন পাওয়া গেল তখন আবার অক্সিজেনের খালি সিলিন্ডার লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফলে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পথেই বাবার মৃত্যু হয়। এরজন্য দায়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আমরা এই ঘটনার তদন্ত চাই।

পানাগড়ে ইথানল তৈরির কারখানা দূষণে নাকাল গ্রামবাসীদের সড়ক অবরোধ, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ জুলাই ঃ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পচা দুর্গন্ধ। আর তার জেরে অতিষ্ঠ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। অ্যালকোহল তৈরির কারখানার দুর্গন্ধে নাজেহাল স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারন মানুষ। লাটে উঠেছে দূষণ নিয়ন্ত্রন। অভিযোগ জানিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়েছে আক্রান্ত বাসিন্দারা। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতেই রাস্তায় নামল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। সোমবার পানাগড় মোরগ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করল স্কুল পড়ুয়া ও বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার মিনিবাজারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রায় তিন ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। উল্লেখ্য, পানাগড় শিল্পতালুকে আরও দুটি অ্যালকোহল তৈরির কারখানা হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ উৎপাদন শুরু করেছে। জানা গেছে, অ্যালকোগ্রীন ডিস্টিলার্স নামে ওই কারখানাটিতে ৬৬০ কিলোলিটার অ্যালকোহল উপাদন ক্ষমতা রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, মূলত চালের খুদ থেকে ইথানল তৈরি হচ্ছে। ওই ইথানাল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থায় যোগান হচ্ছে। আর তাতেই দুর্গন্ধে নাজেহাল আশপাশের বিনুকগড়ে, কাঁকসার মনোজপল্লী, ২ নং ও ৩ নং কলোনির বাসিন্দারা। গত কয়েকমাস ধরে বাসিন্দারা পচা দুর্গন্ধের বিষয়টি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। কয়েক দিন আগে পরিদর্শনে যাওয়া প্রশাসনিক আধিকারিকদের কারখানা এলাকায় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। তাতেও সুরাহা না হওয়ায় সোমবার পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর মিনিবাজার মোড়ে অবরোধ করে বাসিন্দারা। স্কুল পড়ুয়ারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ে। পড়ুয়াদের করুন আর্তি 'বিশুদ্ধ বাতাসে সুস্থভাবে বাঁচতে চাই।' অবরোধকারী মহিলারা বলেন, যখন তখন দুর্গন্ধ আসে। দুর্গন্ধে মাথা ঘুরায়। বমি হয় বাচ্চা দের। ঘরে বাইরে টেকা দায় হয়ে পড়ে। তাই এই দুর্গন্ধ বন্ধ করা হোক। বিশুদ্ধ বায়ুতে বাঁচতে চাই। অনেক বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কারখানা লাগোয়া বিনুকগড়ে গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুমি মাডি বলেন, ভোরের দিকে দুর্গন্ধ আসে। দুপুর পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে যায় ছেলে মেয়েরা। দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবার সন্ধ্যার পর বাড়িতে ছেলে মেয়েরা থাকতে পারে না। পড়াশোনা করতে পারে না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কারখানাটি চালুর পর থেকে আমাদের স্বাভাবিক পরিবেশ বিপন্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দুর্গন্ধ জনমানসে প্রভাব পড়ছে। এলাকার জলে প্রভাব পড়ছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। জীব বৈচিত্র্য প্রভাব পড়ছে। এর আগেও কারখানা জনবসতি এলাকায় করা উচিত হয়নি। বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘোড়ুই বলেন, বাম জামানায় পশ্চিমি দেশ গুলির বাতিল করা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা করে রাজ্যবাসীকে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তৃণমূলের জামানায় দূষণ সৃষ্টিকারী অ্যালকোহল তৈরির কারখানা গড়ে সাধারন মানুষকে তার থেকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। দূষণে নিয়ন্ত্রন পর্ষদ উদাসীন। তার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারন মানুষকে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতি প্রক্তন কর্মাধ্যক্ষ (বিদ্যুৎ ও শিল্প) অজয় মজুমদার বলেন, এই শিল্প মানুষ চায়নি। তাই আজ মানুষ পথে নেমেছে। এলাকাবাসীর দমবন্ধ হয়ে আসছে। তাদের ছেলে মেয়েরা কোন কাজ পায়নি এসব শিল্পকারখানায়। বাইরের লোক কাজ পাচ্ছে। আর দূষণের শিকার হচ্ছে কারখানার আশপাশের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত। এই দুর্গন্ধ বন্ধ হোক। যদিও এইবিষয়ে দুর্গাপুর দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের আধিকারিকরা কোন মন্তব্য করতে চায়নি। এদিকে অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ওই রাজ্য সড়কটি। ঘন্টা তিনেক পর কাঁকসা ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা।

অসময়ে বণবস্তিতে বিদেশি পর্যটকদের দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ অসময়ে বণবস্তিতে বিদেশি পর্যটকদের দল! সমুদ্র পেরিয়ে এলো ওরা বন্য প্রাণীদের নিকটতম প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত হতে, আনন্দে আত্মহারা বনবস্তির কচিকাঁচারা দল। প্রজনন ঋতু চলছে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ সর্বসাধারণের, তবে ওরা যে এসেছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বন্য প্রাণ ও বনাঞ্চলের জনপদের সঙ্গে মিশে যেতে। অবশেষে স্থানীয় পরিবেশ কর্মী অনির্বাণ মজুমদারের উপস্থিতে সুদূর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত বারো জনের সম্প্রতি সেই ইচ্ছের অনেকটাই পূরণ হলো গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বুধুরাম বন বস্তিতে। এদিন বন ও বনবস্তির কচিকাঁচাদের সঙ্গে অনেকটাই সময় কাটিয়ে হেসে খেলে উপহার দিয়ে, দুর্গম বন বস্তিতে রাজ্যে সরকারের পানীয় জল, অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের প্রশংসা করে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় দক্ষিন কোরিয়া থেকে আগত দলটি। এই প্রসঙ্গে ডুয়ার্সের ভূমিপুত্র তথা পরিবেশ কর্মী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, এই মুহূর্তে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ, যেই কারনে বন্য প্রাণীদের দেখার সুযোগ নেই চলে, সে কথা জেনেই বিদেশি পর্যটকদের এই দলটি বন্য প্রাণীদের সব থেকে কাছের প্রতিবেশীদের সঙ্গ বেছে নেন। এছাড়াও বিদেশি পর্যটকদের এই দলটি বন বস্তির জীবন যাত্রা, আচার অনুষ্ঠান নিয়ে জানতে আগ্রহী ছিলো, সেই কারণেই বুধুরাম বন বস্তিতে ওনাদের নিয়ে যাই, বাচ্চাদের সঙ্গে বিভিন্ন খেলায় অংশ নেন বিদেশি পর্যটকদের এই দলে থাকা চিকিৎসক, অধ্যাপক সহ সমাজের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত পর্যটকেরা। আর এতেই কিছু সময়ের জন্য হলেও বন বস্তির নিত্য দিনের অভাব অনটন যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় কচিকাঁচাদের মন।

হাইকোর্টের নির্দেশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো কাটোয়া পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২০১০ সালে বিজয় মাজি তাঁর স্ত্রী চন্দনা মাজির নামে পুকুরের পা। কেনেন। তারপর থেকে রাতের অন্ধকারে পুকুরের পাড় ভরাট করতে শুরু করেন এরপর কংক্রিটের গাঁথনি দিয়ে বাড়ি করা শুরু করেন প্রতিবেশীদের বাঁধা উপেক্ষা করে। এমত অবস্থায় প্রতিবেশীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তরকে জানায় লিখিতভাবে, কাজের কাজ না হওয়ায় তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। মহামান্য হাইকোর্ট রায় দেয় পুকুর বা জলাশয় এর পাড় বুজিয়ে বাড়ি করা আইন বিরুদ্ধ এছাড়া ওটা অবৈধ নির্মাণ যেহেতু রেকর্ড আছে পুকুর। মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া পৌরসভাকে, যে ১৫ দিনের মধ্যে পুকুরের পাড়ের বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিতে হবে সেই মতাবেক সোমবার কাটোয়া পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের উপস্থিতিতে পুকুরের পাড়ের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয় বুলডোজার দিয়ে, স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে। পুকুর পাড়ের অংশ ভেঙে দেওয়ায় কেন্দ্র করে সামায়িক বচসা হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়া প্রাক্তন অরবিন্দ ঘোষের সাথে বিজয় মাজির স্ত্রী চন্দনা মাজির সঙ্গে। চন্দনা মাজির অভিযোগ নোটিশ দেওয়া হয়নি, এক্সিকিউটিভ অফিসারের নির্দেশে কংক্রিটের তৈরি গাঁথনি ভেঙে দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের, ময়নাতদন্তের পর দেহ আসতেই মাদক কারবারিদের গ্রেফতারির দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকা জুড়ে রমরমিয়ে চলছে মাদকের কারবার। গ্রামে গ্রামে বিক্রি হচ্ছে ব্রাউন সুগার, গাঁজা, চরস। এর আগেও মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে এলাকার যুবকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠেছে বারবার। কিন্তু তারপরেও বন্ধ হয়নি মাদকের ব্যবসা। ফের মাদকাসক্ত হয়ে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লো এলাকাবাসী। জাতীয় সড়কে মৃতদেহ রেখে চললো তুমুল বিক্ষোভ। সোমবার বিকেলে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় চাঁচল সদর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত যুবকের নাম রাকেশ আলী (২৮)। বাড়ি চাঁচলের হবিনগর এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই মাদকের নেশায় আসক্ত ছিলেন রাকেশ। রবিবার অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মালদা থেকে দেহ ফিরতেই এলাকার মানুষ বিক্ষোভ শুরু করে। এলাকার মানুষ মরদেহ নিয়ে মাইক হাতে বিক্ষোভ মিছিল করে চাঁচল সদরে স্টেট বাস ডিপোর সামনে আসে। তারপরেই জাতীয় সড়কে মরদেহ রেখে চলে বিক্ষোভ। মাদক কারবারি এবং পুলিশের বিরুদ্ধে মুহূর্মুহু স্লোগান উঠতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ চাঁচল থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে চলছে মাদকের কারবার। ধ্বংসের পথে যাচ্ছে যুবসমাজ। শেষ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক পরিবার। কিন্তু মাদক কারবারের মূল মাথাদের ধরছে না পুলিশ। অনেক সময় গ্রেফতার করা হলেও তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তীতে। তাই প্রত্যেকটি এলাকায় মাদক কারবারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবি তুলে বিক্ষোভকারীরা। এক বিক্ষোভকারী আবু তালেব বলেন, এর আগে আমার বন্ধুকে হারিয়েছি। এবার এক ভাইকে হারালাম। মানুষকে সজাগ করতে আজ আমরা এই বিক্ষোভ করছি। পুলিশের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তার করা হোক। মৃতের কাকা নাজির হোসেন জানান, আমরা অনেক চেষ্টা করেও ভাস্তাকে এই পথ থেকে বের করতে পারলাম না। এরপর যাতে আর কারোর প্রাণ না যায়। তাই আমাদের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারী তথা তৃণমূলের ছাত্রনেতা বাবু সরকারের অভিযোগ, একজন যুবক হিসেবে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এটাই বলব এই কারবারীদের পিছনে অনেক সময় রাজনৈতিক মদত থাকে। শুধু পুলিশের দোষ দিলে চলবে না। এদিকে দীর্ঘক্ষণ অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় এলাকায়। অবরোধ তুলতে ঘটনাস্থলে আসে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মাইক হাতে নিয়ে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করে পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশ আশ্বাস দেয় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার হবে মাদক কারবারীরা। তারপর প্রায় দেড় ঘন্টা পরে ওঠে অবরোধ। চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, নেশাশক্তঃ অবস্থায় অসাবধানতাবশত জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। মাদকের কারবার বন্ধ করতে পুলিশ তৎপর। সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ০৫ বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনের ডি এবং ই ক্যাটেগরি স্টেশনে ১৪টি জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-এর মাধ্যমে এবং বি, সি, ই এবং এফ ক্যাটেগরি স্টেশনে ৩০টি স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। আরও তথ্যের জন্য **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in** দেখুন । অকশনের বিশদ ● **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এইচডব্লুএইচ-সিএটিজি- এইউজি১২।** যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় ঃ (১) এএ/১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত – সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১০.৩০ মিনিটে। **(২) এএ/২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত – সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১০.৪০ মিনিটে। **(৩) এএ/৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ- ২-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১০.৫০ মিনিটে। **(৪) এএ/৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরজেজি-জিএমইউ-৮০-২৪-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ));৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা....। অসংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.০০ টায়। **(৫) এএ/৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-জিএমইউ-১১-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.১০ মিনিটে। **(৬) এএ/৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি- জিএমইউ-৪৭-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.২০ মিনিটে। **(৭) এএ/৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ));জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.৩০ মিনিটে। **(৮) এএ/৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-জিএমইউ-১২-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অসংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.৪০ মিনিটে। **(৯) এএ/৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-জিএমইউ-৭৬-২৪-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জে...মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.৫০ মিনিটে। **(১০) এএ/১০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এজেড -জিএমইউ-৭৪-২৪-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ));৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা....। সংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.০০ টায়। **(১১) এএ/১১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই -জিএমইউ-৫২-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ));জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.১০ মিনিটে। **(১২) এএ/১২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি -জিএমইউ-৮-২২-১ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.২০ মিনিটে। **(১৩) এএ/১৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-২ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। **(১৪) এএ/১৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই-জিএমইউ- ৩-২২-২ (কেটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.৪০ মিনিটে। **(১৫) এবি/১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি- এসএমইউ-৩৪-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.৫০ মিনিটে। **(১৬) এবি/২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.০০ টায়। **(১৭) এবি/৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.১০ মিনিটে। **(১৮) এবি/৪;** সিএটিজি- এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫১-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.২০ মিনিটে। **(১৯) এবি/৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিটে। **(২০) এবি/৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৪০ মিনিটে। **(২১) এবি/৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৫০ মিনিটে। **(২২) এবি/৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.০০ টায়। **(২৩) এবি/৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএস-এসএমইউ-১৩-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.১০ মিনিটে। **(২৪) এবি/১০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.২০ মিনিটে। **(২৫) এবি/১১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ- ২০-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.৩০ মিনিটে। **(২৬) এবি/১২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-এসএমইউ-৭৮-২৪-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ));৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা....। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.৪০ মিনিটে। **(২৭) এবি/১৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.৫০ মিনিটে। **(২৮) এবি/১৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর- এসএমইউ-২১-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.০০ টায়। **(২৯) এবি/১৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ));স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.১০ মিনিটে। **(৩০) এবি/১৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.২০ মিনিটে। **(৩১) এবি/১৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে। **(৩২) এবি/১৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.৪০ মিনিটে। **(৩৩) এবি/১৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.৫০ মিনিটে। **(৩৪) এবি/২০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ));স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.০০ টায়। **(৩৫) এবি/২১;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ-৩৬-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.১০ মিনিটে। **(৩৬) এবি/২২;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.২০ মিনিটে। **(৩৭) এবি/২৩;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.৩০ মিনিটে। **(৩৮) এবি/২৪;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ- ২৬-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.৪০ মিনিটে। **(৩৯) এবি/২৫;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ));স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.৫০ মিনিটে। **(৪০) এবি/২৬;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৫.০০ টায়। **(৪১) এবি/২৭;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-এসএমইউ-৪০-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৫.১০ মিনিটে। **(৪২) এবি/২৮;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৫.২০ মিনিটে। **(৪৩) এবি/২৯;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-এসএমইউ- ৭৯-২৪-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); ৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা....। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৫.৩০ মিনিটে।**(৪৪) এবি/৩০;** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১ (কেটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশা...ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন;১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৫.৪০ মিনিটে। **রেট ইউনিট ঃ** অ্যানুয়াল লাইসেন্সিং ফি (প্রত্যেকটির জন্য)। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬ (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট (%) ঃ** ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। **বায়না মূল্য ঃ** ৫% (প্রত্যেকটির জন্য)।

(HWH-185/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড

CIN: L45209WB1982PLC034804

নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২এ, ডঃ মেঘনাথ সাহা সরণী, রুম নং ১, ২য় তল, সাউর্দান এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯, ভারত

ই-মেইলঃ info@likhamiconsulting.com **ওয়েবসাইটঃ** www.likhamiconsulting.com

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১৩.১০০	৩৪.১০২	১২.৯০০	৬৩.০২১
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	২.৪২৩	১৮.৮৭০	০.৭০২	২১.৪০১
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	২.৪২৩	১৮.৮৭০	০.৭০২	২১.৪০১
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	২.৪২৩	১৮.৮৭০	০.৭০২	১৫.৮১০
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	২.৪২৩	১৮.৮৭০	০.৭০২	১৫.৮১০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০	৯৯৫.০০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	২৪৭৩.৬৮১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	০.০২৪	০.১৯০	০.০০৭	০.১৫৯

মন্তব্যঃ

১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.likhamiconsulting.com।

২) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
লিখামি কনসাল্টিং লিমিটেডের জন্য
বাবু লাল জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN No.02467622

তারিখঃ ২৯ জুলাই, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti, Purulia-II of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the development work under source of fund School Education & MDW under Purulia-II PS vide Tender Notice (eNIT) No : WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 06/2024-25, WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 22/2023-24 4 th Call. For more details requesting to follow the website www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board or may contact General Section of the undersigned on office day & time.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/011/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of I.P.S. passage Footpath at 24, 23 Madan Mohan Burman Street and 145B, C. R. Avenue etc. in Ward No.-41.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,93,578.60**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/12/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of Footpath at 22, 24, 70, 104, Rabindra Sarani etc. in Ward No.-43.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,97,629.45**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **28 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **08.08.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Tender: **10.08.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/06/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of privies at 136 Beliaghata Bustee and surrounding Bustee areas in Ward No.-36.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,054.93**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/005/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing and maintenance of Bustee privy at Giri Babu Lane, Haverly Lane, Phears Lane etc. in Ward No.-44.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,392.73**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **10.08.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 3 & 4). Date and time of opening of Tender: **12.08.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website: **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/3/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of Bustee passages at 61, 64 Garcha Road, 3 No. Lake Colony, 6, 10, Garcha 1st Lane etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,48,781.72**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **120 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/06/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Renovation of Bustee passages at 3 No. Lake Colony, 57, 59A Hazra Road, 6, 10 Garcha 1st Lane etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,258.56**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/04/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of Bustee drainage system at 64, Garcha Road, 57, 59, 59C Hazra Road, 6, 10 Garcha 1st Lane etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,48,729.69**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **120 days**. Last date and time of submission of Bid: **08.08.2024 – 12 noon**. (For Sl. No. 1 to 3). Date and time of opening of Tender: **10.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/013/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of Footpath at 36, 51D, 53/B Garcha Road, 157/B, 161/2/1 R. B. Avenue, 49A, 53A, 56/2/1 Gariahat Road, 57, 59A Hazra Road, 16/5, Dover Lane etc. damaged by different PU Agencies and Natural Wear and Tear etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,74,921.54**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **60 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/11/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of Footpath at 111 to 134 Southern Avenue damaged by different PU Agencies and Natural Wear and Tear etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,14,490.63**. Earnest Money: ₹ **8,300.00.** Period of Completion: **60 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/09/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of paver block & I.P.S. Footpath at 3 J.D.N. Road, 23 Sarat Bose Road and other different locations in Ward No.-70 disturbed by CESC & Natural Wear & Tear.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,443.77**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days**.

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/012/2024-2025/R
Name of the Work: **Repairing of paver block & IPS Footpath at Lake Terrace Extension, Kavi Bharati Sarani, Jatin Bagchi Road, Purna Das Road, Hindusthan Park, Southern Avenue etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,977.90**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **09.08.2024 – 12 noon**. (For Sl. No. 4 to 7). Date and time of opening of Tender: **12.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 4 to 7). The bid forms and other details are available on and from **31.07.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 4 to 7). The website: **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 4 to 7).

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/090/08/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of disturbed I.P & Paver block Footpaths near 66/E, 59/A Southend Park, 21/1/F, 7, 8/36 Fern Road etc. in Ward No.-90 disturbed by CESC and Natural Wear & Tear.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,95,684.47**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **100 days**.

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/090/06/2024-2025/D
Name of the Work: **Relaying of kerb & channel stones and allied civil works near 31, 3 Jatin Das Road, 142/1, 156C R. Behari Avenue and other different Roads in Ward No.-90.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,77,781.53**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid: **10.08.2024 – 12 noon**. (For Sl. No. 8 & 9). Date and time of opening of Tender: **13.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 8 & 9). The bid forms and other details are available on and from **01.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 8 & 9)). The website: **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 8 & 9).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-X, KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: X/095/011/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of asphaltum road disturb due to laying of W/S Main from Samajgarh Shitala Khola B.P.S. to 1 No. Arabinda Nagar in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated Value (including GST & CESS): ₹ **2,43,900.78**. Earnest Money: ₹ **4,880.00.** Time of Completion: **90 Days.**

(2) NIT No.: X/097/003/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of sanitary latrine at different location of 27 Baburam Ghosh Road, 46 Graham Road etc. in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Value (including GST & CESS): ₹ **2,98,490.98**. Earnest Money: ₹ **5,970.00.** Time of Completion: **180 Days.**

(3) NIT No.: X/098/010/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of road dist. by W/S Deptt. near 165 Ashoke Avenue etc. in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Value (including GST & CESS): ₹ **3,29,687.95**. Earnest Money: ₹ **6,595.00.** Time of Completion: **90 Days.**

(4) NIT No.: X/095/005/2024-2025/D (2nd Call)
Name of the Work: **Rest. of asphaltum road disturb due to laying of W/S Main at 21 Aswini Nagar & 1/115, 1/12 Azadgarh etc. in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated Value (including GST & CESS): ₹ **3,64,672.19**. Earnest Money: ₹ **7,295.00.** Time of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of Bid: **08.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 4). Date and time of opening of Bid: **10.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website: **https://etender.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4). **(312/24-25)**

ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ, আরও একটা পদকের ম্যাচে মনু ভাকের

প্যারিস, ২৯ জুলাইঃ প্যারিসে ভারতের পদকের খাতা খুলেছেন মনু ভাকের। দীর্ঘ এক যুগ পর শুটিংয়ে পদক জিতেছে ভারত। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসেবে পদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন। প্যারিসে প্রথম সাফল্যের পর মনু ভাকের বলেছিলেন, একটা পদকেই থামতে চান না। তাঁর নজরে বাকি ইভেন্টেও। টিম ইভেন্টেও রয়েছেন ২২ বছরের মনু ভাকের। টোকিওতে বন্দুকের সমস্যায় হতাশা নিয়ে ফিরেছিলেন। এ বার শুরুতেই সাফল্য পেয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী ফোন করে কথা বলেছেন মনুর সঙ্গে। তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। শুরুটা ভালো হওয়ায় আরও পদকের জন্য আত্মবিশ্বাস পাবেন মনু, সেটাও বলেছিলেন মোদি। আরও একটা পদকের স্বপ্ন জিইয়ে রাখলেন। শুটিংয়ে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টের ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে যোগ্যতা অর্জন করল মনু ভাকের-সরবজোত সিংয়ের ভারতীয় জুটি। এ দিন ১০মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তৃতীয় স্থানে শেষ করে ভারতীয় জুটি। ভারতীয় সময় অনুযায়ী আগামী কাল অর্থাৎ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় মিক্সড টিম ইভেন্টের ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে নামবেন মনু ভাকের ও সরবজোত সিং। একই ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন পর্বে নেমেছিল আর এক ভারতীয় জুটি রিদম সাংওয়ান-অর্জুন সিং চিমা। তাঁরা ৫৭৬ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে শেষ করেন। ফলে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ। ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকজয়ী মনু ভাকের এবং তাঁর মিক্সড টিম পার্টনার ৫৮০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন। ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে মনু ভাকেরদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার ও ইয়ে জিন-লি ওনহো জুটি।

৫৮ মিনিট পিছিয়ে থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন

হরমনপ্রীত লড়াইয়ে রাখলেন ভারতকে

প্যারিস, ২৯ জুলাইঃ যেন নিউজিল্যান্ড ম্যাচের অ্যাকশন রিপ্লে। অলিম্পিকের প্রথম ম্যাচেও পিছিয়ে ছিল ভারত। সেখান থেকে ২ মিনিট বাকি থাকতে পেনাল্টি কর্নার থেকেই জয় তুলে আনেন হরমনপ্রীত সিং। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধেও সেই একই কাজ করলেন ভারতের ক্যাপ্টেন। শুরু থেকে বলা হচ্ছে, হরমনপ্রীত যদি ফর্মে

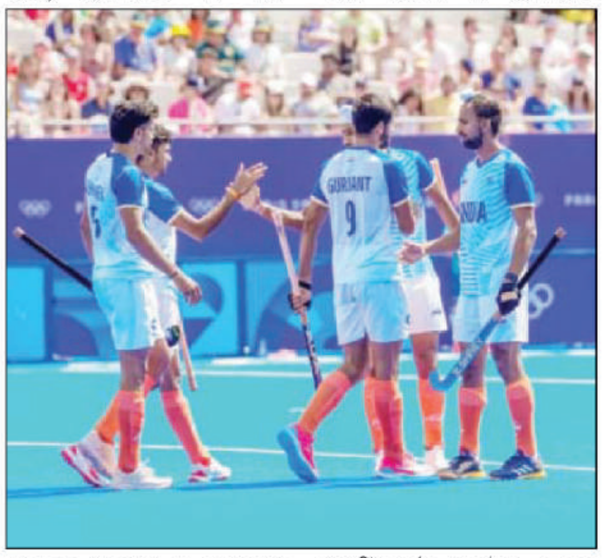

থাকেন, তা হলে পদকের স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। কেন? কারণ, পেনাল্টি কর্নার যে টিম ভালো মারে, তাদেরই পদক জেতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ভারত কিন্তু হরমনপ্রীতের কারণেই এ বারের অলিম্পিকের পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার। ৫৮ মিনিট পর্যন্ত ০-১ পিছিয়ে ভারত। পেনাল্টি আসছে ঠিকই, কিন্তু কাজে লাগাতে পারছেন না। উল্টে ২২ মিনিটে ১-০ করে যান আর্জেন্টিনার লুকাস মার্তিনেজ। ভারতীয় টিম অবশ্য লড়াই থেকে কখনও হারায়নি। শেষ মিনিটের খেলা অবশ্য উত্তেজনার চরমে উঠেছিল। আর্জেন্টিনার দুই রেইসার যেন চিনের প্রাচীর হয়ে উঠেছিলেন। একের পর এক পেনাল্টি কর্নার মেরে চলেছেন হরমনপ্রীত সিং। আর বারবার থামিয়ে দিচ্ছেন দুই রেইসার। শেষ পর্যন্ত পারলেন না। হরমনপ্রীত পেনাল্টি কর্নার থেকেই ১-১ করে গেলেন। অবশ্য তার আগে যে সব সুযোগ এসেছিল, কাজে লাগাতে পারলে কিন্তু এই ম্যাচও জিততে পারত ভারত। ২ ম্যাচে ভারতের পয়েন্ট ৪। শীর্ষে বেলজিয়াম ও অস্ট্রেলিয়া। তাদের পয়েন্ট ৬। পুল বি কার্যত গ্রুপ অফ ডেথ। টোকিও গেমসের তিন পদকজয়ী টিমই এই গ্রুপে। জার্মানির মতো কঠিন টিমকে এড়ানোর জন্য গ্রুপ লিগে শীর্ষে থাকতে হবে ভারতকে। পরের তিনটে ম্যাচ আরও কঠিন ভারতের কাছে। অলিম্পিকের ইতিহাস যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, সাফল্য বলতে একবারই, সেই ২০১৬ সালের রিওতে। সে বারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আরও ভালো করতে বললে, ওই সময় থেকেই মেসির দেশের হকি চমকে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে বরাবরই অলিম্পিকে পিছিয়েই থেকেছে তারা। ১০ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দেশ। ভারত জিতেছে ৮বার। মাত্র একবারই জিতেছে আর্জেন্টিনা। প্যারিস অলিম্পিকে জয়ের ধারা ভারত ধরে রাখত না ঠিকই, তবে হারেওনি। অলিম্পিকের ২০০৪ সালে ২-২ ড্র করেছিল ভারত। ২০ বছর পর আবার ড্র দেখা গেল দুই দেশের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ভারত শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু অলিম্পিকের ওই প্রথম ম্যাচ জিতেছিল ভারতীয় হকি টিম। তার পিছনে একটাই কারণ ছিল মিডফিল্ডের চমৎকার পারফরম্যান্স। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধেও তেমনটাই করে দেখাতে হত। কিন্তু ভারতীয় মিডিও আগের ম্যাচের মতো খেলতে পারল না। মনপ্রীত, হার্দিক, সামশের সিংরাও নজর কাড়তে পারেননি। খেলা তৈরি করতে পারেননি। দুটো প্রান্তে খেলা ছড়াতে পারেননি। যে কারণে চাপ কখনওই আর্জেন্টিনার উপর ছিল না। অবশ্য শেষ কোয়ার্টারে অন্য রকম খেলেছে ভারতীয় টিম। আগ্রাসন, ক্রমাগত চাপ তৈরি করা, বিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়া-হরমনপ্রীতের ভারতের বিশেষত্ব। ভারত এটা ধরেই পদকের কাছে পৌঁছতে চাইছে।

শুরু থেকে দুর্দান্ত লড়েও অর্জুনের পদক হাতছাড়া, সপ্তমে শেষ রমিতার

প্যারিস, ২৯ জুলাইঃ পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ফাইনাল। আরও একটা পদকের প্রত্যাশা। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের অপেক্ষা দেশবাসীর। প্যারিসে এখনও অবধি একটিই পদক এসেছে। সেটাও শুটিং থেকেই। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পদক এনেছেন মনু ভাকের। মিক্সড টিম ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এ দিন নজর ছিল অর্জুন বাবুতার দিকে। অলিম্পিকে ভারতের চার নম্বরের অনেক হতাশা রয়েছে। সেই

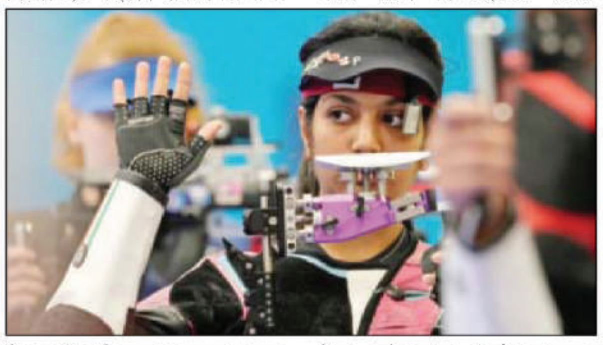

তালিকায় নাম জুড়ল অর্জুন বাবুতারও। শুরু থেকে দুর্দান্ত। ২-৩ নম্বরেই ওঠা নামা করেন। শেষ মুহূর্তে চাপ নিতে পারলেন না। ফলে পদক হাতছাড়া। ফাইনালে পাঁচ শটের প্রথম সিরিজের পর ভারতের অর্জুন বাবুতা ৫২.৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ছিলেন। প্যারিসেই অলিম্পিক অভিষেক। ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে প্রত্যাশা বাড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয় পাঁচ শটের সিরিজের পর ১০৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে যান। যদিও দ্বিতীয় স্থানে থাকা ক্রোয়েশিয়ার প্রতিপক্ষর থেকে মাত্র ০.১ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন। আসল লড়াই শুরু হয় নকআউট পর্ব। ১২ নম্বর শটের পর থেকে এলিমিনেশন শুরু। ১১ নম্বর শটের পর ১১৫.৬ পয়েন্ট নিয়ে ফের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন অর্জুন বাবুতা। 'ডেঞ্জার জোন' শুরু পরের শটেই। ১২ শটের পর ছিটকে যান আর্জেন্টিনার মার্সেলো গুতিরেজ। ১২৬.৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখেন অর্জুন। ১৩ নম্বর শটে ৯.৯ মারেন অর্জুন। সেখানেই চাপ তৈরি হয়। যদিও দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখেন ১৩৬.৩ পয়েন্ট নিয়ে। ১৪ শটের পর ১৪৬.৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেই অর্জুন। শীর্ষে থাকা চিনের প্রতিপক্ষর সঙ্গে ২.২ পয়েন্টের অনেকটা গ্যাপ ছিল। ১৫ নম্বর শটের ১০.২ মারেন অর্জুন। তাতেও অবশ্য গ্যাপ কমেনি। বরং ১৫৭.১ পয়েন্টে তৃতীয় স্থানে পিছিয়ে যান অর্জুন। ১৬ নম্বর শটের পরই দুর্দান্ত কামব্যাক। ১৬৭.৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অর্জুন। ক্রমশ স্নায়ুর চাপ বাড়তে থাকে। এলিমিনেশন-পদকের দিকে যাওয়া। এমন পরিস্থিতি হওয়াই স্বাভাবিক। ১৬ শটের পর বাকি পাঁচ শুটারের লড়াই। ১৭ নম্বর শটে ১০.৫ মারেন অর্জুন। দুর্দান্ত শট। ১৭৮.৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অর্জুন। ১৮ নম্বর শটের পর প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায় চার জন। অর্জুন বাবুতা ১৮৮.৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে নেমে যান অর্জুন। শুরু থেকে দুর্দান্ত লড়াই করা অর্জুন বিপজ্জনক জায়গায়। ১৯ নম্বর শটের ১৯৮.৯ পয়েন্ট নিয়ে চারেই থাকেন। অর্জুনের কাছে শেষ সুযোগ হয়ে দাঁড়ায় ২০ নম্বর শট। এই শটের উপরই নির্ভর করছিল তাঁর পদক। কিন্তু ৯.৫ মারতে পারেন। শেষ সুযোগও শেষ। ২০৮.৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানেই বিদায় নিতে হয়। অন্যদিকে প্রথম অলিম্পিকেই ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে উঠে চমকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পদক এল না। শুরু থেকে মরিয়া লড়াই করলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল চূড়ান্ত। প্যারিসে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ফাইনালের সূচনা করেন অলিম্পিকে সোনার পদকজয়ী ভারতের একমাত্র শুটার অভিনব বিন্দ্রা। ২০ বছরের রমিতা জিন্দাল। কি নার্ভাস ছিলেন? হয়তো। তবে শুরু থেকে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন হরিয়ানার মেয়ে। অভিজ্ঞতার অভাবও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্বপ্ন জাগিয়েও এ বারের মতো সপ্তম স্থানেই শেষ করলেন ভারতীয় তরুণী। প্রথম সিরিজের পর চিনের ১৭ বছরের হুয়াং হি টিন শীর্ষে ছিলেন। চতুর্থ স্থানে ছিলেন ভারতের রমিতা জিন্দাল। তাঁর পয়েন্ট ৫২.৫। প্রথম পাঁচ শটের সিরিজের নিরিখে ভালোই বলা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় সিরিজের শেষ শটটাই তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে দেয়। ৯.৭ মারেন। শুটিংয়ে ১০ পয়েন্টের কম মারলে ফিরে আসার সম্ভাবনা কমে যায়। রমিতার ক্ষেত্রেও হল তাই। তবে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। পর এলিমিনেশন পর্ব শুরু। ফলে আরও ভালো করাই টার্গেট ছিল রমিতার। ফোকাস এবং ব্যালান্স। মূলমন্ত্র সেটাই। দ্বিতীয় পাঁচ শটের পর রমিতা জিন্দাল সপ্তম স্থানে। ১০৪ পয়েন্ট দাঁড়ায় তাঁর। তবে বাকিদের সঙ্গে পার্থক্য ছিল সামান্যই। কিন্তু এই সামান্য ব্যবধানই যে অনেক বড়, সেটাই প্রমাণিত হল। এরপর নকআউট পর্ব শুরু হয়। ১১ নম্বর শটের পর সপ্তম স্থানেই থাকেন রমিতা। এখান থেকে ঝুঁকির শুরু। ১১৪.৪ পয়েন্ট ছিল রমিতার। প্রথম এলিমিনেশন শটে ১০.৫ মারেন রমিতা। ১২ নম্বর শটের পর ১২৪.৯ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে আসেন। ছিটকে যান নরওয়ের জেনেট। ১৩ নম্বর শটের ১৩৫.১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রমিতা। ফলে টিকে থাকেন তিনি। কাজাখস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পয়েন্টে টাই হয় রমিতার। কাজাখস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী ১০.৮ মারেন। রমিতা ১০.৫। সপ্তম স্থান থেকে ১৪৫.৩ পয়েন্ট নিয়ে বিদায় নেন অলিম্পিকে অভিষেককারী রমিতা জিন্দাল। পদক আনতে না পারলেও হতাশ করেছেন তিনি, বলা যাবে না। গত অলিম্পিকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ বারের অলিম্পিকে পদক ফলাতে শুরু করেছেন মনু ভাকের। রমিতাও তাই করবেন। মাত্র ২০ বছর বয়স তাঁর। চার বছর পরের অলিম্পিকে তিনি পদকের স্বপ্নপূরণ করবেন, বলাই যায়।

পুষ্পবৃষ্টিতে বরণ ম্যাকলারেনদের, অমর একাদশের মূর্তিতে শ্রদ্ধা শুভাশিসদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ ২৯ জুলাই। ঐতিহাসিক মোহনবাগান দিবস। আর এই ঐতিহাসিক দিনেই নতুন মরসুমে অনুশীলন শুরু মোহনবাগানের মূল দলের। নিজেদের মাঠে প্র্যাকটিসে নেমে পড়লেন জেসন কামিংস, শুভাশিস বসুরা। এ বছর মোহনবাগানে সই করা অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনও সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করলেন। ফুলে মালায়, স্লোগানে বরণ করে নেওয়া হল মোহনবাগান ফুটবলারদের। ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে বাস্তব রায়ের কোচিংয়ে জিতেছে মোহনবাগান। সিনিয়র দলের কোচ হোসে মোলিনাও বাগান জার্সিতে অনুশীলন শুরু করালেন। ডুরান্ডের পরবর্তী ম্যাচ থেকেই ডাগ আউটে বসবেন মোলিনা। আপুইয়া, ম্যাকলারেনরা মাঠে ঢুকতেই পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে ফুটবলারদের বরণ করে নেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। গ্যালারি থেকে পুষ্পবৃষ্টি, আর ড্রেসিংরুম থেকে মাঠে প্রবেশ করলেন ফুটবলাররা। কোচ মোলিনা প্রথম দিনই দেড় ঘণ্টার অনুশীলন করান। প্রথম দিনের অনুশীলনে অবশ্য দেখা যায়নি দিমিত্রি পেত্রাতোস আর অনিরুদ্ধ থাপাকে। রবিবার রাতে শহরে এসেই সোমবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়লেন জেমি ম্যাকলারেন। প্রথম দিন মূলত ফিটনেস অনুশীলনই করেন ফুটবলাররা। প্র্যাকটিস শেষে সমর্থকদের সেলফির আব্দার মেটালেন আপুইয়ারা। এ বছর বিশেষ ভাবে পালিত হল মোহনবাগান দিবস। জন্মভিটে থেকে শুরু মশাল মিছিল। মোহনবাগান লেন থেকে অমরজ্যোতি নিয়ে মিছিল করে নিয়ে আসা হল ক্লাবে। মোহনবাগান ক্লাবের অমর একাদশ লনে অমরজ্যোতি প্রজ্জ্বলন করা হল। মিছিলে পা মেলালেন অতীন ঘোষ, কুণাল ঘোষরা। অমর একাদশের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন কোচ মোলিনা থেকে শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসোরা।

বোপান্নার ভরাডুবি, অলিম্পিকের ভারতীয় টেনিসের গল্প শেষ!

প্যারিস, ২৯ জুলাইঃ বয়স যদি স্রেফ সংখ্যা হয়, কখনও সখনও কাটাও হতে পারে। রোহন বোপান্নার কাছে আপাতত তা-ই হল। অলিম্পিকে টেনিস থেকে পদকের স্বপ্নে একাকার ছিল দেশ। তার কেন্দ্রে ছিলেন বোপান্নাই। চল্লিশ পার করার পর যেন নিজেকে আরও ধারালো করেছেন। প্রতিপক্ষের কাছে বিস্ময় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অলিম্পিকের আসরে তিনি কার্যত কিছুই করতে পারলেন না। টেনিসের ডাবলস তো বটেই, সিঙ্গলসেও আশা শেষ হয়ে গেল ভারতের। প্রথম রাউন্ডেই হেরে ছিটকে গেলেন বোপান্না-বালাজি জুটি। সিঙ্গলসে হেরে গেলেন সুমিত নাগালও। সেই ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকের সিঙ্গলস থেকে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরেছিলেন কলকাতার ছেলে লিয়েন্ডার পেজ। ২৮ বছর পার করেও সেই খরা কাটাতে পারল না ভারত। বোপান্না-বালাজির ম্যাচটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। ফরাসি জুটি গেল মনফিলস-এডোয়ার্ড রজার ভাসেলিনের কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে বিদায় নিলেন। প্রথম সেটটাতে তাও লড়াই করেছিলেন। কিন্তু ৭-৫এ হেরে যান। দ্বিতীয় সেটে ফরাসিরা আর দাঁড়াতেই ভারতীয় টেনিস প্লেয়ারদের। ৬-২ হেরে যান। ডাবলসে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছিলেন বোপান্না। কিন্তু বালাজির সঙ্গে তাঁর জুটি খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারল না। পেশাদার সার্কিটে বোপান্নার সাম্প্রতিক যত সাফল্য, তার সবটাই অস্ট্রেলিয়ান ম্যাথেউ এবডেনের জন্য। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও জিতেছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে আবার ফর্ম পড়েছে বোপান্নার। ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেনে হেরে গিয়েছিলেন তাঁরা। পুরনো ছন্দ আর ফিরে পাননি ভারতীয় তারকা। সুমিত নাগালও প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন ফরাসি তারকা মোটেটের কাছে। প্রথম সেটটা হেরেছিলেন ২-৬। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য ফিরে এসেছিলেন। জেতেন ৬-২। কিন্তু তৃতীয় সেটটা আবার ৭-৫ হেরে যান। ভারতীয় টেনিস টিমের খারাপ পারফরম্যান্স নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে সমালোচনা। আপাতত সে সব চললেও চার বছর পর লস অ্যাঞ্জিলেসের দিকে তাকানো ছাড়া আর উপায় নেই।

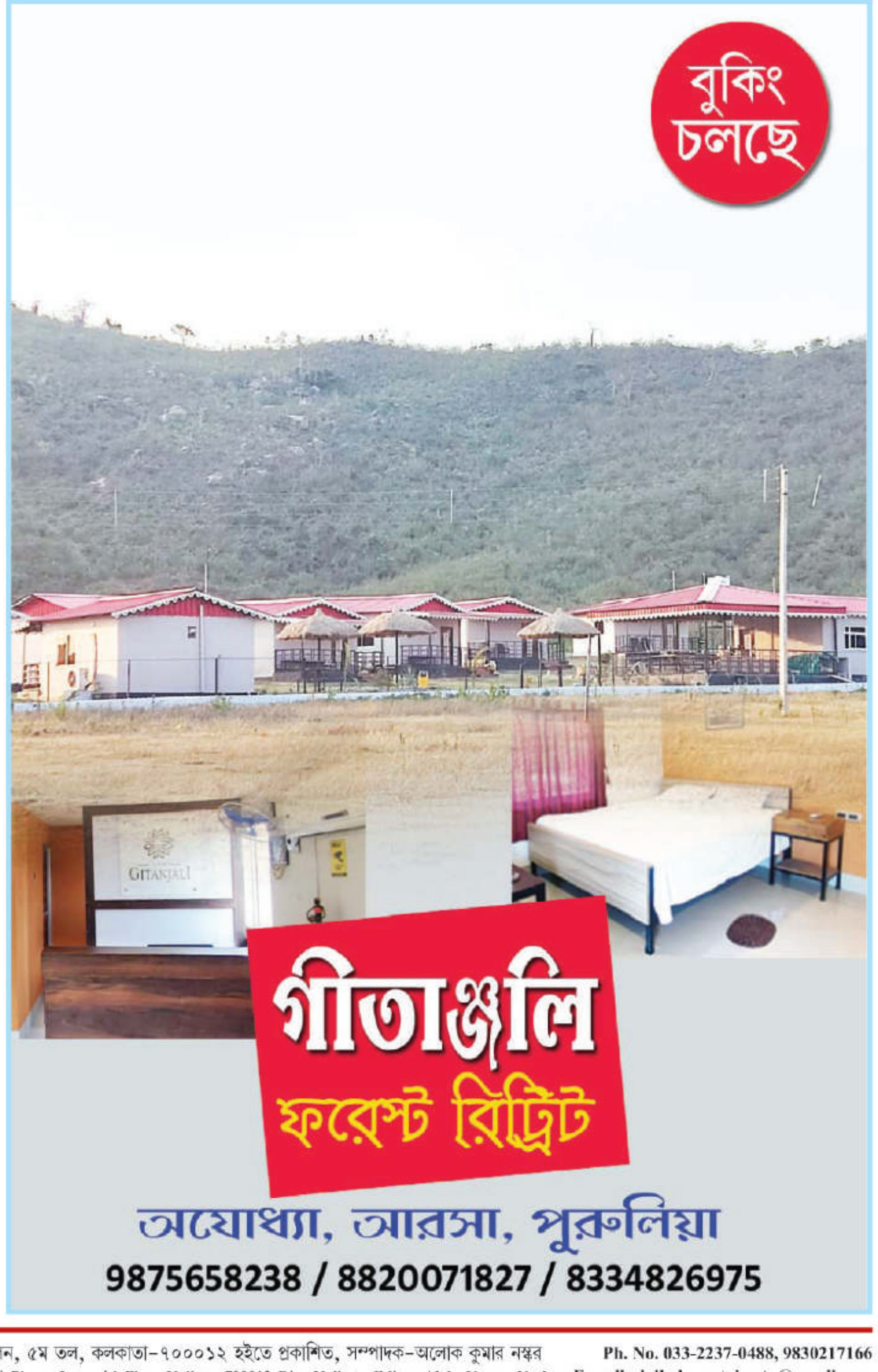

'ড্রেসিংরুমে গম্ভীর আলোচনা শুনেছি', সাংবাদিক হতেও প্রস্তুত রাহুল দ্রাবিড়!

প্যারিস, ২৯ জুলাইঃ সদ্য ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ হয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে শেষ অ্যাসাইনমেন্টে বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছেন। আপাতত ক্রিকেট থেকে বিরতি। আগামী আইপিএলে তাঁকে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। দ্রাবিড় পরবর্তী অধ্যায়ে প্রথম সিরিজ। শ্রীলঙ্কা সফরেই ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। তিন ম্যাচের সিরিজ। প্রথম দু-ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত। দ্রাবিড়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টিম জয়ের ধারা বজায় রেখেছে। ক্রীড়া বিশ্বের নজরে এখন গ্রেটেস্ট শো-অন আর্থ অলিম্পিকে। রাহুল দ্রাবিড়ও অলিম্পিকে হাজির। আর সেখানেই তিনি খোলসা করলেন ড্রেসিংরুমের গম্ভীর আলোচনার কথা। দীর্ঘ দিন ধরেই আলোচনা চলছিল, অলিম্পিকে ক্রিকেট যোগ করা যায় কিনা। রাহুল দ্রাবিড় নিজেও চান অলিম্পিকে ক্রিকেট দেখতে। সেই প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে চার বছর পর। পরবর্তী অলিম্পিক ২০২৮ সালে। আয়োজক লস অ্যাঞ্জেলস। সেখানে দেখা যাবে ক্রিকেট। এখন থেকেই উত্তেজনায় ফুটছেন ক্রিকেটাররা। প্যারিসে চলছে অলিম্পিক। সেখানেই একটি প্যানেল

ডিসকাসনে উপস্থিত রাহুল দ্রাবিড়। সঙ্গে ছিলেন আইসিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জিওফ অ্যালডারিসও। সেখানে নানা বিষয়েই আলোচনা হয়। পরের অলিম্পিকে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। রাহুল দ্রাবিড় বলেন, ''বেশ কয়েক বার ড্রেসিংরুমে প্লেয়ারদের গম্ভীর আলোচনা শুনেছি। ওরা ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পাশাপাশি আলোচনা করত, ২০২৮ সালে অলিম্পিক ক্রিকেটও রয়েছে। ওরাও সোনার পদক জিতে পোডিয়ামে দাঁড়াতে চায়। আর সবচেয়ে বড় দিক গেমস ভিলেজ। বিশ্বের সেরা স্পোর্টিং ইভেন্ট। সেরা অ্যাথলিটরা অংশ নেন। তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ। পরবর্তী অলিম্পিক যতটা এগিয়ে আসবে, আমি নিশ্চিত প্রতিটা ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ পরিকল্পনা শুরু করে দেবে। প্রত্যেকটা প্লেয়ার দলে সুযোগ পাওয়া এবং অলিম্পিকে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করবে।'' রাহুল দ্রাবিড় আশাবাদী, লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেট দুটোতেই সোনা জিতবে ভারত। দ্রাবিড়ের কথায়, ''আমার কাছে এটা স্বপ্নের মতো। আশা করছি, অলিম্পিকে দুর্দান্ত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে। আশা করছি, ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা দল সোনা জিতবে। এমনটা হলে, দুর্দান্ত একটা অনুভূতি হবে। এর চেয়েও আমার কাছে যেটা আরও বেশি রোমাঞ্চকর, প্রচুর ক্রীড়াপ্রেমী এটা বোঝার সুযোগ পাবে, ক্রিকেট কতটা সুন্দর খেলা।'' মজা করে বলেন, ''দুর্ভাগ্যবশত আমার কাছে সুযোগ নেই অলিম্পিকে খেলার। তবে আমি যে ভাবেই হোক সেখানে থাকার চেষ্টা করব। কিছু যদি না পারি, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে অলিম্পিকে থাকব।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com